BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

BUKHARI SHARIF (10TH VOLUME)

www.banglainternet.com

PART :

*FITNA (0-37)

*AHKAM (38-83)

*AKANKHA (85-94)

*KHOBORE WAHID (95-104)

*QURAN O SUNNAH DRIROVABE DHARON KORA (105-156)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْفِتَنِ

ফিত্না অধ্যায়

٢٩٧٧ بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللّٰهِ وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لاَ تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً ، وَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحَذِّرُ مِنَ الْفِتَنِ

২৯৭৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ তোমরা সেই ফিত্না সম্পর্কে সতর্ক হও যা তোমাদের কেবল জালিমদের উপরই আপতিত হবে না। এবং যা নবী ﷺ ফিত্না সম্পর্কে সতর্ক করতেন

٦٥٧٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ ابْنُ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ اَبِي مُلَيْكَةَ قَالَتْ اَسْمَاءُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَنَا عَلَى حَوْضِي اَنْتَظِرُ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ فَيُؤْخَذُ بِنَاسٍ مِنْ دُوْنِي فَاَقُوْلُ اُمَّتِي فَيَقُوْلُ لاَ تَدْرِي مَشَوْا عَلَى الْقَهْقَرَى قَالَ ابْنُ اَبِي مُلَيْكَةَ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ اَنْ نَرْجِعَ عَلَى اَعْقَابِنَا اَوْ نُفْتَنَ-

৬৫৭২ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)..... আসমা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমি আমার হাউযের পাশে আগমনকারী লোকদের অপেক্ষায় থাকব। তখন আমার সম্মুখ থেকে কতিপয় লোককে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি বলব, এরা তো আমার উম্মত। তখন বলা হবে, আপনি জানেন না, এরা (আপনার পথ ছেড়ে) পিছনে চলে গিয়েছিল। (বর্ণনাকারী) ইব্ন আবূ মুলায়কা বলেন ঃ হে আল্লাহ্! পিছনে ফিরে যাওয়া কিংবা ফিত্নায় পতিত হওয়া থেকে আমরা আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি।

٦٥٧٣ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ لَيُرْفَعَنَّ اِلَيَّ رِجَالٌ مِنْكُمْ حَتّٰى اِذَا اَهْوَيْتُ لِاُنَاوِلَهُمْ اُخْتُلِجُوْا دُوْنِي فَاَقُوْلُ اَيْ رَبِّ اَصْحَابِي يَقُوْلُ لاَ تَدْرِي مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ-

banglainternet.com

৬৫৭৩ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমি হাউযে কাউসারের নিকট তোমাদের আগেই উপস্থিত থাকব। তোমাদের থেকে কিছু লোককে আমার নিকট পেশ করা হবে। কিন্তু আমি যখন তাদের পান করাতে অগ্রসর হব, তখন তাদেরকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে। আমি বলব, হে রব! এরা তো আমার সাথী। তখন তিনি বলবেন, আপনার পর তারা নতুন কী ঘটিয়েছে তা আপনি জানেন না।

٦٥٧٤ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ وَرَدَهُ شَرِبَ مِنْهُ وَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ قَالَ أَبُو حَازِمٍ فَسَمِعَنِي النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ وَأَنَا أُحَدِّثُهُمْ هٰذَا فَقَالَ هٰكَذَا سَمِعْتَ سَهْلًا فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ لَسَمِعْتُهُ يَزِيدُ فِيهِ قَالَ إِنَّهُمْ مِنِّي فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا بَدَّلُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ بَدَّلَ بَعْدِي-

৬৫৭৪ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) ..... সাহল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আমি হাউযের পাড়ে তোমাদের আগে উপস্থিত থাকব। যে সেখানে উপস্থিত হবে, সে সেখান থেকে পান করার সুযোগ পাবে। আর যে একবার সে হাউয থেকে পান করবে সে কখনই তৃষ্ণার্ত হবে না। অবশ্যই এমন কিছু দল আমার কাছে উপস্থিত হবে যাদেরকে আমি (আমার উম্মত বলে) চিনতে পারব এবং তারাও আমাকে চিনতে পারবে। কিন্তু এর পরই তাদের ও আমার মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে দেওয়া হবে।

আবূ হাযিম (র) বলেন, আমি হাদীস বর্ণনা করছিলাম, এমতাবস্থায় নু'মান ইব্ন আবূ আয়াস আমার কাছ থেকে এ হাদীসটি শুনে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি সাহ্ল থেকে হাদীসটি অনুরূপ শুনেছেন। আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন সে বলল, আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আমি আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা)-কে এ হাদীসে অতিরিক্ত বলতে শুনেছি যে, নবী ﷺ তখন বলবেন ঃ এরা তো আমারই অনুসারী। তখন বলা হবে, আপনি নিশ্চয়ই অবহিত নন যে, আপনার পরে এরা দীনের মধ্যে কি পরিবর্তন করেছে। এ শুনে আমি বলব, যারা আমার পরে পরিবর্তন করেছে, তারা দূর হোক, দূর হোক।

٢٩٧٨ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُمُورًا تُنْكِرُونَهَا وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اصْبِرُوا حَتّٰى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ-

banglainternet.com

২৯৭৮. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর বাণী ঃ আমার পরে তোমরা এমন কিছু দেখতে পাবে, যা তোমরা পছন্দ করবে না। আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়িদ (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা ধৈর্য ধারণ কর যতক্ষণ না হাউযের পাড়ে আমার সঙ্গে মিলিত হও।

٦٥٧٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِىْ اَثَرَةً وَاُمُوْرًا تُنْكِرُوْنَهَا ، قَالُوْا فَمَا تَاْمُرُنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ اَدُّوْا اِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوا اللّٰهَ حَقَّكُمْ-

৬৫৭৫ মুসাদ্দাদ (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের বলেছেন ঃ আমার পরে তোমরা অবশ্যই ব্যক্তিস্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করবে। এবং এমন কিছু বিষয় দেখতে পাবে, যা তোমরা পছন্দ করবে না। তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! তাহলে আমাদের জন্য কি হুকুম করছেন ? উত্তরে তিনি বললেন ঃ তাদের হক পরিপূর্ণরূপে আদায় করবে, আর তোমাদের প্রাপ্য আল্লাহ্র কাছে চাইবে।

٦٥٧٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنِ الْجَعْدِ عَنْ اَبِىْ رَجَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَرِهَ مِنْ اَمِيْرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ فَاِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً-

৬৫৭৬ মুসাদ্দাদ (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কেউ যদি আমীরের কোন কিছু অপছন্দ করে, তাহলে সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। কেননা, যে ব্যক্তি সুলতানের আনুগত্য থেকে এক বিঘত পরিমাণও সরে যাবে, তার মৃত্যু হবে জাহিলি যুগের মৃত্যুর ন্যায়।

٦٥٧٧ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْجَعْدِ اَبِىْ عُثْمَانَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ رَجَاءٍ الْعُطَارِدِىُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ رَاٰى مِنْ اَمِيْرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَاِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ اِلَّا مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً-

৬৫৭৭ আবূ নু'মান (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি স্বীয় আমীরের নিকট থেকে অপছন্দনীয় কিছু দেখবে সে যেন এতে ধৈর্য ধারণ করে। কেননা, যে ব্যক্তি জামাআত থেকে এক বিঘত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হয়ে মরবে তার মৃত্যু হবে অবশ্যই জাহিলি মৃত্যুর ন্যায়।

٦٥٧٨ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسْرِ ابْنِ سَعِيْدٍ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ اَبِىْ اُمَيَّةَ قَالَ دَخَلْنَا عَلٰى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيْضٌ قُلْنَا اَصْلَحَكَ اللّٰهُ حَدِّثْ بِحَدِيْثٍ يَنْفَعُكَ اللّٰهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ دَعَانَا النَّبِىُّ ﷺ فَبَايَعْنَاهُ فَقَالَ فِيْمَا اَخَذَ عَلَيْنَا اَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِىْ مَنْشَطِنَا

banglainternet.com

وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَاَثَرَةً عَلَيْنَا وَاَنْ لاَنُنَازِعَ الاَمْرَ اَهْلَهُ اِلاَّ اَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللّٰهِ فِيْهِ بُرْهَانٌ -

৬৫৭৮ ইসমাঈল (র) ..... জুনাদা ইব্ন আবূ উমাইয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উবাদা ইব্ন সামিত (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন। আমরা বললাম, আল্লাহ্ আপনাকে সুস্থ করে দিন। আপনি আমাদের এরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করুন, যা আপনাকে উপকৃত করবে এবং যা আপনি নবী ﷺ থেকে শুনেছেন। তিনি বললেন, নবী ﷺ আমাদের আহ্বান করলেন। আমরা তাঁর কাছে বায়আত করলাম। এরপর তিনি (উবাদা) বললেন, আমাদের থেকে যে অঙ্গীকার তিনি গ্রহণ করেছিলেন তাতে ছিল যে, আমরা আমাদের সুখে-দুঃখে, বেদনায় ও আনন্দে এবং আমাদের উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দিলেও পূর্ণাঙ্গরূপে শোনা ও মানার উপর বায়আত করলাম। আরও (বায়আত করলাম) যে আমরা ক্ষমতা সংক্রান্ত বিষয়ে ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হব না। কিন্তু যদি এমন স্পষ্ট কুফ্‌রী দেখ, তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান, তবে ভিন্ন কথা।

٦٥٧٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اسْتَعْمَلْتَ فُلاَنًا وَلَمْ تَسْتَعْمِلْنِيْ قَالَ اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِيْ اَثَرَةً فَاصْبِرُوْا حَتّٰى تَلْقَوْنِيْ -

৬৫৭৯ মুহাম্মদ ইব্ন আরআরা (র)..... উসায়দ ইব্ন হুযায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি অমুক ব্যক্তিকে প্রশাসক নিযুক্ত করলেন, অথচ আমাকে নিযুক্ত করলেন না। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ নিশ্চয়ই তোমরা আমার পর অগ্রাধিকারের প্রবণতা দেখবে। সে সময় তোমরা ধৈর্য ধারণ করবে, যতক্ষণ না আমার সঙ্গে মিলিত হও।

٢٩٧٩ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ هَلاَكُ اُمَّتِيْ عَلَى يَدَىْ اُغَيْلِمَةٍ سُفَهَاءَ

২৯৭৯ অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর বাণী ঃ কতিপয় নির্বোধ বালকের হাতে আমার উম্মত ধ্বংস হবে

٦٥٨٠ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ جَدِّيْ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ اَبِيْ هُرَيْرَةَ فِيْ مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ وَمَعَنَا مَرْوَانُ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ الصَّادِقَ الْمَصْدُوْقَ ﷺ يَقُوْلُ هَلَكَةُ اُمَّتِيْ عَلَى اَيْدِيْ غِلْمَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَقَالَ مَرْوَانُ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ غِلْمَةً فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ لَوْ شِئْتُ اَنْ اَقُوْلَ بَنِيْ فُلاَنٍ وَبَنِيْ فُلاَنٍ لَفَعَلْتُ ، فَكُنْتُ اَخْرُجُ مَعَ جَدِّيْ اِلٰى بَنِيْ مَرْوَانَ حِيْنَ مُلِكُوْا بِالشَّامِ فَاِذَا رَاٰهُمْ غِلْمَانًا اَحْدَاثًا قَالَ لَنَا عَسٰى هٰؤُلاَءِ اَنْ يَكُوْنُوْا مِنْهُمْ ؟ قُلْنَا اَنْتَ اَعْلَمُ -

banglainternet.com

৬৫৮০ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) ..... আমর ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার দাদা আমাকে জানিয়েছেন যে, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-এর সাথে মদীনায় নবী করীম ﷺ -এর মসজিদে বসা ছিলাম। আমাদের সাথে মারওয়ানও ছিল। এ সময় আবূ হুরায়রা (রা) বললেন, আমি 'আস্‌-সাদিকুল্‌ মাস্‌দুক' ﷺ (সত্যবাদী ও সত্যবাদী হিসাবে স্বীকৃত)-কে বলতে শুনেছি আমার উম্মতের ধ্বংস কুরাইশের কতিপয় বালকের হাতে হবে। তখন মারওয়ান বলল, এ সকল বালকের প্রতি আল্লাহ্‌র 'লা'নত' বর্ষিত হউক। আবূ হুরায়রা (রা) বললেন, আমি যদি বলার ইচ্ছা করি যে তারা অমুক অমুক গোত্রের লোক তাহলে বলতে সক্ষম।

আমর ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া বলেন, মারওয়ান যখন সিরিয়ায় ক্ষমতাসীন হল, তখন আমি আমার দাদার সঙ্গে তাদের সেখানে গেলাম। তিনি যখন তাদের অল্প বয়স্ক বালক দেখতে পেলেন, তখন তিনি আমাদের বললেন, সম্ভবত এরা সেই দলেরই অন্তর্ভুক্ত। আমরা বললাম, এ বিষয়ে আপনিই ভাল বোঝেন।

٢٩٨٠. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ

২৯৮০. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর বাণী ঃ আরবরা অত্যাসন্ন এক দুর্যোগে হালাক হয়ে যাবে

٦٥٨١ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ اَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ اَنَّهَا قَالَتِ اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ النَّوْمِ مُحْمَرًّا وَجْهُهُ يَقُوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ مِثْلُ هٰذِهِ وَعَقَدَ سُفْيَانُ تِسْعِيْنَ اَوْ مِائَةً . قِيْلَ اَنَهْلِكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ ؟ قَالَ نَعَمْ . اِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ –

৬৫৮১ মালিক ইব্‌ন ইসমাঈল (র) ..... যায়নাব বিন্‌ত জাহাশ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ রক্তবর্ণ চেহারা নিয়ে নিদ্রা থেকে জাগলেন এবং বলতে লাগলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌! আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন ইলাহ্‌ নেই। অত্যাসন্ন এক দুর্যোগে আরব ধ্বংস হয়ে যাবে। ইয়াজূজ-মা'জূজের (প্রতিরোধ) প্রাচীর আজ এতটুকু পরিমাণ খুলে গেছে। সুফিয়ান নব্বই কিংবা একশতের রেখায় আঙ্গুল রেখে গিট বানিয়ে পরিমাণটুকু দেখালেন। জিজ্ঞাসা করা হল, আমরা কি ধ্বংস হয়ে যাব অথচ আমাদের মধ্যে নেককার লোকও থাকবে? নবী ﷺ বললেন ঃ হ্যাঁ, যখন পাপাচার বৃদ্ধি পাবে।

٦٥٨٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَحَدَّثَنِيْ مَحْمُوْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ اَشْرَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى اُطُمٍ مِنْ اِطَامِ الْمَدِيْنَةِ . فَقَالَ هَلْ تَرَوْنَ مَا اَرَى ؟ قَالُوْا لاَ . قَالَ فَاِنِّيْ لاَرَى الْفِتَنَ تَقَعُ خِلاَلَ بُيُوْتِكُمْ كَوَقْعِ الْمَطَرِ

banglainternet.com

৬৫৮২ আবূ নু'আয়ম (র) ও মাহমূদ (র)..... উসামা ইব্‌ন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ মদীনার টিলাসমূহের একটির উপর উঠে বললেন ঃ আমি যা দেখি তোমরা কি তা

দেখতে পাও? উত্তরে সাহাবা-ই-কিরাম বললেন, না। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ নিঃসন্দেহে আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমাদের ঘরগুলোর ফাঁকে ফাঁকে ফিত্না বৃষ্টিধারার মতো নিপতিত হচ্ছে।

٢٩٨١ بَابُ ظُهُوْرُ الْفِتَنِ

২৯৮১. অনুচ্ছেদ ঃ ফিত্নার প্রকাশ

٦٥٨٣ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ ، وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ وَيُلْقَى الشُّحُّ ، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ ، وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّمْ هُوَ ، قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ ، وَقَالَ شُعَيْبٌ وَيُوْنُسُ وَاللَّيْثُ وَابْنُ اَخِيْ الزُّهْرِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৬৫৮৩ আইয়্যাস ইব্ন ওয়ালীদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ সময় নিকটবর্তী হতে থাকবে, আর আমল হ্রাস পেতে থাকবে, কার্পণ্য ছড়িয়ে দেওয়া হবে, ফিত্নার বিকাশ ঘটবে এবং হারজ (حرج) ব্যাপকতর হবে। সাহাবা-ই-কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন, সেটা (حرج) কি? নবী ﷺ বললেন ঃ হত্যা, হত্যা। শু'আয়ব, ইউনুস, লাইস এবং যুহরীর ভ্রাতুষ্পুত্র আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এ হাদীসটি বর্ণিত আছে।

٦٥٨٤ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ وَاَبِيْ مُوْسٰى فَقَالا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ لَاَيَّامًا يَنْزِلُ فِيْهَا الْجَهْلُ ، وَيُرْفَعُ فِيْهَا الْعِلْمُ ، وَيَكْثُرُ فِيْهَا الْهَرْجُ ، وَالْهَرْجُ الْقَتْلُ-

৬৫৮৪ উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মূসা (র) ..... শাকিক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ও আবূ মূসা (রা)-এর সাথে ছিলাম। তাঁরা বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ অবশ্যই কিয়ামতের পূর্বে এমন একটি সময় আসবে যখন সর্বত্র মূর্খতা ছড়িয়ে পড়বে এবং তাতে ইল্ম উঠিয়ে নেওয়া হবে। সে সময় 'হারজ' ব্যাপকতর হবে। আর 'হারজ' হল (মানুষ) হত্যা।

٦٥٨٥ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيْقٌ قَالَ جَلَسَ عَبْدُ اللّٰهِ وَاَبُوْ مُوْسٰى فَتَحَدَّثَا فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ اَيَّامًا يُرْفَعُ فِيْهَا الْعِلْمُ ، وَيَنْزِلُ فِيْهَا الْجَهْلُ ، وَيَكْثُرُ فِيْهَا الْهَرْجُ ، وَالْهَرْجُ الْقَتْلُ

banglainternet.com

৬৫৮৫ উমর ইব্ন হাফ্স (র) ..... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের পূর্বে এমন একটি সময় আসবে যখন ইল্ম উঠিয়ে নেওয়া হবে এবং সর্বত্র মূর্খতা ছড়িয়ে পড়বে, আর তখন হারজ ব্যাপকতর হবে। 'হারজ' হলো হত্যা।

٦٥٨٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ قَالَ اِنِّيْ لَجَالِسٌ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ وَاَبِيْ مُوْسٰى فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مِثْلَهُ ، وَالْهَرْجُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ الْقَتْلُ-

৬৫৮৬ কুতায়বা (র) ..... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে পূর্বোক্ত হাদীসের ন্যায় একটি হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। আর হাবশী ভাষায় হারজ অর্থ (মানুষ) হত্যা।

٦٥٨٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ وَاَحْسِبُهُ رَفَعَهُ قَالَ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ اَيَّامُ الْهَرْجِ يَزُوْلُ فِيْهَا الْعِلْمُ وَيَظْهَرُ فِيْهَا الْجَهْلُ ، قَالَ اَبُوْ مُوْسٰى : وَالْهَرْجُ الْقَتْلُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ ، وَقَالَ اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنِ الْاَشْعَرِيِّ اَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ تَعْلَمُ الْاَيَّامَ الَّتِيْ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ اَيَّامَ الْهَرْجِ نَحْوَهُ قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمْ لِلسَّاعَةِ وَهُمْ اَحْيَاءٌ-

৬৫৮৭ মুহাম্মদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তার ব্যাপারে আমার ধারণা, তিনি হাদীসটি নবী ﷺ থেকে মারফূ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, কিয়ামতের পূর্বে হারজ অর্থাৎ হত্যার যুগ শুরু হবে। তখন ইল্ম বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং মূর্খতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। আবূ মূসা (রা) বলেন, হাবশী ভাষায় 'হারজ' অর্থ (মানুষ) হত্যা। আবূ আওয়ানা তাঁর বর্ণনাসূত্রে আবূ মূসা আশ্আরী (রা) থেকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, তিনি আবদুল্লাহ্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, নবী ﷺ যে যুগকে 'হারজ'-এর যুগ বলে আখ্যায়িত করেছিলেন সে যুগ সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন কি? এর উত্তরে তিনি পূর্বোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন। ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামত যাদের জীবদ্দশায় কায়েম হবে তারাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক।

٢٩٨٢ بَابٌ لَا يَأْتِيْ زَمَانٌ اِلَّا الَّذِيْ بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ

২৯৮২. অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিটি যুগের চেয়ে পরবর্তী যুগ আরও নিকৃষ্টতর হবে

٦٥٨٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ اَتَيْنَا اَنَسَ ابْنَ مَالِكٍ فَشَكَوْنَا اِلَيْهِ مَا يَلْقَوْنَ مِنَ الْحَجَّاجِ فَقَالَ اصْبِرُوْا فَاِنَّهُ لَا يَأْتِيْ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ اِلَّا الَّذِيْ بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتّٰى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ ﷺ -

৬৫৮৮ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র) ..... যুবায়র ইব্ন আদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আনাস্ ইব্ন মালিক (রা)-এর নিকট গেলাম এবং হাজ্জাজের পক্ষ থেকে মানুষ যে নির্যাতন ভোগ করছে সে সম্পর্কে অভিযোগ পেশ করলাম। তিনি বললেন, ধৈর্য ধারণ কর। কেননা, মহান প্রতিপালকের সহিত মিলিত হওয়ার

banglainternet.com

পূর্ব পর্যন্ত (অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে) তোমাদের উপর এমন কোন যুগ অতিবাহিত হবে না, যার পরবর্তী যুগ তার চেয়েও নিকৃষ্টতর নয়। তিনি বলেন, এ কথাটি আমি তোমাদের নবী ﷺ থেকে শ্রবণ করেছি।

٦٥٨٩ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَحَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَخِيْ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِيْ عَتِيْقٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ الْفِرَاسِيَّةِ اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتِ اسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةً فَزِعًا يَقُوْلُ سُبْحَانَ اللّٰهِ مَاذَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْخَزَائِنِ ، وَمَاذَا اُنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ مَنْ يُوْقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجَرَاتِ ، يُرِيْدُ اَزْوَاجَهُ لِكَيْ يُصَلِّيْنَ ، رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الْاٰخِرَةِ-

৬৫৮৯ আবুল ইয়ামান (র) ও ইসমাঈল (র)..... নবী-পত্নী উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন এক রাতে নবী ﷺ ভীত অবস্থায় নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে বলতে লাগলেন, সুবহানাল্লাহ্, আল্লাহ্ তা'আলা কতই না খাযানা নাযিল করেছেন আর কতই না ফিত্না অবতীর্ণ হয়েছে। কে আছে যে হুজরাবাসিনীদেরকে জাগিয়ে দেবে, যেন তারা নামায আদায় করে। এ বলে তিনি তাঁর স্ত্রীগণকে উদ্দেশ্য করেছিলেন। তিনি আরও বললেন ঃ দুনিয়ার মধ্যে বহু বস্ত্র পরিহিতা পরকালে বিবস্ত্রা থাকবে।

٢٩٨٣ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا -

২৯৮৩. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ এর বাণী ঃ যে ব্যক্তি আমাদের উপর অস্ত্র উত্তোলন করবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়

٦٥٩٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا-

৬৫৯০ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের উপর অস্ত্র উত্তোলন করবে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

٦٥٩١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا -

৬৫৯১ মুহাম্মদ ইব্ন আলা (রা) ..... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের উপর অস্ত্র উত্তোলন করবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

٦٥٩٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يُشِيْرُ اَحَدُكُمْ عَلٰى اَخِيْهِ بِالسِّلَاحِ فَاِنَّهُ لَا يَدْرِيْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِيْ يَدِهِ فَيَقَعُ فِيْ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ-

banglainternet.com

৬৫৯২ মুহাম্মদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন তার অপর কোন ভাইয়ের প্রতি অস্ত্র উত্তোলন করে ইশারা না করে। কেননা সে জানে না হয়ত শয়তান তার হাতে ধাক্কা দিয়ে বসবে, ফলে (এক মুসলমানকে হত্যার অপরাধে) সে জাহান্নামের গর্তে নিপতিত হবে।

٦٥٩٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قُلْتُ لِعَمْرٍو يَا اَبَا مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ مَرَّ رَجُلٌ بِسِهَامٍ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمْسِكْ بِنِصَالِهَا ، قَالَ نَعَمْ-

৬৫৯৩ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) ..... সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমরকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবূ মুহাম্মদ! আপনি কি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্কে বলতে শুনেছেন যে, এক ব্যক্তি মসজিদে কতক তীর নিয়ে যাচ্ছিল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন ঃ তীরের লৌহ ফলাগুলো মুষ্টিবদ্ধ করে রাখে। উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ।

٦٥٩٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَجُلاً مَرَّ فِى الْمَسْجِدِ بِاَسْهُمٍ قَدْ اَبْدَى نُصُوْلَهَا فَاُمِرَ اَنْ يَاْخُذَ بِنُصُوْلِهَا لاَ يَخْدِشُ مُسْلِمًا-

৬৫৯৪ আবূ নু'মান (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি কতক তীর নিয়ে মসজিদে এলো। সেগুলোর ফলা খোলা অবস্থায় ছিল। তখন তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়, যেন সে তার তীরের ফলাগুলো ধরে রাখে, যাতে কোন মুসলমানের গায়ে আঘাত না লাগে।

٦٥٩٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ اَبِى مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : اِذَا مَرَّ اَحَدُكُمْ فِى مَسْجِدِنَا اَوْ فِى سُوْقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلٰى نِصَالِهَا اَوْ قَالَ لِيَقْبِضْ بِكَفِّهِ اَلاَّ يُصِيْبَ اَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْهَا بِشَىْءٍ-

৬৫৯৫ মুহাম্মদ ইব্ন আ'লা (র).....আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি তীর সঙ্গে নিয়ে আমাদের মসজিদে কিংবা বাজারে যায়, তাহলে সে যেন তীরের ফলাগুলো ধরে রাখে, কিংবা তিনি বলেছিলেন ঃ তাহলে সে যেন তা মুষ্টিবদ্ধ করে রাখে, যাতে সে তীর কোন মুসলমানের গায়ে লেগে না যায়।

banglainternet.com

٢٩٨٤ بَابُ قَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ لاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

২৯৮৪. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর বাণী ঃ আমার পর তোমরা পরস্পরে হানাহানি করে কুফ্রীর দিকে প্রত্যাবর্তন করো না

٦٥٩٦ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا شَقِيْقٌ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ-

৬৫৯৬ উমর ইব্ন হাফস (র) ..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ কোন মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসিকী (জঘন্য পাপ) আর কোন মুসলমানকে হত্যা করা কুফ্রী।

٦٥٩٧ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ ابْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِى وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ-

৬৫৯৭ হাজ্জাজ ইব্ন মিনহাল (রা)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, আমার পর তোমরা পরস্পরে হানাহানি করে কুফ্রীর দিকে প্রত্যাবর্তন করো না।

٦٥٩٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ سِيْرِيْنَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى بَكْرَةَ وَعَنْ رَجُلٍ اٰخَرَ هُوَ اَفْضَلُ فِى نَفْسِى مِنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى بَكْرَةَ عَنْ اَبِى بَكْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ اَلاَ تَدْرُوْنَ اَىُّ يَوْمٍ هٰذَا ؟ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ . قَالَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ، فَقَالَ اَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ ؟ قُلْنَا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ اَىُّ بَلَدٍ هٰذَا ، اَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ ؟ قُلْنَا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ فَاِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ وَاَعْرَاضَكُمْ وَاَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا ، فِى شَهْرِكُمْ هٰذَا ، فِى بَلَدِكُمْ هٰذَا ، اَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ قُلْنَا نَعَمْ ، قَالَ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَاِنَّهُ رُبَّ مُبَلَّغٍ يُبَلِّغُهُ مَنْ هُوَ اَوْعٰى لَهُ فَكَانَ كَذٰلِكَ ، فَقَالَ لاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ حُرِّقَ ابْنُ الْحَضْرَمِىُّ حِيْنَ حَرَّقَهُ جَارِيَةُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ اَشْرَفُوْا عَلٰى اَبِى بَكْرَةَ فَقَالُوْا هٰذَا اَبُوْ بَكْرَةَ يَرَاكَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَحَدَّثَتْنِى اُمِّى عَنْ اَبِى بَكْرَةَ اَنَّهُ قَالَ لَوْ دَخَلُوْا عَلَىَّ مَا بَهَشْتُ بِقَصَبَةٍ قَالَ اَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ بَهَشْتُ يَعْنِى رَمَيْتُ-

৬৫৯৮ মুসাদ্দাদ (র)..... আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, (একদা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জনতার উদ্দেশে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তিনি (নবী ﷺ) বললেনঃ তোমরা কি জান না আজ কোন দিন? তারা বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই এ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। (বর্ণনাকারী বলেন) এতে আমরা মনে করলাম হয়ত তিনি অন্য কোন নামে এ দিনটির নামকরণ করবেন। এরপর তিনি (নবী ﷺ) বললেন ঃ এটি কি ইয়াওমুন নাহর (কুরবানীর দিন) নয়? আমরা বললাম হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্। এরপর তিনি বললেন ঃ এটি কোন্ নগর?

banglainternet.com

'হারম নগর' (সংরক্ষিত নগর) নয়? আমরা বললাম হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন নিঃসন্দেহ তোমাদের এ নগরে, এ মাসের এ দিনটি তোমাদের জন্য যেরূপ হারাম, তোমাদের (একের) রক্ত, সম্পদ, ইয্যত ও চামড়া অপরের জন্য তেমনি হারাম। শোন! আমি কি তোমাদের নিকট পৌছিয়েছি? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ্, তুমি সাক্ষী থাক। (অতঃপর তিনি বললেন) উপস্থিত ব্যক্তি যেন (আমার বাণী) অনুপস্থিতের নিকট পৌছিয়ে দেয়। কেননা অনেক প্রচারক এমন ব্যক্তির নিকট (আমার বাণী) পৌছাবে যারা তার চাইতে অধিক সংরক্ষণকারী হবে। বস্তুত ব্যাপারটি তাই। এরপর নবী ﷺ বললেন ঃ আমার পরে একে অপরের গর্দান মেরে কুফ্রীর দিকে ফিরে যেয়ো না।

যে দিন জারিয়্যাহ্ ইব্ন কুদামা কর্তৃক আলা ইব্ন হাযরামীকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়, সেদিন জারিয়্যাহ্ তার বাহিনীকে বলেছিল, আবূ বাকরার খবর নাও। তারা বলেছিল এই তো আবূ বাকরা (রা) আপনাকে দেখছেন। আবদুর রহমান বলেন, আমার মা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। আবূ বাকরা (রা) বলেছেন। (সেদিন) যদি তারা আমার গৃহে প্রবেশ করত, তাহলে আমি তাদেরকে একটি বাঁশের লাঠি নিক্ষেপ (প্রতিহত) করতাম না। আবূ আবদুল্লাহ্ বলেন, হাদীসে ব্যবহৃত بَهْشْتُ শব্দের অর্থ رميت অর্থাৎ আমি নিক্ষেপ করেছি।

٦٥٩٩ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِشْكَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَتَرْتَدُّوْا بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ-

৬৫৯৯ আহ্মাদ ইব্ন ইশ্কাব (র).....ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমার পরে তোমরা একে অপরের গর্দান মেরে কুফ্রীর দিকে ফিরে যেয়ো না।

٦٦٠٠ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ سَمِعْتُ اَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ جَدِّهِ جَرِيْرٍ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ اسْتَنْصِتِ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ لاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ-

৬৬০০ সুলায়মান ইব্ন হারব (র)..... জারীর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন ঃ লোকদেরকে নীরব হতে বল। তারপর তিনি বললেন ঃ আমার পরে তোমরা একে অপরের গর্দান মেরে কুফ্রীর দিকে ফিরে যেয়ো না।

٢٩٨٥ بَابُ قَوْلُ النَّبِيُّ ﷺ تَكُوْنُ فِتْنَةُ الْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ

২৯৮৫. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর বাণী ঃ ফিতনা ব্যাপক হারে হবে, তাতে দাঁড়ানো ব্যক্তির চাইতে উপবিষ্ট ব্যক্তি উত্তম হবে

٦٦٠١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ وَحَدَّثَنِىْ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

banglainternet.com

سَتَكُوْنُ فِتَنٌ اَلْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ ، وَالْقَائِمُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي ، وَالْمَاشِي فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي ، مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ فَمَنْ وَجَدَ فِيْهَا مَلْجَا اَوْمَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ-

৬৬০১ মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ (র).....আবূ হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ অচিরেই অনেক ফিত্‌না দেখা দেবে। তখন উপবিষ্ট ব্যক্তি দাঁড়ানো ব্যক্তির চাইতে উত্তম। দাঁড়ানো ব্যক্তি পদাচারী ব্যক্তির চাইতে উত্তম। পদাচারী ব্যক্তি ধাবমান ব্যক্তির চাইতে উত্তম। যে ব্যক্তি ফিত্‌নার দিকে তাকাবে ফিত্‌না তাকে পেয়ে বসবে। তখন কেউ যদি কোন আশ্রয়স্থল কিংবা নিরাপদ জায়গা পায়, তাহলে সে যেন তথায় আত্মরক্ষা করে।

٦٦٠٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَتَكُوْنُ فِتَنٌ اَلْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ ، وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي ، وَالْمَاشِي فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ ، فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَا اَوْمَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ-

৬৬০২ আবুল ইয়ামান (র).....আবূ হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ অচিরেই ফিত্‌না দেখা দেবে। তখন উপবিষ্ট ব্যক্তি দাঁড়ানো ব্যক্তির তুলনায় ভাল (ফিত্‌নামুক্ত) থাকবে, দাঁড়ানো ব্যক্তি চলমান ব্যক্তির তুলনায় ভাল থাকবে, চলমান ব্যক্তি ধাবমান ব্যক্তির তুলনায় ভাল থাকবে। যে ব্যক্তি সে ফিত্‌নার দিকে তাকাবে, ফিত্‌না তাকে পেয়ে বসবে। সুতরাং তখন কেউ যদি (কোথাও) কোন নিরাপদ আশ্রয়স্থল কিংবা আত্মরক্ষার ঠিকানা পায়, তাহলে সে যেন সেখানে আশ্রয় নেয়।

٢٩٨٦ بَابُ اِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا

২৯৮৬. অনুচ্ছেদ ঃ দু'জন মুসলিম তরবারী নিয়ে পরস্পরে মারমুখী হলে

٦٦٠٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ خَرَجْتُ بِسِلَاحِي لَيَالِيَ الْفِتْنَةِ ، فَاسْتَقْبَلَنِي اَبُوْ بَكْرَةَ فَقَالَ اَيْنَ تُرِيْدُ ؟ قُلْتُ اُرِيْدُ نُصْرَةَ ابْنِ عَمِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَكِلَاهُمَا مِنْ اَهْلِ النَّارِ ، قِيْلَ هٰذَا الْقَاتِلُ ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُوْلِ ؟ قَالَ اِنَّهُ اَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ ، قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ فَذَكَرْتُ هٰذَا الْحَدِيْثَ لِاَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ وَاَنَا اُرِيْدُ اَنْ يُحَدِّثَانِي بِهِ ، فَقَالَا اِنَّمَا رَوَى هٰذَا الْحَسَنُ عَنِ الْاَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ اَبِي بَكْرَةَ-

banglainternet.com

৬৬০৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল ওয়াহাব (র)..... হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফিতনা কবলিত রজনীতে (অর্থাৎ জঙ্গে জামাল কিংবা জঙ্গে সিফফীনে) আমি হাতিয়ার নিয়ে বের হলাম। হঠাৎ আবূ বাকরা (রা) আমার সামনে পড়লেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাচ্ছ? আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর চাচাত ভাইয়ের সাহায্যার্থে যাচ্ছি। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যদি দু'জন মুসলিম তরবারী নিয়ে পরস্পর সংঘর্ষের জন্য মুখোমুখী হয়, তাহলে উভয়েই জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, হত্যাকারী তো জাহান্নামী। কিন্তু নিহত ব্যক্তির কি অপরাধ ? তিনি বললেন, সেও তার প্রতিপক্ষকে হত্যা করার সংকল্প করেছিল। বর্ণনাকারী হাম্মাদ ইব্ন যায়িদ বলেন, আমি এ হাদীসটি আইউব ও ইউনুস ইব্ন আবদুল্লাহ্র কাছে পেশ করলাম। আমি চাচ্ছিলাম তাঁরা এ হাদীসটি আমাকে বর্ণনা করবেন। তাঁরা বললেন, এ হাদীসটি হাসান বসরী (র) আহনাফ ইব্ন কায়সের মধ্যস্থতায় আবূ বাকরা (র) থেকে বর্ণনা করেছেন।

٦٦٠٤ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بِهٰذَا . وَقَالَ مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ وَيُوْنُسُ وَهِشَامٌ وَمُعَلَّى بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْاَحْنَفِ عَنْ اَبِى بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ اَيُّوْبَ وَرَوَاهُ بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى بَكْرَةَ وَقَالَ غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ اَبِى بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَرْفَعْهُ سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ.

৬৬০৪ সুলায়মান ইব্ন হারব ও মুআম্মাল (র)..... আবূ বাকরা (রা) নবী ﷺ থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া মা'মার আইউব থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। বাক্কার ইব্ন আবদুল আযীয স্বীয় পিতার মধ্যস্থতায় আবূ বাকরা (র) থেকে এটি বর্ণনা করেছেন এবং গুন্দার ও আবূ বাকরা (রা)-র বর্ণনায় নবী ﷺ থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে সুফিয়ান সাওরী (র) মানসূর থেকে (পূর্বোক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করার সময়) মারফূ' রূপে উল্লেখ করেননি।

٢٩٨٧ بَابُ كَيْفَ الْاَمْرُ اِذَا لَمْ تَكُنْ جَمَاعَةٌ

২৯৮৭. অনুচ্ছেদ ঃ যখন জমাআত (মুসলমানরা সংঘবদ্ধ) থাকবে না তখন কি করতে হবে

٦٦٠٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِى بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْحَضْرَمِيُّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا اِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيَّ اَنَّهُ سَمِعَ حُذَيْفَةَ ابْنَ الْيَمَانِ يَقُوْلُ كَانَ النَّاسُ يَسْاَلُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ اَسْاَلُهُ عَنِ الشَّرِّ ، مَخَافَةَ اَنْ يُدْرِكَنِى ، فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا كُنَّا فِى جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللّٰهُ بِهٰذَا الْخَيْرِ ، فَهَلْ بَعْدَ هٰذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ نَعَمْ . قُلْتُ وَهَلْ بَعْدَ ذٰلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ قَالَ نَعَمْ ، وَفِيْهِ دَخَنٌ . قُلْتُ وَمَا دَخَنُهُ قَالَ قَوْمٌ يَهْدُوْنَ بِغَيْرِ هَدْيِى

banglainternet.com

تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ قَالَ قُلْتُ فَهَلْ بَعْدَ ذٰلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ ؟قَالَ نَعَمْ دُعَاةٌ عَلَى اَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ اَجَابَهُمْ اِلَيْهَا قَذَفُوْهُ فِيْهَا. قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صِفْهُمْ لَنَا ، قَالَ هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا ، وَيَتَكَلَّمُوْنَ بِاَلْسِنَتِنَا ، قُلْتُ فَمَا تَاْمُرُنِى اِنْ اَدْرَكَنِى ذٰلِكَ ؟ قَالَ تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاِمَامَهُمْ ، قُلْتُ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا اِمَامٌ ؟ قَالَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا ، وَلَوْ اَنْ تَعَضَّ بِاَصْلِ شَجَرَةٍ ، حَتّٰى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَاَنْتَ عَلٰى ذٰلِكَ-

৬৬০৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ..... হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কল্যাণের বিষয়াদি জিজ্ঞাসা করত। কিন্তু আমি তাঁকে অকল্যাণের বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতাম এ ভয়ে যে, অকল্যাণ আমাকে পেয়ে না বসে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা তো জাহিলিয়্যাত ও অকল্যাণের মাঝে ছিলাম। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে এ কল্যাণের মধ্যে নিয়ে আসলেন। এ কল্যাণের পর আবারও কি অকল্যাণ আসবে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সে অকল্যাণের পর আবার কি কোন কল্যাণ আসবে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তবে এর মধ্যে কিছুটা ধূম্রাচ্ছন্নতা থাকবে। আমি প্রশ্ন করলাম এর ধূম্রাচ্ছন্নতাটা কিরূপ ? তিনি বললেন ঃ এক জামাআত আমার তরীকা ছেড়ে অন্য পথ অবলম্বন করবে। তাদের থেকে ভাল কাজও দেখবে এবং মন্দ কাজও দেখবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সে কল্যাণের পর কি আবার অকল্যাণ আসবে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। জাহান্নামের প্রতি আহ্বানকারী এক সম্প্রদায় হবে। যে ব্যক্তি তাদের আহ্বানে সাড়া দেবে, তাকে তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করে ছাড়বে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাদের কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা আমাদের বর্ণনা করুন। তিনি বললেন ঃ তারা আমাদের লোকই এবং আমাদের ভাষায়ই কথা বলবে। আমি বললাম, যদি এরূপ পরিস্থিতি আমাকে পেয়ে বসে, তাহলে কি করতে নির্দেশ দেন ? তিনি বললেন ঃ মুসলিমদের জামাআত ও ইমামকে আঁকড়ে থাকবে। আমি বললাম, যদি তখন মুসলমানদের কোন (সংঘবদ্ধ) জামাআত ও ইমাম না থাকে ? তিনি বললেন ঃ তখন সকল দলমত পরিত্যাগ করে সম্ভব হলে কোন গাছের শিকড় কামড়িয়ে পড়ে থাকবে, যতক্ষণ না সে অবস্থায় তোমার মৃত্যু উপস্থিত হয়।

٢٩٨٨ بَابُ مَنْ كَرِهَ اَنْ يُكَثِّرَ سَوَادَ الْفِتَنِ وَالظُّلْمِ

২৯৮৮. অনুচ্ছেদ ঃ যে ফিত্‌নাবাজ ও জালিমদের দল ভারী করাকে অপছন্দনীয় মনে করে

٦٦٠٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ وَغَيْرُهُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْاَسْوَدِ وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ قَالَ قُطِعَ عَلٰى اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ بَعْثٌ فَاكْتُتِبْتُ فِيْهِ فَلَقِيْتُ عِكْرِمَةَ فَاَخْبَرْتُهُ فَنَهَانِىْ اَشَدَّ النَّهْىِ ثُمَّ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ عَبَّاسٍ اَنَّ اُنَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ كَانُوْا مَعَ الْمُشْرِكِيْنَ يُكَثِّرُوْنَ سَوَادَ الْمُشْرِكِيْنَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيَاْتِى السَّهْمُ فَيُرْمٰى فَيُصِيْبُ اَحَدَهُمْ فَيَقْتُلُهُ اَوْ يَضْرِبُهُ فَيَقْتُلُهُ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰئِكَةُ ظَالِمِىْ اَنْفُسِهِمْ-

banglainternet.com

৬৬০৬ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ ও লাইস (র)..... আবুল আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, একবার মদীনাবাসীদের উপর একটি যোদ্ধাদল প্রস্তুতের সিদ্ধান্ত হল। আমার নামও সে দলের অন্তর্ভুক্ত করা হল। এরপর ইকরামা (র)-র সঙ্গে দেখা হলে আমি তাকে এ সংবাদ জানালাম। তিনি আমাকে কঠোরভাবে নিষেধ করলেন এবং বললেন, আমাকে ইব্ন আব্বাস (রা) অবগত করেছেন যে, মুসলিমদের কতিপয় লোক মুশরিকদের সাথে ছিল। এতে তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মুকাবিলায় মুশরিকদের দল ভারী করছিল। তখন কোন তীর আসত যা নিক্ষিপ্ত হত এবং তাদের কাউকে আঘাত করে এটি তাকে হত্যা করত। অথবা কেউ তাকে তরবারীর আঘাতে হত্যা করত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত অবতীর্ণ করলেন ঃ যারা নিজেদের উপর যুলুম করে তাদের প্রাণ গ্রহণের সময় ফেরেশতারা বলে..... (৪ ঃ ৯৭)।

٢٩٨٩ بَابُ اِذَا بَقِيَ فِيْ حُثَالَةٍ مِنَ النَّاسِ

২৯৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ যখন মানুষের আবর্জনা (নিকৃষ্ট) অবশিষ্ট থাকবে

٦٦٠٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُذَيْفَةُ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثَيْنِ رَاَيْتُ اَحَدَهُمَا وَاَنَا اَنْتَظِرُ الْاٰخَرَ حَدَّثَنَا اَنَّ الْاَمَانَةَ نَزَلَتْ فِيْ جَذْرِ قُلُوْبِ الرِّجَالِ ، ثُمَّ عَلِمُوْا مِنَ الْقُرْاٰنِ ، ثُمَّ عَلِمُوْا مِنَ السُّنَّةِ ، وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا قَالَ يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْاَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ اَثَرُهَا مِثْلَ اَثَرِ الْوَكْتِ ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقَى اَثَرُهَا مِثْلَ اَثَرِ الْمَجْلِ كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيْهِ شَيْءٌ ، وَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُوْنَ وَلاَ يَكَادُ اَحَدٌ يُؤَدِّى الْاَمَانَةَ فَيُقَالُ اِنَّ فِيْ بَنِيْ فُلاَنٍ رَجُلاً اَمِيْنًا ، وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَا اَعْقَلَهُ وَمَا اَظْرَفَهُ وَمَا اَجْلَدَهُ وَمَا فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ اِيْمَانٍ ، وَلَقَدْ اَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ ، وَلاَ اُبَالِيْ اَيُّكُمْ بَايَعْتُ لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدَّهُ عَلَى الْاِسْلاَمِ ، وَاِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا رَدَّهُ عَلَيَّ سَاعِيْهِ وَاَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ اُبَايِعُ اِلاَّ فُلاَنًا وَفُلاَنًا-

৬৬০৭ মুহাম্মদ ইব্ন কাসীর (র)..... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের দুটি হাদীস বর্ণনা করেছিলেন, যার একটি আমি দেখেছি (বাস্তবায়িত হয়েছে) আর অপরটির অপেক্ষায় আছি। তিনি আমাদের বলেন ঃ আমানত মানুষের অন্তর্মূলে প্রবিষ্ট হয়। এরপর তারা কুরআন শিখে, তারপর তারা সুন্নাহ্র জ্ঞান অর্জন করে। তিনি আমাদের আমানত বিলুপ্তি সম্পর্কেও বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ মানুষ এক সময় ঘুমাবে। তার অন্তর থেকে আমানত উঠিয়ে নেওয়া হবে। তখন একটি বিন্দুর ন্যায় চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে। এরপর সে আবার ঘুমাবে। তারপর আবার তুলে নেওয়া হবে, তখন ফোসকার ন্যায় তার চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে। যেমন একটা জ্বলন্ত অঙ্গারকে যদি তুমি পায়ের উপর রেখে দাও এতে পায়ে ফোসকা পড়ে, তখন তুমি সেটাকে ফোলা দেখবে। অথচ তার মধ্যে কিছুই নেই। (এ সময়) মানুষ বেচাকেনা

banglainternet.com

করবে বটে কিন্তু কেউ আমানত আদায় করবে না। তখন বলা হবে, অমুক গোত্রে একজন আমানতদার ব্যক্তি আছেন। কোন কোন লোক সম্পর্কে বলা হবে যে, লোকটি কতই না বুদ্ধিমান, কতই না বিচক্ষণ, কতই না বীর, অথচ তার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান নেই। [এরপর হুযায়ফা (রা) বললেন] আমার উপর দিয়ে এমন একটি যুগ অতিবাহিত হয়েছে তখন আমি তোমাদের কার সাথে লেনদেন করছি এ-সম্পর্কে মোটেও চিন্তা-ভাবনা করতাম না। কেননা, সে যদি মুসলিম হয় তাহলে তার দীনই (হক আদায়ের জন্য) তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনবে। আর যদি সে খৃষ্টান হয়, তাহলে তার অভিভাবকরাই (হক আদায়ের জন্য) তাকে আমার কাছে ফিরে আসতে বাধ্য করবে। কিন্তু বর্তমানে আমি অমুক অমুককে ছাড়া কারো সঙ্গে বেচাকেনা করি না।

٢٩٩٠. بَابُ التَّعَرُّبِ فِي الْفِتْنَةِ

২৯৯০. অনুচ্ছেদ ঃ ফিতনার সময় বেদুঈন সুলভ জীবনযাপন করা বাঞ্ছনীয়

٦٦٠٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ اَنَّهُ دَخَلَ عَلَىَّ الْحَجَّاجُ فَقَالَ يَا ابْنَ الْاَكْوَعِ ارْتَدَدْتَ عَلَى عَقِبَيْكَ تَعَرَّبْتَ قَالَ لاَ وَلٰكِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَذِنَ لِيْ فِي الْبَدْوِ. وَعَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ عُبَيْدٍ قَالَ لَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ خَرَجَ سَلَمَةُ بْنُ الْاَكْوَعِ اِلَى الرَّبَذَةِ وَتَزَوَّجَ هُنَاكَ امْرَاَةً وَوَلَدَتْ لَهُ اَوْلاَدًا فَلَمْ يَزَلْ بِهَا حَتّٰى قَبْلَ اَنْ يَمُوْتَ بِلَيَالٍ فَنَزَلَ الْمَدِيْنَةَ -

৬৬০৮ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... সালমা ইব্ন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার হাজ্জাজ আমার কাছে এলেন। তখন সে তাঁকে বলল, হে ইব্ন আকওয়া! আপনি সাবেক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করলেন না কি- যে বেদুঈন সুলভ জীবন যাপন করতে শুরু করেছেন? তিনি বললেন, না। বরং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বেদুঈন সুলভ জীবন যাপনের অনুমতি প্রদান করেছেন। ইয়াযীদ ইব্ন আবূ উবায়দুল্লাহ্ বর্ণনা করেন যে, যখন উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা) নিহত হলেন, তখন সালমা ইব্ন আকওয়া (রা) 'রাবাযা'য় চলে যান এবং সেখানে তিনি এক মহিলাকে বিয়ে করেন। সে মহিলার ঘরে তাঁর কয়েকজন সন্তান জন্মলাভ করে। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্বে তিনি মদীনায় আগমন করেন। এর পূর্ব পর্যন্ত তিনি সেখানেই বসবাসরত ছিলেন।

٦٦٠٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ صَعْصَعَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ اَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْشِكُ اَنْ يَكُوْنَ خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ-

banglainternet.com

৬৬০৯ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র).....আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ অদূর ভবিষ্যতে এমন এক সময় আসবে যখন মুসলমানদের সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ হবে ছাগল।

ফিতনা থেকে দীন রক্ষার্থে পলায়নের জন্য তারা এগুলো নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় এবং বারিপাতের স্থানসমূহে গিয়ে আশ্রয় নেবে।

٢٩٩١ بَابُ التَّعَوُّذِ مِنَ الْفِتَنِ

২৯৯১. অনুচ্ছেদ ঃ ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা

٦٦١٠ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ سَاَلُوا النَّبِيَّ ﷺ حَتّٰى اَحْفَوْهُ بِالْمَسْئَلَةِ فَصَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ الْمِنْبَرَ فَقَالَ لاَ تَسْاَلُوْنِيْ عَنْ شَيْءٍ اِلاَّ بَيَّنْتُ لَكُمْ . فَجَعَلْتُ اَنْظُرُ يَمِيْنًا وَشِمَالاً فَاِذَا كُلُّ رَجُلٍ رَاْسُهُ فِيْ ثَوْبِهِ يَبْكِيْ فَاَنْشَاَ رَجُلٌ كَانَ اِذَا لاَحٰى يُدْعٰى اِلٰى غَيْرِ اَبِيْهِ فَقَالَ يَانَبِيَّ اللّٰهِ مَنْ اَبِيْ ؟ قَالَ اَبُوْكَ حُذَافَةُ ثُمَّ اَنْشَاَ عُمَرُ فَقَالَ رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا . وَبِالْاِسْلاَمِ دِيْنًا . وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً . نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ سُوْءِ الْفِتَنِ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا رَاَيْتُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ كَالْيَوْمِ قَطُّ اِنَّهُ صُوِّرَتْ لِيَ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَتّٰى رَاَيْتُهُمَا دُوْنَ الْحَائِطِ . قَالَ قَتَادَةُ يُذْكَرُ هٰذَا الْحَدِيْثُ عِنْدَ هٰذِهِ الْاٰيَةِ : يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَسْاَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَقَالَ عَبَّاسٌ النَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ اَنَّ اَنَسًا حَدَّثَهُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِهٰذَا وَقَالَ كُلُّ رَجُلٍ لاَفٌّ رَاْسَهُ فِيْ ثَوْبِهِ يَبْكِيْ وَقَالَ عَائِذًا بِاللّٰهِ مِنْ سُوْءِ الْفِتَنِ اَوْ قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ سُوْءِ الْفِتَنِ وَقَالَ لِيْ خَلِيْفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ وَمُعْتَمِرٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّ اَنَسًا حَدَّثَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا وَقَالَ عَائِذًا بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ الْفِتَنِ-

৬৬১০ মুআয ইব্‌ন ফাযালা (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, লোকেরা নবী ﷺ-এর কাছে প্রশ্ন করত। এমন কি প্রশ্ন করতে করতে তারা তাঁকে বিরক্ত করে তুলত। একদিন নবী ﷺ মিম্বরে আরোহণ করলেন এবং বললেন ঃ তোমরা (আজ) আমাকে যাই প্রশ্ন করবে, আমি তারই উত্তর প্রদান করব। আনাস (রা) বলেন, আমি ডানে বামে তাকাচ্ছিলাম। দেখতে পেলাম প্রত্যেকেই আপন বস্ত্রে মাথা গুঁজে কাঁদছে। তখন এমন এক ব্যক্তি পারস্পরিক বাকবিতণ্ডার সময় যাকে অন্য এক ব্যক্তির (যে প্রকৃতপক্ষে তার পিতা নয়) সন্তান বলে সম্বোধন করা হত উঠে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমার পিতা কে? তিনি বললেন ঃ হুযাফা তোমার পিতা। এরপর উমর (রা) সম্মুখে এলেন আর বললেন, আমরা রব হিসেবে আল্লাহ্‌কে, দীন হিসাবে ইসলামকে এবং মুহাম্মদ ﷺ-কে রাসূল হিসেবে মেনে পরিতুষ্ট। ফিতনার অনিষ্ট থেকে আমরা আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এরপর নবী ﷺ বললেন ঃ আজকের মত এত উত্তম বস্তু এবং এত খারাপ বস্তু আমি ইতিপূর্বে কখনো প্রত্যক্ষ করিনি। আমার সম্মুখে জান্নাত ও

banglainternet.com

জাহান্নামের ছবি পেশ করা হয়েছিল। এমনকি আমি সে দুটোকে এ দেয়ালের পাশেই দেখতে পাচ্ছিলাম। কাতাদা বলেন, উপরে বর্ণিত হাদীসটি নিম্নোক্ত আয়াত প্রসঙ্গে বলে উল্লেখ করা হয়। ইরশাদ হলো ঃ হে যারা ঈমান এনেছ, তোমরা সেসব বিষয়ে প্রশ্ন করো না, যা প্রকাশিত হলে তোমরা দুঃখিত হবে। (৫ ঃ ১০১)

আব্বাস নারসী (র).....আনাস (রা) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে এ সূত্রে আনাস (রা) كل رجل لاف راسه فى ثوبه يبكى (প্রত্যেক ব্যক্তি তার মাথায় কাপড় দিয়ে আচ্ছাদিত করে কাঁদছিল) বলে উল্লেখ করেছেন। এবং نعوذ بالله من سوء الفتن-এর স্থলে اعوذ بالله من سوء الفتن অথবা عائذا بالله من سوء الفتن উল্লেখ করেছেন।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, খালীফা (র)..... আনাস (রা)-এর বর্ণনায় নবী ﷺ থেকে পূর্বোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এ সূত্রে তিনি عائذا بالله من شر الفتن- বলেছেন।

٢٩٩٢ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ اَلْفِتْنَةُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ

২৯৯২. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর বাণী ফিতনা পূর্ব দিক থেকে শুরু হবে

٦٦١١ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَامَ اِلٰى جَنْبِ الْمِنْبَرِ فَقَالَ : اَلْفِتْنَةُ هَاهُنَا ، اَلْفِتْنَةُ هَاهُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ اَوْ قَالَ قَرْنُ الشَّمْسِ-

৬৬১১ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র).....সালিমের পিতা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (র) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একদা তিনি (নবী ﷺ) মিম্বরের পাশে দণ্ডায়মান হয়ে বলেছেন ঃ ফিত্না এ দিকে, ফিত্না সে দিকে যেখান থেকে শয়তানের শিং উদিত হবে। কিংবা বলেছিলেন ঃ সূর্যের মাথা উদিত হয়।

٦٦١٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمَشْرِقَ يَقُوْلُ : اَلَا اِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا ، مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ-

৬৬১২ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... ইব্ন উমর (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে পূর্ব দিকে মুখ করে বলতে শুনেছেন, সাবধান! ফিত্না সে দিকে যে দিক থেকে শয়তানের শিং উদিত হয়।

٦٦١٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ شَامِنَا اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ يَمَنِنَا قَالُوْا وَفِيْ نَجْدِنَا قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ شَامِنَا اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ يَمَنِنَا

banglainternet.com

قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَفِيْ نَجْدِنَا فَاَظُنُّهُ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ هُنَاكَ الزَّلاَزِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ-

৬৬১৩ আলী ইবন আবদুল্লাহ্ (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী ﷺ আলোচনা করছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য আমাদের সিরিয়ায় বরকত দাও। হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য আমাদের ইয়ামানে বরকত দাও। লোকেরা বলল, আমাদের নজদেও। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য আমাদের সিরিয়ায় বরকত দাও। হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য বরকত দাও আমাদের ইয়ামানে। লোকেরা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের নজদেও। (বর্ণনাকারী বলেন) আমার মনে হয়, তৃতীয়বারে তিনি বললেন ঃ সেখানে তো কেবল ভূমিকম্প আর ফিতনা। আর তথা হতে শয়তানের শিং উদিত হবে।

٦٦١٤ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ بَيَانٍ عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ فَرَجَوْنَا اَنْ يُحَدِّثَنَا حَدِيْثًا حَسَنًا قَالَ فَبَادَرَنَا اِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدِّثْنَا عَنِ الْقِتَالِ فِي الْفِتْنَةِ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لاَ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ . فَقَالَ هَلْ تَدْرِيْ مَا الْفِتْنَةُ ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ اِنَّمَا كَانَ مُحَمَّدٌ ﷺ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِيْنَ . وَكَانَ الدُّخُوْلُ فِيْ دِيْنِهِمْ فِتْنَةً وَلَيْسَ بِقِتَالِكُمْ عَلَى الْمُلْكِ-

৬৬১৪ ইসহাক আল্ ওয়াসেতী (র).... সাঈদ ইবন যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) আমাদের নিকট আসলেন। আমরা আশা করছিলাম যে, তিনি আমাদের একটি উত্তম হাদীস বর্ণনা করবেন। এক ব্যক্তি তাঁর দিকে আমাদের চেয়ে অগ্রসর হয়ে বলল, হে আবূ আবদুর রহমান! ফিতনার সময় যুদ্ধ করা সম্পর্কে আমাদের কিছু বলুন। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ তাদের সাথে যুদ্ধ কর, তাবত ফিতনার অবসান ঘটে। তখন তিনি বললেন, তোমার মা তোমার জন্য বিলাপ করুক। ফিতনা কাকে বলে জান কি ? মুহাম্মদ ﷺ তো যুদ্ধ করতেন মুশরিকদের বিরুদ্ধে। কেননা, তাদের শিরকের মধ্যে থাকাটাই মূলত ফিতনা। কিন্তু তা তোমাদের রাজ্য নিয়ে লড়াইর মতো ছিল না।

٢٩٩٣ بَابُ الْفِتْنَةِ الَّتِيْ تَمُوْجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ ، وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَوْشَبٍ كَانُوْا يَسْتَحِبُّوْنَ اَنْ يَتَمَثَّلُوْا بِهٰذِهِ الاَبْيَاتِ عِنْدَ الْفِتَنِ

اَلْحَرْبُ اَوَّلُ مَا تَكُوْنُ فَتِيَّةٌ ... تَسْعٰى بِزِيْنَتِهَا لِكُلِّ جَهُوْلِ

حَتّٰى اِذَا اشْتَعَلَتْ وَشَبَّ ضِرَامُهَا ... وَلَّتْ عَجُوْزًا غَيْرَ ذَاتِ حَلِيْلِ

شَمْطَاءَ تُنْكَرُ لَوْنُهَا وَتَغَيَّرَتْ ... مَكْرُوْهَةً لِلشَّمِّ وَالتَّقْبِيْلِ

banglainternet.com

২৯৯৩. অনুচ্ছেদ ঃ সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় ফিত্না তরঙ্গায়িত হবে। ইব্ন উয়ায়না (র) খালফ্ ইব্ন হাওশাব (র) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, পূর্ববর্তী লোকেরা নিম্নোক্ত কবিতার দ্বারা ফিত্নার উপমা পেশ করতে পছন্দ করতেন। যুদ্ধের প্রাথমিক অবস্থা যুবতীর মত, যে তার রূপ-লাবণ্য নিয়ে অপরিণামদর্শীর উদ্দেশ্যে ছুটাছুটি করে। কিন্তু যখন যুদ্ধের দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে এবং তার ফুল্কিগুলো হয় পূর্ণ যৌবনা, তখন সে বৃদ্ধা বিধবার ন্যায় পালিয়ে যায়, যার চুল অধিকাংশই সাদা হয়ে গেছে, রঙ হয়ে গেছে ফিকে ও পরিবর্তিত, যার ঘ্রাণ নিতে ও চুমু খেতে ঘৃণা লাগে।

٦٦١٥ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيْقٌ قَالَ سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُوْلُ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوْسٌ عِنْدَ عُمَرَ اِذْ قَالَ اَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ قَالَ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِيْ اَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ يُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ لَيْسَ عَنْ هٰذَا اَسْاَلُكَ وَلٰكِنِ الَّتِيْ تَمُوْجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَاْسٌ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا قَالَ عُمَرُ اَيُكْسَرُ الْبَابُ اَمْ يُفْتَحُ ؟ قَالَ بَلْ يُكْسَرُ قَالَ عُمَرُ اِذًا لاَ يُغْلَقَ اَبَدًا قُلْتُ اَجَلْ قُلْنَا لِحُذَيْفَةَ اَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ الْبَابَ قَالَ نَعَمْ كَمَا اَعْلَمُ اَنَّ دُوْنَ غَدِ اللَّيْلَةَ ، وَذٰلِكَ اَنَّا حَدَّثْتُهُ حَدِيْثًا لَيْسَ بِالْاَغَالِيْطِ فَهِبْنَا اَنْ نَسْاَلَهُ مَنِ الْبَابُ ؟ فَاَمَرْنَا مَسْرُوْقًا فَسَاَلَهُ فَقَالَ مَنِ الْبَابُ قَالَ عُمَرُ-

৬৬১৫ উমর ইব্ন হাফ্স ইব্ন গিয়াস (র).... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেন, এক সময় আমরা উমর (রা)-এর নিকট বসা ছিলাম। হঠাৎ তিনি বললেন, ফিত্না সম্পর্কে নবী ﷺ-এর বক্তব্য তোমাদের মধ্যে কে স্মরণ রেখেছে ? হুযায়ফা (রা) বললেন, (নবী ﷺ বলেছেন) মানুষ নিজের পরিবার, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও প্রতিবেশী সংক্রান্ত ব্যাপারে যে ফিত্নায় নিপতিত হয় নামায, সাদাকা, সৎকাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ তার সে পাপকে মোচন করে দেয়। তিনি বললেন, আমি তোমাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিনি এবং সে ফিত্নার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছি যা সাগর লহরীর মত ঢেউ খেলবে। হুযায়ফা (রা) বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! সে ফিত্নায় আপনার কোন অসুবিধা হবে না। কেননা, সে ফিত্না ও আপনার মাঝে একটি বন্ধ দরজা রয়েছে। উমর (রা) বললেন, দরজাটি কি ভেঙ্গে ফেলা হবে, না খুলে দেওয়া হবে ? তিনি বললেন, না বরং ভেঙ্গে ফেলা হবে। উমর (রা) বললেন, তা হলে তো সেটা আর কখনো বন্ধ করা যাবে না। (হুযায়ফা বলেন) আমি বললাম, হ্যাঁ। (শাকীক বলেন) আমরা হুযায়ফা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, উমর (রা) কি দরজাটি সম্পর্কে জানতেন ? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ। যেরূপ আমি সুনিশ্চিতভাবে জানি যে আগামী দিনের পর রাত আসবে। কেননা আমি তাকে এরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছিলাম যা ভ্রান্তিমুক্ত। (শাকীক বলেন) দরজাটি কে সে সম্পর্কে হুযায়ফা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করতে আমরা ভয় পাচ্ছিলাম, তাই আমরা মাসরুককে জিজ্ঞাসা করতে বললাম। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, দরজাটি কে? উত্তরে তিনি বললেন, উমর (রা) (নিজেই)।

banglainternet.com

٦٦١٦ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ قَالَ خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ يَوْمًا اِلَى حَائِطٍ مِنْ حَوَائِطِ الْمَدِيْنَةِ لِحَاجَةٍ وَخَرَجْتُ فِىْ اَثَرِهٖ فَلَمَّا دَخَلَ الْحَائِطَ جَلَسْتُ عَلَى بَابِهٖ وَقُلْتُ لَاَكُوْنَنَّ الْيَوْمَ بَوَّابَ النَّبِىِّ ﷺ وَلَمْ يَأْمُرْنِىْ . فَذَهَبَ النَّبِىُّ ﷺ وَقَضٰى حَاجَتَهٗ وَجَلَسَ عَلٰى قُفِّ الْبِئْرِ وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَّاهُمَا فِى الْبِئْرِ فَجَاءَ اَبُوْ بَكْرٍ يَسْتَاْذِنُ عَلَيْهِ لِيَدْخُلَ فَقُلْتُ كَمَا اَنْتَ حَتّٰى اَسْتَاْذِنَ لَكَ فَوَقَفَ فَجِئْتُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقُلْتُ يَانَبِىَّ اللّٰهِ اَبُوْ بَكْرٍ يَسْتَاْذِنُ عَلَيْكَ قَالَ اْئْذَنْ لَهٗ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَدَخَلَ فَجَاءَ عَنْ يَمِيْنِ النَّبِىِّ ﷺ فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَّاهُمَا فِى الْبِئْرِ فَجَاءَ عُمَرُ فَقُلْتُ كَمَا اَنْتَ حَتّٰى اَسْتَاْذِنَ لَكَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اْئْذَنْ لَهٗ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَجَاءَ عَنْ يَسَارِ النَّبِىِّ ﷺ فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَّاهُمَا فِى الْبِئْرِ فَامْتَلَا الْقُفُّ فَلَمْ يَكُنْ فِيْهِ مَجْلِسٌ ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ فَقُلْتُ كَمَا اَنْتَ حَتّٰى اَسْتَاْذِنَ لَكَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اْئْذَنْ لَهٗ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ مَعَهَا بَلَاءٌ يُصِيْبُهٗ فَدَخَلَ فَلَمْ يَجِدْ مَعَهُمْ مَجْلِسًا فَتَحَوَّلَ حَتّٰى جَاءَ مُقَابِلَهُمْ عَلٰى شَفَةِ الْبِئْرِ فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ ثُمَّ دَلَّاهُمَا فِى الْبِئْرِ فَجَعَلْتُ اَتَمَنّٰى اَخَالِىْ وَاَدْعُو اللّٰهَ اَنْ يَاْتِىَ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ فَتَاَوَّلْتُ ذٰلِكَ قُبُوْرَهُمُ اجْتَمَعَتْ هَاهُنَا وَانْفَرَدَ عُثْمَانُ-

৬৬১৬ সাঈদ ইবন আবূ মারিয়াম (র)..... আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ প্রয়োজনবশত মদীনার (দেয়াল ঘেরা) বাগানসমূহের কোন একটি বাগানের উদ্দেশ্যে বের হলেন। আমি তাঁর পিছনে গেলাম। তিনি যখন বাগানে প্রবেশ করলেন, আমি এর দরজায় বসে রইলাম এবং মনে মনে বললাম, অদ্য আমি নবী ﷺ-এর প্রহরীর কাজ আঞ্জাম দিব। অবশ্য তিনি আমাকে এর নির্দেশ দেননি। নবী ﷺ ভিতরে গেলেন এবং স্বীয় প্রয়োজন সেরে নিলেন। এরপর একটি কূপের পোস্তার উপর বসে পড়লেন এবং হাঁটুর নিচের অংশের কাপড় তুলে নিয়ে উভয় পা কূপের মধ্যে ঝুলিয়ে দিলেন। এমন সময় আবূ বকর (রা) এসে তার নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। আমি বললাম, আপনি অপেক্ষা করুন, যতক্ষণ না আমি আপনার জন্য অনুমতি নিয়ে আসছি। তিনি অপেক্ষা করলেন। আমি নবী ﷺ-এর নিকট আসলাম এবং বললাম, হে আল্লাহর নবী! আবূ বকর (রা) আপনার কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইছেন। তিনি বললেন ঃ তাঁকে আসার অনুমতি দাও এবং তাকে জান্নাতের শুভ সংবাদ দাও। আবূ বকর (রা) প্রবেশ করলেন এবং নবী ﷺ-এর ডান পার্শ্বে গিয়ে বসলেন। এরপর তিনিও হাঁটুর নিচের অংশ অনাবৃত করে উভয় পা কূপের মধ্যে ঝুলিয়ে দিলেন। এরপর উমর (রা) আসলেন। আমি বললাম, আপনি স্বস্থানে অপেক্ষা করুন। আমি আপনার জন্য অনুমতি নিয়ে আসি। (অনুমতি প্রার্থনা করলে) নবী ﷺ বললেন ঃ তাঁকে আসার অনুমতি দাও এবং

banglainternet.com

জান্নাতের সুসংবাদ দাও। তিনি এসে নবী ﷺ-এর বাম দিকে বসলেন এবং হাঁটুর নিচের অংশ অনাবৃত করে উভয় পা কূপের মধ্যে ঝুলিয়ে দিলেন। এতে কূপের পোস্তা পরিপূর্ণ হয়ে গেল এবং সেখানে বসার আর কোন স্থান অবশিষ্ট রইল না। এরপর উসমান (রা) আসলেন। আমি বললাম, আপনি স্বস্থানে অপেক্ষা করুন, যতক্ষণ আমি আপনার জন্য অনুমতি নিয়ে না আসি। নবী ﷺ বলেন ঃ তাঁকে আসার অনুমতি দাও এবং তাকে বিপদাক্রান্ত হওয়াসহ জান্নাতের সুসংবাদ দাও। তিনি প্রবেশ করলেন। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে বসার কোন স্থান পেলেন না। ফলতঃ তিনি বিপরীত দিকে এসে তাঁদের মুখোমুখী হয়ে কুয়ার পাড়ে বসে গেলেন এবং হাঁটুদ্বয়ের নিচের অংশ অনাবৃত করে উভয় পা কুয়ার অভ্যন্তরে ঝুলিয়ে দিলেন। আমি তখন আমার অপর এক ভাই-এর (আগমন) কামনা করছিলাম এবং আল্লাহর নিকট দোয়া করছিলাম যেন সে (এ মুহূর্তে) আগমন করে। ইব্ন মুসাইয়্যাব বলেন, আমি এ ঘটনার মর্মার্থ এভাবে গ্রহণ করেছি যে, তা হল তাঁদের তিনজনের কবরের নমুনা যা এখানে একসঙ্গে হয়েছে। আর উসমান (রা)-র ভিন্ন স্থানে।

٦٦١٧ حَدَّثَنَا بِشْرُ ابْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا وَائِلٍ قَالَ قِيْلَ لِاُسَامَةَ اَلاَ تُكَلِّمُ هٰذَا قَالَ قَدْ كَلَّمْتُهُ مَا دُوْنَ اَنْ اَفْتَحَ لَكَ بَابًا اَكُوْنُ اَوَّلَ مَنْ يَفْتَحُهُ وَمَا اَنَا بِالَّذِيْ اَقُوْلُ لِرَجُلٍ بَعْدَ اَنْ يَكُوْنَ اَمِيْرًا عَلَى رَجُلَيْنِ اَنْتَ خَيْرٌ بَعْدَ مَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يُجَاءُ بِرَجُلٍ فَيُطْرَحُ فِى النَّارِ فَيَطْحَنُ فِيْهَا كَطَحْنِ الْحِمَارِ بِرَحَاهُ فَيُطِيْفُ بِهِ اَهْلُ النَّارِ فَيَقُوْلُوْنَ اَىْ فُلاَنُ اَلَسْتَ كُنْتَ تَاْمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهٰى عَنِ الْمُنْكَرِ . فَيَقُوْلُ اِنِّىْ كُنْتُ اٰمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَلاَ اٰفْعَلُهُ وَاَنْهٰى عَنِ الْمُنْكَرِ وَاٰفْعَلُهُ-

৬৬১৭ বিশ্‌র ইব্ন খালিদ (র).... আবূ ওয়ায়িল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসামা (রা)-কে বলা হল আপনি কি এ ব্যাপারে কিছু বলবেন না ? তিনি বললেন, আমি এ ব্যাপারে বলেছি, তবে এমন পন্থায় নয় যে, আমি তোমার জন্য একটি দ্বার (ফিতনার) উন্মোচিত করব যাতে আমিই হব এর প্রথম উন্মোচনকারী এবং আমি এমন ব্যক্তি নই যে, কোন লোক দুই ব্যক্তির আমীর নিযুক্ত হওয়ার পর তার সম্পর্কে বলব, আপনি উত্তম। কেননা, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে (কিয়ামতের দিন) এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এরপর তাকে গাধা দিয়ে চাকা ঘুরিয়ে যেমন গম পিষা হয়, সেরূপ পিষে ফেলা হবে। দোযখবাসীরা তার পাশে এসে সমবেত হবে এবং বলবে, হে অমুক! তুমিই কি আমাদের ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতে না ? তখন সে বলবে, হ্যাঁ, আমি ভাল কাজের আদেশ করতাম, তবে আমি নিজে তা করতাম না এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতাম, তবে আমি নিজেই তা করতাম।

banglainternet.com

٢٩٨٨ بَابُ

২৯৭৭ অনুচ্ছেদ

٦٦١٨ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِى اللّٰهُ بِكَلِمَةٍ اَيَّامَ الْجَمَلِ لَمَّا بَلَغَ النَّبِىَّ ﷺ اَنَّ فَارِسًا مَلَّكُوْا ابْنَةَ كِسْرٰى قَالَ لَنْ يُّفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا اَمْرَهُمْ اِمْرَاَةً-

৬৬১৮ উসমান ইব্ন হায়সাম (র)..... আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি কথা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা জঙ্গে জামাল (উষ্ট্রের যুদ্ধ) এর সময় আমাকে বড়ই উপকৃত করেছেন। (সে কথাটি হল) নবী ﷺ -এর নিকট যখন এ সংবাদ পৌঁছল যে, পারস্যের লোকেরা কিস্‌রার কন্যাকে তাদের শাসক নিযুক্ত করেছে, তখন তিনি বললেন ঃ সে জাতি কখনই সফলকাম হবে না, যারা তাদের শাসনভার কোন রমণীর হাতে অর্পণ করে।

٦٦١٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ حُصَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْيَمَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زِيَادٍ الْاَسَدِىُّ قَالَ لَمَّا سَارَ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَعَائِشَةُ اِلَى الْبَصْرَةِ بَعَثَ عَلِىٌّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ وَحَسَنَ بْنَ عَلِىٍّ فَقَدِمَا عَلَيْنَا الْكُوْفَةَ فَصَعِدَا الْمِنْبَرَ فَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ فَوْقَ الْمِنْبَرِ فِىْ اَعْلَاهُ وَقَامَ عَمَّارٌ اَسْفَلَ مِنَ الْحَسَنِ فَاجْتَمَعْنَا اِلَيْهِ فَسَمِعْتُ عَمَّارًا يَقُوْلُ اِنَّ عَائِشَةَ قَدْ سَارَتْ اِلَى الْبَصْرَةِ وَاللّٰهِ اِنَّهَا لَزَوْجَةُ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ابْتَلَاكُمْ لِيَعْلَمَ اِيَّاهُ تُطِيْعُوْنَ اَمْ هِىَ-

৬৬১৯ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র).... আবূ মারিয়াম আবদুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ আসাদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তালহা, যুবায়র ও আয়েশা (রা) যখন বস্‌রার দিকে গমন করলেন, তখন আলী (রা) আম্মার ইব্ন ইয়াসির ও হাসান ইব্ন আলী (রা) -কে প্রেরণ করলেন। তাঁরা আমাদের কুফায় আগমন করলেন এবং (মসজিদের) মিম্বরে উপবেশন করলেন। হাসান ইব্ন আলী (রা) মিম্বরের সর্বোচ্চ ধাপে উপবিষ্ট ছিলেন, আর আম্মার (রা) হাসান (রা)-এর নিচের ধাপে দণ্ডায়মান ছিলেন। আমরা এসে তাঁর নিকট সমবেত হলাম। এ সময় আমি শোনলাম, আম্মার (রা) বলছেন, আয়েশা (রা) বস্‌রা অভিমুখে রওনা হয়ে গেছেন। নিঃসন্দেহে তিনি দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের (আমাদের) নবী ﷺ এর পত্নী। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এ কথা স্পষ্ট করে জেনে নেওয়ার জন্য তোমাদের পরীক্ষায় ফেলেছেন যে, তোমরা কি তাঁরই আনুগত্য কর, না তাঁর [অর্থাৎ আয়েশা (রা)-র] আনুগত্য কর।

٦٦٢٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ عَنِ ابْنِ غُنَيَّةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَامَ عَمَّارٌ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوْفَةِ فَذَكَرَ عَائِشَةَ وَذَكَرَ مَسِيْرَهَا وَقَالَ اِنَّهَا زَوْجَةُ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَلٰكِنَّهَا مِمَّا ابْتُلِيْتُمْ-

banglainternet.com

৬৬২০ আবূ নু'আয়ম (র)..... আবূ ওয়ায়িল (র) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আম্মার (রা) কূফার (মসজিদের) মিম্বরে দণ্ডায়মান হলেন এবং তিনি আয়েশা (রা)-ও তাঁর সফরের কথা উল্লেখ করলেন। এরপর তিনি বললেন, তিনি (আয়েশা রা) ইহলোক ও পরলোকে তোমাদের নবী ﷺ এর পত্নী। কিন্তু বর্তমানে তোমরা তাঁকে নিয়ে ভীষণ পরীক্ষার মুখোমুখী হয়েছ।

٦٦٢١ حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرٌو قَالَ سَمِعْتُ اَبَا وَائِلٍ يَقُوْلُ دَخَلَ اَبُوْ مُوْسٰى وَاَبُوْ مَسْعُوْدٍ عَلٰى عَمَّارٍ حِيْنَ بَعَثَهُ عَلِىٌّ اِلَى اَهْلِ الْكُوْفَةِ يَسْتَنْفِرُهُمْ فَقَالاَ مَا رَاَيْنَاكَ اَتَيْتَ اَمْرًا اَكْرَهَ عِنْدَنَا مِنْ اِسْرَاعِكَ فِىْ هٰذَا الْاَمْرِ مُنْذُ اَسْلَمْتَ . فَقَالَ عَمَّارٌ مَا رَاَيْتُ مِنْكُمَا مُنْذُ اَسْلَمْتُمَا اَمْرًا اَكْرَهَ عِنْدِىْ مِنْ اِبْطَائِكُمَا عَنْ هٰذَا الْاَمْرِ وَكَسَاهُمَا حُلَّةً حُلَّةً رَاحُوْا اِلَى الْمَسْجِدِ-

৬৬২১ বাদাল ইবন মুহাব্বার (র).... আবূ ওয়ায়িল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) যখন আম্মার (রা)-কে যুদ্ধে অংশগ্রহণের আহবান জানাতে কূফাবাসীদের নিকট প্রেরণ করলেন, তখন আবূ মূসা ও আবূ মাসউদ (রা) তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, তোমার ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আমাদের জানামতে বর্তমান বিষয়ে (যুদ্ধের জন্য মানুষকে অনুপ্রাণিত করার বিষয়ে) দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করার চেয়ে অপছন্দনীয় কোন কাজ করতে আমরা তোমাকে দেখিনি। তখন আম্মার (রা) বললেন, যখন থেকে আপনারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন, আমি আপনাদের কোন কাজ দেখিনি যা আমার কাছে অপছন্দনীয় বিবেচিত হয়েছে বর্তমানের এ কাজে দেরী করা ব্যতীত। তখন আবূ মাসউদ (রা) তাদের দু'জনকেই একজোড়া করে পোশাক পরিধান করিয়ে দিলেন। এরপর সকলেই (কূফা) মসজিদের দিকে রওনা হলেন।

٦٦٢٢ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ اَبِىْ حَمْزَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ وَاَبِىْ مُوْسٰى وَعَمَّارٍ فَقَالَ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ مَامِنْ اَصْحَابِكَ اَحَدٌ اِلاَّ لَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ فِيْهِ غَيْرَكَ وَمَا رَاَيْتُ مِنْكَ شَيْئًا مُنْذُ صَحِبْتَ النَّبِىَّ ﷺ اَعْيَبَ عِنْدِىْ مِنِ اسْتِسْرَاعِكَ فِىْ هٰذَا الْاَمْرِ قَالَ عَمَّارٌ يَا اَبَا مَسْعُوْدٍ وَمَا رَاَيْتُ مِنْكَ وَلاَ مِنْ صَاحِبِكَ هٰذَا شَيْئًا مُنْذُ صَحِبْتُمَا النَّبِىَّ ﷺ اَعْيَبَ عِنْدِىْ مِنْ اِبْطَائِكُمَا فِىْ هٰذَا الْاَمْرِ فَقَالَ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ وَكَانَ مُوْسِرًا يَا غُلاَمُ هَاتِ حُلَّتَيْنِ فَاَعْطٰى اِحْدٰهُمَا اَبَا مُوْسٰى وَالْاُخْرٰى عَمَّارًا وَقَالَ رُوْحًا فِيْهِ اِلَى الْجُمُعَةِ-

৬৬২২ আবদান (র).... শাকীক ইবন সালমা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ মাসউদ (রা), আবূ মূসা (রা) ও আম্মার (রা)-এর কাছে বসা ছিলাম। তখন আবূ মাসউদ (রা) বললেন, তুমি ব্যতীত তোমার সঙ্গীদের মাঝে এমন কেউ নেই, যার সম্পর্কে আমি ইচ্ছা করলে কিছু না কিছু বলতে না পারি। তবে নবী ﷺ-এর সঙ্গ লাভ করার পর থেকে এ ব্যাপারে দ্রুত উদ্যোগী হওয়ার চাইতে আমার দৃষ্টিতে দূষণীয়

banglainternet.com

কোন কাজ তোমার কাছ থেকে দেখিনি। তখন আম্মার (রা) বললেন, হে আবূ মাসউদ! নবী ﷺ -এর সাথে তোমাদের সঙ্গ লাভ করার পর থেকে এ ব্যাপারে গড়িমসি করার চাইতে আমার দৃষ্টিতে অধিক দূষণীয় কোন কাজ তোমার থেকে এবং তোমার এ সঙ্গী থেকে দেখিনি। আবূ মাসউদ (রা) ধনবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি (তার চাকরকে) বললেন, হে বৎস! দু'জোড়া পোশাক নিয়ে এস। এরপর তিনি তার একটি আবূ মূসা (রা)-কে ও অপরটি আম্মার (রা)-কে দিলেন এবং বললেন, এগুলো পরিধান করে জুম'আর নামাযে যাও।

٢٩٩٥ بَابُ اِذَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا

২৯৯৫. অনুচ্ছেদ ঃ যখন আল্লাহ্ কোন সম্প্রদায়-এর উপর আযাব নাযিল করেন

٦٦٢٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَخْبَرَنِىْ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا اَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيْهِمْ ثُمَّ بُعِثُوْا عَلٰى اَعْمَالِهِمْ-

৬৬২৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন উসমান (র).... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যখন আল্লাহ্ তা'আলা কোন কাওমের উপর আযাব নাযিল করেন তখন সেখানে বসবাসরত সকলের উপরই সেই আযাব নিপতিত হয়। অবশ্য পরে (কিয়ামতের দিন) প্রত্যেককে তার আমল অনুসারে উঠানো হবে।

٢٩٩٤ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اِنَّ ابْنِىْ هٰذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللّٰهُ اَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

২৯৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ হাসান ইব্ন আলী (রা) সম্পর্কে নবী ﷺ এর উক্তি ঃ অবশ্যই আমার এ পৌত্র সরদার। আর সম্ভবত আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মাধ্যমে মুসলমানদের (বিবদমান) দু'টি দলের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি করবেন

٦٦٢٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ اَبُوْ مُوْسٰى وَلَقِيْتُهُ بِالْكُوْفَةِ جَاءَ اِلَى ابْنِ شُبْرُمَةَ فَقَالَ اَدْخِلْنِىْ عَلٰى عِيْسٰى فَاَعِظَهُ فَكَاَنَّ ابْنَ شُبْرُمَةَ خَافَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَفْعَلْ فَقَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ لَمَّا سَارَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ اِلٰى مُعَاوِيَةَ بِالْكَتَائِبِ قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لِمُعَاوِيَةَ اَرٰى كَتِيْبَةً لاَ تُوَلِّى حَتّٰى تُدْبِرَ اُخْرَاهَا قَالَ مُعَاوِيَةُ مَنْ لِذَرَارِىِ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ اَنَا فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَمُرَةَ نُلْقَاهُ فَنَقُوْلُ لَهُ الصُّلْحَ قَالَ الْحَسَنُ وَلَقَدْ سَمِعْتُ اَبَا بَكْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِىُّ ﷺ يَخْطُبُ جَاءَ الْحَسَنُ فَقَالَ ابْنِىْ هٰذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللّٰهُ اَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ-

banglainternet.com

৬৬২৪ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)..... হাসান বস্‌রী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন হাসান ইব্ন আলী (রা) সেনাবাহিনী নিয়ে মুআবিয়া (রা)-র মুকাবিলায় রওনা হলেন, তখন আমর ইব্ন আস (রা) মুআবিয়া (রা)-কে বললেন, আমি এরূপ এক সেনাবাহিনী দেখছি, যারা বিপক্ষকে না ফিরিয়ে পিছু হবে না। মুআবিয়া (রা) বললেন, তাহলে মুসলমানদের সন্তান-সন্ততির তত্ত্বাবধান কে করবে ? আমর ইব্ন আস (রা) বললেন, আমি। এ সময় আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমির (রা) ও আবদুর রহমান ইব্ন সামুরা (রা) বললেন, আমরা তার সঙ্গে সাক্ষাত করব এবং তাকে সন্ধির কথা বলব। হাসান বস্‌রী (র) বলেন, আমি আবূ বাক্‌রা (রা) থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ ভাষণ দিচ্ছিলেন। এমন সময় হাসান (রা) আসলেন। তিনি (নবী ﷺ তাঁকে দেখে) বললেন ঃ আমার এ পৌত্র সরদার আর সম্ভবত আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মাধ্যমে মুসলমানদের দু'টি (বিবদমান) দলের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি করবেন।

٦٦٢٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ عَمْرٌو اَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ اَنَّ حَرْمَلَةَ مَوْلٰى اُسَامَةَ اَخْبَرَهُ قَالَ عَمْرٌو وَقَدْ رَاَيْتُ حَرْمَلَةَ قَالَ اَرْسَلَنِيْ اُسَامَةُ اِلٰى عَلِيٍّ وَقَالَ اِنَّهُ يَسْاَلُكَ الْاٰنَ فَيَقُوْلُ مَاخَلَّفَ صَاحِبَكَ فَقُلْ لَهُ يَقُوْلُ لَكَ لَوْ كُنْتُ فِيْ شِدْقِ الْاَسَدِ لَاَحْبَبْتُ اَنْ اَكُوْنَ مَعَكَ فِيْهِ وَلٰكِنَّ هٰذَا اَمْرٌ لَمْ اَرَهُ فَلَمْ يُعْطِنِيْ شَيْئًا فَذَهَبْتُ اِلٰى حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ وَابْنِ جَعْفَرٍ فَاَوْقَرُوْا لِيْ رَاحِلَتِيْ-

৬৬২৫ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা)....উসামা (রা) -এর গোলাম হারমালা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসামা (রা) আমাকে আলী (রা)-এর কাছে পাঠালেন। আর তিনি বলে দিলেন যে, সেখানে যাওয়ার পরই (আলী (রা)) তোমাকে জিজ্ঞাসা করবেন যে, তোমার সঙ্গীকে (আমার সহযোগিতা থেকে) কিসে পিছনে (বিরত) রেখেছে? তুমি তাঁকে বলবে, তিনি আপনার কাছে এ কথা বলে পাঠিয়েছেন যে, যদি আপনি সিংহের মুখে পতিত হন, তবুও আমি আপনার সঙ্গে সেখানে থাকাকে ভাল মনে করব। তবে এ বিষয়টি (অর্থাৎ মুসলমানদের পারস্পরিক যুদ্ধ) আমি ভাল মনে করছি না। (হারমালা বলেন) তিনি (আলী (রা)) আমাকে কিছুই দিলেন না। এরপর আমি হাসান, হুসাইন ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাফর (রা)-এর কাছে গেলাম। তাঁরা আমার বাহন (মাল দিয়ে) বোঝাই করে দিলেন।

٢٩٩٧ بَابُ اِذَا قَالَ عِنْدَ قَوْمٍ شَيْئًا ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ بِخِلَافِهِ

২৯৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ যখন কেউ কোন সম্প্রদায়ের কাছে কিছু বলে পরে বেরিয়ে এসে বিপরীত বলে

٦٦٢٦ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ لَمَّا خَلَعَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ يَزِيْدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ حَشَمَهُ وَوَلَدَهُ فَقَالَ اِنِّيْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هٰذَا الرَّجُلَ عَلٰى بَيْعِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاِنِّيْ لَا اَعْلَمُ غَدْرًا اَعْظَمَ مِنْ اَنْ يُبَايَعَ رَجُلٌ عَلٰى بَيْعِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ

banglainternet.com

ثُمَّ يُنْصَبُ لَهُ الْقِتَالُ وَاِنِّيْ لاَ اَعْلَمُ اَحَدًا مِنْكُمْ خَلَعَهُ وَلاَ يَاعَ فِيْ هٰذَا الْاَمْرِ اِلاَّ كَانَتِ الْفَيْصَلَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ-

৬৬২৬ সুলায়মান ইব্ন হারব (র) ..... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন মদীনার লোকেরা ইয়াযীদ ইব্ন মুআবিয়া (রা)-র বায়আত ভঙ্গ করল, তখন ইব্ন উমর (রা) তাঁর বিশেষ ভক্তবৃন্দ ও সন্তানদের সমবেত করলেন এবং বললেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য একটি করে ঝাণ্ডা (পতাকা) উত্তোলন করা হবে। আর আমরা এ লোকটির (ইয়াযীদের) প্রতি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বর্ণিত শর্তানুযায়ী বায়আত গ্রহণ করেছি। বস্তুত কোন একজন লোকের প্রতি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বর্ণিত শর্তানুযায়ী বায়আত গ্রহণ করার পর তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের চেয়ে বড় কোন বিশ্বাসঘাতকতা আছে বলে আমি জানি না। আমি যেন কারো সম্পর্কে ইয়াযীদের বায়আত ভঙ্গ করেছে, কিংবা সে আনুগত্য করছে না জানতে না পাই। অন্যথায় তার ও আমার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

٦٦٢٧ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ شِهَابٍ عَنْ عَوْفٍ عَنْ اَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ لَمَّا كَانَ ابْنُ زِيَادٍ وَمَرْوَانُ بِالشَّامِ ، وَوَثَبَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ ، وَوَثَبَ الْقُرَّاءُ بِالْبَصْرَةِ فَانْطَلَقْتُ مَعَ اَبِيْ اِلٰى اَبِيْ بَرْزَةَ الْاَسْلَمِيِّ حَتّٰى دَخَلْنَا عَلَيْهِ فِيْ دَارِهِ جَالِسٌ فِيْ ظِلِّ عُلِّيَّةٍ لَهُ مِنْ قَصَبٍ فَجَلَسْنَا اِلَيْهِ فَاَنْشَا اَبِيْ يَسْتَطْعِمُهُ بِالْحَدِيْثِ فَقَالَ يَا اَبَا بَرْزَةَ اَلاَ تَرٰى مَاوَقَعَ فِيْهِ النَّاسُ فَاَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ تَكَلَّمَ بِهِ اِنِّيْ اَحْتَسَبْتُ عِنْدَ اللّٰهِ اِنِّيْ اَصْبَحْتُ سَاخِطًا عَلٰى اَحْيَاءِ قُرَيْشٍ اِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ كُنْتُمْ عَلَى الْحَالِ الَّتِيْ عَلِمْتُمْ مِنَ الذِّلَّةِ وَالْقِلَّةِ وَالضَّلاَلَةِ وَاِنَّ اللّٰهَ اَنْقَذَكُمْ بِالْاِسْلاَمِ وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ حَتّٰى بَلَغَ بِكُمْ مَا تَرَوْنَ وَهٰذِهِ الدُّنْيَا الَّتِيْ اَفْسَدَتْ بَيْنَكُمْ اِنَّ ذَاكَ الَّذِيْ بِالشَّامِ وَاللّٰهِ اِنْ يُقَاتِلُ اِلاَّ عَلَى الدُّنْيَا-

৬৬২৭ আহ্মাদ ইব্ন ইউনুস (র) ..... আবুল মিনহাল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন যিয়াদ ও মারওয়ান যখন সিরিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত ছিলেন এবং ইব্ন যুবায়র (রা) মক্কার শাসনক্ষমতা দখল করে নিলেন, আর ক্বারী নামধারীরা (খারেজীরা) বসরায় ক্ষমতায় চেপে বসল, তখন একদিন আমি আমার পিতার সঙ্গে আবূ বারযা আসলামী (রা)-র উদ্দেশ্যে রওনা করে আমরা তাঁর ঘরে প্রবেশ করলাম। এ সময় তিনি তাঁর বাঁশের তৈরি কুঠরীর ছায়াতলে বসা ছিলেন। আমরা তাঁর কাছে বসলাম। আমার পিতা তাঁর কাছ থেকে কিছু হাদীস শুনতে চাইলেন। পিতা বললেন, হে আবূ বারযা! লোকেরা কি ভীষণ সংকটে পতিত হয়েছে তা কি আপনি লক্ষ্য করছেন না? সর্বপ্রথম যে কথাটি তাঁকে বলতে শোনলাম তা হল, আমি যে কুরাইশের

banglainternet.com

গোত্রসমূহের প্রতি বিরূপ ভাব পোষণ করি, এজন্য আল্লাহ্‌র কাছে অবশ্যই সাওয়াবের প্রত্যাশা করি। হে আরববাসীরা! তোমরা যে কিরূপ গোমরাহী, অভাব-অনটন ও লাঞ্ছনাকর অবস্থায় ছিলে তা তোমরা জান। মহান আল্লাহ্ তা'আলা ইসলাম ও মুহাম্মদ ﷺ -এর মাধ্যমে সে অবস্থা থেকে মুক্ত করে তোমাদের বর্তমান অবস্থায় পৌঁছিয়েছেন, যা তোমরা দেখছ। আর এ পার্থিব দুনিয়াই তোমাদের মাঝে বিশৃংখলা সৃষ্টি করেছে। ঐ যে লোকটা সিরিয়ায় (ক্ষমতা দখল করে) আছে, আল্লাহ্‌র কসম! একমাত্র দুনিয়ার স্বার্থ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে সে লড়াই করেনি।

٦٦٢٨ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ الْيَوْمَ شَرٌّ مِنْهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ كَانُوا يَوْمَئِذٍ يُسِرُّونَ وَالْيَوْمَ يَجْهَرُونَ-

৬৬২৮ আদাম ইব্‌ন আবূ ইয়াস (র) ..... হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বর্তমান যুগের মুনাফিকরা নবী ﷺ-এর যুগের মুনাফিকদের চাইতেও জঘন্য। কেননা, সে যুগে তারা (মুনাফিকী) করত গোপনে আর আজ করে প্রকাশ্যে।

٦٦٢٩ حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ حَبِيبِ ابْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ إِنَّمَا كَانَ النِّفَاقُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَإِنَّمَا هُوَ الْكُفْرُ بَعْدَ الْإِيمَانِ-

৬৬২৯ খাল্লাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ..... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিফাক বস্তুত নবী ﷺ -এর যুগে ছিল। আর এখন হল তা ঈমান গ্রহণের পর কুফরী।

٢٩٩٨ بَابُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُغْبَطَ أَهْلُ الْقُبُورِ

২৯৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ কবরবাসীদের প্রতি ঈর্ষা না জাগা পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না

٦٦٣٠ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ-

৬৬৩০ ইসমাঈল (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ কিয়ামত কায়েম হবে না, যতক্ষণ এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় না বলবে হায়! যদি আমি তার স্থলে হতাম।

banglainternet.com

٢٩٩٩ بَابُ تَغْيِيرِ الزَّمَانِ حَتَّى تُعْبَدَ الْأَوْثَانُ

২৯৯৯. অনুচ্ছেদ ঃ যামানার এমন পরিবর্তন হবে যে, পুনরায় মূর্তিপূজা শুরু হবে

٦٦٣١ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَضْطَرِبَ اَلْيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ عَلَى ذِى الْخَلَصَةِ وَذُو الْخَلَصَةِ طَاغِيَةُ دَوْسٍ الَّتِى كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ-

৬৬৩১ আবুল ইয়ামান (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামত কায়েম হবে না, যতক্ষণ 'যুলখালাসার' পাশে দাওস গোত্রীয় রমণীদের নিতম্ব দোলায়িত না হবে। 'যুলখালাসা' হলো দাওস গোত্রের একটি মূর্তি। জাহিলি যুগে তারা এর উপাসনা করত।

٦٦٣٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ اَبِى الْغَيْثِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوْقُ النَّاسَ بِعَصَا-

৬৬৩২ আবদুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ্ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ না কাহতান গোত্র থেকে এমন এক ব্যক্তি আবির্ভূত হবে, যে মানুষকে লাঠি দিয়ে তাড়িয়ে নেবে।

٣٠٠٠ بَابُ خُرُوْجِ النَّارِ . وَقَالَ اَنَسٌ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَوَّلُ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ نَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ اِلَى الْمَغْرِبِ-

৩০০০. অনুচ্ছেদ ঃ আগুন বের হওয়া। আনাস (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের সর্বপ্রথম আলামত হবে আগুন, যা মানুষকে পূর্ব থেকে তাড়িয়ে নিয়ে পশ্চিমে সমবেত করবে

٦٦٣٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَخْبَرَنِى اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ اَرْضِ الْحِجَازِ تُضِىْءُ اَعْنَاقَ الْاِبِلِ بِبُصْرٰى-

৬৬৩৩ আবুল ইয়ামান (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ না হিজাযের যমীন থেকে এমন আগুন বের হবে, যা বুসরার উটগুলোর গর্দান আলোকিত করে দেবে।

٦٦٣٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ الْكِنْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جَدِّهِ حَفْصِ ابْنِ عَاصِمٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْشِكُ الْفُرَاتُ اَنْ يَحْسِرَ عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ فَمَنْ حَضَرَهُ فَلاَ يَاْخُذْ

banglainternet.com

مِنْهُ شَيْئًا قَالَ عُقْبَةُ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ يَحْسِرُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ-

৬৬৩৪ আবদুল্লাহ্ ইবন সাঈদ কিন্দী (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ অদূর ভবিষ্যতে ফোরাত নদী তার গর্ভস্থ স্বর্ণের খনি বের করে দেবে। সে সময় যারা উপস্থিত থাকবে তারা যেন তা থেকে কিছুই গ্রহণ না করে। উক্‌বা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এ হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে সেখানে كنز من ذهب এর স্থলে جبل من ذهب (স্বর্ণের পাহাড়) উল্লেখ আছে।

٣٠٠١ بَابُ

৩০০১. অনুচ্ছেদ

٦٦٣٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْبَدٌ يَعْنِى ابْنُ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ تَصَدَّقُوْا فَسَيَاْتِى زَمَانٌ يَمْشِى بِصَدَقَتِهِ فَلاَ يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا قَالَ مُسَدَّدٌ حَارِثَةُ اَخُوْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ لاُمِّهِ-

৬৬৩৫ মুসাদ্দাদ (র)..... হারিসা ইব্‌ন ওয়াহাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, তোমরা সাদাকা কর। কেননা, অচিরেই এমন এক যুগ আসবে যে মানুষ সাদাকা নিয়ে ঘোরাফেরা করবে। কিন্তু সাদাকা গ্রহণ করে — এমন কাউকে পাবে না। মুসাদ্দাদ (র) বলেন, হারিসা উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-এর বৈপিত্রেয় ভাই।

٦٦٣٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيْمَتَانِ تَكُوْنُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيْمَةٌ دَعْوَهُمَا وَاحِدَةٌ . وَحَتّٰى يُبْعَثَ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ قَرِيْبٌ مِنْ ثَلاَثِيْنَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ اَنَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَحَتّٰى يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَتَكْثُرَ الزَّلاَزِلُ . وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ . وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ . وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ وَهُوَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ . وَحَتّٰى يَكْثُرَ فِيْكُمُ الْمَالُ فَيَفِيْضَ حَتّٰى يُهِمَّ رَبُّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ . وَحَتّٰى يَعْرِضَهُ فَيَقُوْلَ الَّذِى يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ لاَ اَرَبَ لِى بِهِ وَحَتّٰى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فِى الْبُنْيَانِ وَحَتّٰى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُوْلَ يَا لَيْتَنِى مَكَانَهُ . وَحَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَاِذَا طَلَعَتْ وَرَاٰهَا النَّاسُ اَجْمَعُوْنَ فَذَاكَ حِيْنَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ

banglainternet.com

قَبْلَ اَوْ كَسَبَتْ فِى اِيْمَانِهَا خَيْرًا ، وَلَتَقُوْمَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلاَنِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا فَلاَ يَتَبَايَعَانِهِ وَلاَ يَطْوِيَانِهِ، وَلَتَقُوْمَنَّ السَّاعَةُ وَقَدِ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ فَلاَ يَطْعَمُهُ، وَلَتَقُوْمَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يَلُوْطُ حَوْضَهُ فَلاَ يَسْقِى فِيْهِ ، وَلَتَقُوْمَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ اُكْلَتَهُ اِلَى فِيْهِ فَلاَ يَطْعَمُهَا-

৬৬৩৬ আবুল ইয়ামান (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ দু'টি বড় দল পরস্পরে মহাযুদ্ধে লিপ্ত না হবে। উভয় দলের দাবি হবে অভিন্ন। আর যতক্ষণ ত্রিশের কাছাকাছি মিথ্যাবাদী দাজ্জাল-এর প্রকাশ না পাবে। তারা প্রত্যেকেই নিজেকে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল বলে দাবি করবে এবং যতক্ষণ ইল্‌ম তুলে নেওয়া না হবে। আর ভূমিকম্প অধিক হারে না হবে। আর যামানা (কাল) সংক্ষিপ্ত না হবে এবং (ব্যাপক হারে) ফিতনা প্রকাশ না পাবে। আর হারজ ব্যাপকতর হবে। হারজ হল হত্যা। আর যতক্ষণ তোমাদের মাঝে ধন-সম্পদ বৃদ্ধি না পাবে। তখন সম্পদের এমন সয়লাব শুরু হবে যে, সম্পদের মালিক তার সাদাকা কে গ্রহণ করবে— এ নিয়ে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়বে। এমন কি যার নিকট সে সম্পদ পেশ করবে সে বলবে আমার এ মালের কোনই প্রয়োজন নেই। আর যতক্ষণ মানুষ সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণের ক্ষেত্রে পরস্পরে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ না হবে। আর যতক্ষণ এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলবে হায়! আমি যদি এ কবরবাসীর স্থলে হতাম এবং যতক্ষণ সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত না হবে। যখন সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে এবং সকল লোক তা দেখবে। এবং সেদিন সকলেই ঈমান আনবে। কিন্তু সে দিন তার ঈমান কাজে আসবে না, যে ব্যক্তি এর আগে ঈমান আনেনি। কিংবা ইতিপূর্বে যারা ঈমান আনেনি কিংবা ঈমানের মাধ্যমে কল্যাণ অর্জন করেনি (৬ ঃ ১৫৮) আর অবশ্যই কিয়ামত এমন অবস্থায় কায়েম হবে যে, দু'ব্যক্তি (পরস্পরে বেচাকেনার উদ্দেশ্যে) কাপড় খুলবে। কিন্তু তারা বেচাকেনা ও গুটিয়ে রাখা শেষ করতে পারবে না। অবশ্যই কিয়ামত এমন অবস্থায় কায়েম হবে যে, এক ব্যক্তি তার উটের দুধ দোহন করে নিয়ে ফিরেছে। কিন্তু সে তা পান করতে পারবে না। কিয়ামত এমন অবস্থায় কায়েম হবে যে, এক ব্যক্তি তার হাওয আস্তর করছে, কিন্তু সে পানি পান করাতে পারবে না। অবশ্যই কিয়ামত এমন (অতর্কিত) অবস্থায় কায়েম হবে যে, এক ব্যক্তি মুখের কাছে লোক্‌মা তুলবে কিন্তু সে তা আহার করতে পারবে না।

٣٠٠٢ بَابُ ذِكْرِ الدَّجَّالِ

৩০০২. অনুচ্ছেদ ঃ দাজ্জাল সংক্রান্ত আলোচনা

٦٦٣٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنِى قَيْسٌ قَالَ قَالَ لِى الْمُغِيْرَةُ ابْنُ شُعْبَةَ مَا سَأَلَ اَحَدٌ النَّبِىَّ ﷺ عَنِ الدَّجَّالِ اَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُهُ وَاَنَّهُ قَالَ لِى مَا يَضُرُّكَ مِنْهُ قُلْتُ اِنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ مَعَهُ جَبَلَ خُبْزٍ وَنَهْرَ مَاءٍ قَالَ اِنَّهُ اَهْوَنُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ-

banglainternet.com

৬৬৩৭ মুসাদ্দাদ (র) ..... মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে দাজ্জাল সম্পর্কে যত বেশি প্রশ্ন করতাম সেরূপ আর কেউ করেনি। তিনি আমাকে বললেন ঃ তা থেকে তোমার কি ক্ষতি হবে? আমি বললাম, লোকেরা বলে যে, তার সাথে রুটির পাহাড় ও পানির নহর থাকবে। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্র কাছে তা অতি সহজ।

٦٦٣٨ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ اَرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنٰى كَاَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ-

৬৬৩৮ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবূ আবদুল্লাহ্ (র) বলেন, আমার মনে হয় তিনি হাদীসটি নবী ﷺ থেকেই বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ দাজ্জালের ডান চক্ষুটি কানা হবে, যেন তা ফোলা আঙুরের ন্যায়।

٦٦٣٩ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَجِيْءُ الدَّجَّالُ حَتّٰى يَنْزِلَ فِيْ نَاحِيَةِ الْمَدِيْنَةِ تَرْجُفُ ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ ، فَيَخْرُجُ اِلَيْهِ كُلُّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ-

৬৬৩৯ সাদ ইব্ন হাফস (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ দাজ্জাল আসবে। অবশেষে মদীনার এক পার্শ্বে অবতরণ করবে। (এ সময় মদীনা) তিনবার প্রকম্পিত হবে। তখন সকল কাফের ও মুনাফিক বের হয়ে তার কাছে চলে আসবে।

٦٦٤٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْمَدِيْنَةَ رُعْبُ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَلَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ اَبْوَابٍ عَلٰى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ وَقَالَ ابْنُ اِسْحَاقَ عَنْ صَالِحِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَدِمْتُ الْبَصْرَةَ فَقَالَ لِيْ اَبُوْ بَكْرَةَ سَمِعْتُ هٰذَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ -

৬৬৪০ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)..... আবূ বাকরা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন ঃ মাসীহ্ দাজ্জালের ভয় থেকে মদীনায় প্রবেশ করবে না। সে সময় মদীনায় সাতটি প্রবেশপথ থাকবে। প্রত্যেক প্রবেশপথে দু'জন করে ফেরেশ্তা নিয়োজিত থাকবেন। ইব্ন ইসহাক ..... ইব্রাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি যখন বসরায় আগমন করলাম তখন আবূ বাকরা (রা) আমাকে বললেন যে, এ হাদীসটি আমি নবী ﷺ থেকে শুনেছি।

٦٦٤١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَعْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْمَدِيْنَةَ رُعْبُ الْمَسِيْحِ وَلَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ اَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ-

banglainternet.com

৬৬৪১ আলী ইবন আবদুল্লাহ্ (র) ..... আবূ বাক্‌রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ মদীনায় মাসীহ্ দাজ্জাল-এর প্রভাব পড়বে না। সে সময় মদীনার সাতটি প্রবেশদ্বার থাকবে। প্রতি প্রবেশদ্বারে দু'জন করে ফেরেশ্‌তা নিয়োজিত থাকবেন।

٦٦٤٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى النَّاسِ فَاَثْنَى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ اِنِّى لاَنْذِرُكُمُوْهُ ، وَمَا مِنْ نَبِىٍّ اِلاَّ وَقَدْ اَنْذَرَهُ قَوْمَهُ ، وَلٰكِنِّى سَاَقُوْلُ لَكُمْ فِيْهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلْهُ نَبِىٌّ لِقَوْمِهِ اِنَّهُ اَعْوَرُ وَاِنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِاَعْوَرَ-

৬৬৪২ আবদুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ্ (র)..... আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) বলেন। নবী ﷺ লোক সমাবেশে দাঁড়ালেন এবং মহান আল্লাহ্ তা'আলার যথাযোগ্য প্রশংসা করলেন। এরপর তিনি দাজ্জাল প্রসঙ্গে কথা বললেন ঃ তার সম্পর্কে আমি তোমাকে সতর্ক করছি। এমন কোন নবী নেই যিনি তাঁর কাওমকে এ বিষয়ে সতর্ক করেননি। তবে তার সম্পর্কে আমি তোমাদের এমন একটি কথা বলব যা কোন নবীই তাঁর কাওমকে বলেননি। তা হল যে, সে কানা হবে আর আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই কানা নন।

٦٦٤٣ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ اَطُوْفُ بِالْكَعْبَةِ فَاِذَا رَجُلٌ اٰدَمُ سَبْطُ الشَّعْرِ يَنْطِفُ اَوْ تُهْرَاقُ رَاْسُهُ مَاءً قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالُوا ابْنُ مَرْيَمَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ اَلْتَفِتُ فَاِذَا رَجُلٌ جَسِيْمٌ اَحْمَرُ جَعْدُ الرَّاْسِ اَعْوَرُ الْعَيْنِ كَاَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ قَالُوْا هٰذَا الدَّجَّالُ اَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنٍ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ-

৬৬৪৩ ইয়াহ্ইয়া ইবন বুকায়র (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি নিদ্রিত অবস্থায় দেখতে পেলাম যে, আমি কা'বার তাওয়াফ করছি। হঠাৎ একজন লোককে দেখতে পেলাম ধূসর বর্ণের আলুথালু কেশধারী, তার মাথা থেকে পানি গড়িয়ে পড়ছে কিংবা টপকে পড়ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইনি কে? লোকেরা বলল, ইনি মারিয়ামের পুত্র। এরপর আমি তাকাতে লাগলাম, হঠাৎ দেখতে পেলাম, এক ব্যক্তি স্থূলকায় লাল বর্ণের কোঁকড়ানো চুল, এক চোখ কানা, চোখটি যেন ফোলা আঙ্গুরের ন্যায়। লোকেরা বলল এ-হল দাজ্জাল! তার সাথে অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ লোক হল ইবন কাতান, বনী খুযা'আর এক ব্যক্তি।

٦٦٤٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَعِيْذُ فِى صَلاَتِهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ-

banglainternet.com

৬৬৪৪ আবদুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাতের মাঝে দাজ্জালের ফিতনা থেকে পানাহ চাইতে শুনেছি।

٦٦٤٥ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنِي اَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي الدَّجَّالِ اَنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَارًا فَنَارُهُ مَاءٌ بَارِدٌ وَمَاؤُهُ نَارٌ قَالَ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ اَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

৬৬৪৫ আবদান (র)..... হুযায়ফা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি দাজ্জাল সম্পর্কে বলেছেন ঃ তার সাথে পানি ও আগুন থাকবে। বস্তুত তার আগুনই হবে শীতল পানি, আর তার পানি হবে আগুন। আবূ মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন যে, আমিও এ হাদীসটি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি।

٦٦٤٦ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا بُعِثَ نَبِيٌّ اِلاَّ اَنْذَرَ اُمَّتَهُ الاَعْوَرَ الْكَذَّابَ اَلاَ اِنَّهُ اَعْوَرُ ، وَاِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِاَعْوَرَ ، وَاِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوْبًا كَافِرٌ ، فِيْهِ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ -

৬৬৪৬ সুলায়মান ইবন হারব (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ এমন কোন নবী প্রেরিত হন নাই যিনি তার উম্মতকে এই কানা মিথ্যুক সম্পর্কে সতর্ক করেননি। জেনে রেখো, সে কিন্তু কানা, আর তোমাদের রব কানা নন। আর তার দুই চোখের মাঝখানে কাফের (كافر) শব্দটি লিপিবদ্ধ থাকবে। এ বিষয়ে আবূ হুরায়রা (রা) ও ইবন আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٠٠٣ بَابُ لاَ يَدْخُلُ الدَّجَّالُ الْمَدِيْنَةَ

৩০০৩. অনুচ্ছেদ ঃ দাজ্জাল মদীনায় প্রবেশ করবে না

٦٦٤٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ اَبَا سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا حَدِيْثًا طَوِيْلاً عَنِ الدَّجَّالِ فَكَانَ فِيْمَا يُحَدِّثُنَا بِهِ اَنَّهُ قَالَ يَاْتِي الدَّجَّالُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ اَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِيْنَةِ فَيَنْزِلُ بَعْضَ السِّبَاخِ الَّتِي تَلِي الْمَدِيْنَةَ فَيَخْرُجُ اِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ رَجُلٌ وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِ اَوْ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ ، فَيَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنَّكَ الدَّجَّالُ الَّذِي حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثَهُ ، فَيَقُوْلُ الدَّجَّالُ اَرَاَيْتُمْ اِنْ قَتَلْتُ هٰذَا ثُمَّ اَحْيَيْتُهُ هَلْ تَشُكُّوْنَ فِي الاَمْرِ فَيَقُوْلُوْنَ لاَ فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيْهِ فَيَقُوْلُ وَاللّٰهِ مَا كُنْتُ فِيْكَ اَشَدَّ بَصِيْرَةً مِنِّي الْيَوْمَ فَيُرِيْدُ الدَّجَّالُ اَنْ يَقْتُلَهُ فَلاَ يُسَلَّطُ عَلَيْهِ-

banglainternet.com

৬৬৪৭ আবুল ইয়ামান (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী ﷺ আমাদের কাছে দাজ্জাল সম্পর্কে দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করলেন। তিনি তার সম্পর্কে আমাদেরকে যা কিছু বলেছিলেন, তার মাঝে এও বলেছেন যে, দাজ্জাল আসবে, তবে মদীনার প্রবেশপথে তার প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ থাকবে। মদীনার সংলগ্ন বালুময় একটি স্থানে সে অবস্থান গ্রহণ করবে। এ সময় তার দিকে এক ব্যক্তি গমন করবে। যিনি মানুষের মাঝে উত্তম। কিংবা উত্তম ব্যক্তিদের একজন। সে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুই সেই দাজ্জাল, যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কাছে তাঁর হাদীস বর্ণনা করেছেন। তখন দাজ্জাল বলবে, তোমরা দেখ — আমি যদি একে হত্যা করে আবার জীবিত করে দেই তাহলে কি তোমরা এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে? লোকেরা বলবে, না। এরপর সে তাকে হত্যা করবে এবং পুনরায় জীবিত করবে। তখন সে লোকটি বলবে, আল্লাহ্‌র কসম! তোর সম্পর্কে আজকের মত দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলাম না। তখন দাজ্জাল তাকে হত্যা করতে চাইবে। কিন্তু সে তা করতে সক্ষম হবে না।

٦٦٤٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُجْمِرِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى اَنْقَابِ الْمَدِيْنَةِ مَلاَئِكَةٌ لاَ يَدْخُلُهَا الطَّاعُوْنُ وَلاَ الدَّجَّالُ-

৬৬৪৮ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মদীনার প্রবেশপথসমূহে ফেরেশ্‌তা নিয়োজিত রয়েছেন। অতএব সেখানে প্লেগ ও দাজ্জাল প্রবেশ করবে না।

٦٦٤٩ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ ابْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْمَدِيْنَةُ يَاتِيْهَا الدَّجَّالُ فَيَجِدُ الْمَلاَئِكَةَ يَحْرُسُوْنَهَا فَلاَ يَقْرَبُهَا الدَّجَّالُ وَلاَ الطَّاعُوْنُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ-

৬৬৪৯ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মূসা (র) ..... আনাস (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, মদীনার দিকে দাজ্জাল আসবে, সে ফেরেশ্‌তাদেরকে মদীনা পাহারা দেওয়া অবস্থায় দেখতে পাবে। অতএব দাজ্জাল ও প্লেগ এর (মদীনার) নিকটস্থ হবে না ইনশা আল্লাহ্।

٣٠٠٤ بَابُ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ

৩০০৪. অনুচ্ছেদ ঃ ইয়াজূজ ও মা'জূজ

٦٦٥٠ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ ح وَحَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِى اَخِىْ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِى عَتِيْقٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ اَبِى سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ بِنْتِ اَبِى سُفْيَانَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَزِعًا يَقُوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَيْلٌ

banglainternet.com

لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ مِثْلُ هٰذِهِ وَحَلَّقَ بِاِصْبَعَيْهِ الْاِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيْهَا . قَالَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَنَهْلِكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ ؟ قَالَ نَعَمْ اِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ-

৬৬৫০ আবুল ইয়ামান ও ইসমাঈল (র) ..... যায়নাব বিনত জাহাশ (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উদ্বিগ্ন অবস্থায় এরূপ বলতে বলতে আমার গৃহে প্রবেশ করলেন যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নাই। আক্ষেপ আরবের জন্য মন্দ থেকে যা অতি নিকটবর্তী। বৃদ্ধাঙ্গুল ও তৎসংলগ্ন আঙ্গুল গোলাকৃতি করে তার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন ঃ আজ ইয়াজূজ ও মাজূজের প্রাচীর এ পরিমাণ উন্মোচিত হয়েছে। যায়নাব বিনত জাহাশ (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের মাঝে সৎ লোকেরা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব? উত্তরে তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। যদি পাপাচার বেড়ে যায়।

٦٦٥١ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُفْتَحُ الرَّدْمُ رَدْمُ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ مِثْلُ هٰذِهِ وَعَقَدَ وُهَيْبٌ تِسْعِيْنَ-

৬৬৫১ মূসা ইব্ন ইস্মাঈল (র) ..... আবূ হুরায়রা নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন ঃ ইয়াজূজ-মাজূজের প্রাচীরটি এ পরিমাণ উন্মোচিত হয়েছে। রাবী ওহায়ব নব্বই সংখ্যা নির্দেশক গোলাকৃতি তৈরি করে (দেখালেন)।

banglainternet.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْاَحْكَامِ

আহ্‌কাম অধ্যায়

٣٠٠٥ بَابُ قَوْلُ اللّٰهِ وَاَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

৩০০৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী (৪ ঃ ৫৯)

٦٦٥٢ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَطَاعَنِى فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ، وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ ، وَمَنْ اَطَاعَ اَمِيْرِى فَقَدْ اَطَاعَنِى ، وَمَنْ عَصَى اَمِيْرِى فَقَدْ عَصَانِى-

৬৬৫২ আবদান (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করল, সে আল্লাহ্‌রই নাফরমানী করল। এবং যে ব্যক্তি আমার (নির্বাচিত) আমীরের আনুগত্য করল, সে আমারই আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি আমার (নির্বাচিত) আমীরের নাফরমানী করল সে আমারই নাফরমানী করল।

٦٦٥٣ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَالْاِمَامُ الَّذِى عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى اَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَرْاَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى اَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِىَ مَسْؤُلَةٌ عَنْهُمْ ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْؤُلٌ عَنْهُ اَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ-

৬৬৫৩ ইসমাঈল (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ জেনে রেখো! তোমাদের প্রত্যেকেই একজন দায়িত্বশীল; আর তোমরা প্রত্যেকেই নিজ অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব ইমাম, যিনি জনগণের দায়িত্বশীল, তিনি তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত

banglainternet.com

হবেন। পুরুষ গৃহকর্তা তার পরিবারের দায়িত্বশীল; সে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। নারী তার স্বামীর পরিবার, সন্তান-সন্ততির উপর দায়িত্বশীল, সে এসব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। কোন ব্যক্তির দাস স্বীয় মালিকের সম্পদের দায়িত্বশীল; সে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব জেনে রাখ, প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্বাধীন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে

٣٠٠٦ بَابُ الْأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ

৩০০৬. অনুচ্ছেদ ঃ আমীর কুরাইশদের থেকে হবে

٦٦٥٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ اَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيَةَ وَهُمْ عِنْدَهُ فِي وَفْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ اَنَّهُ سَيَكُوْنُ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ فَغَضِبَ فَقَامَ فَاَثْنَى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّهُ بَلَغَنِي اَنَّ رِجَالاً مِنْكُمْ يُحَدِّثُوْنَ اَحَادِيْثَ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللّٰهِ وَلاَ تُؤْثَرُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاُولٰئِكَ جُهَّالُكُمْ فَاِيَّاكُمْ وَالاَمَانِيَّ الَّتِي تَضِلُّ اَهْلَهَا فَاِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اِنَّ هٰذَا الْاَمْرَ فِي قُرَيْشٍ لاَ يُعَادِيْهِمْ اَحَدٌ اِلاَّ كَبَّهُ اللّٰهُ عَلَى وَجْهِهِ مَا اَقَامُوا الدِّيْنَ. تَابَعَهُ نُعَيْمٌ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ-

৬৬৫৪ আবুল ইয়ামান (র) ..... মুহাম্মদ ইবন জুবায়র ইবন মুতঈম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন যে, তারা কুরাইশের একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে মুআবিয়া (রা)-র নিকট ছিলেন। তখন মুআবিয়া (রা)-এর নিকট সংবাদ পৌছল যে, আবদুল্লাহ্ ইবন আমর (রা) বর্ণনা করেন যে, অচিরেই কাহতান গোত্র থেকে একজন বাদশাহ্ হবেন। এ শুনে তিনি ক্ষুব্ধ হলেন এবং দাঁড়ালেন। এরপর তিনি আল্লাহ্ তা'আলার যথাযোগ্য প্রশংসা করলেন, তারপর তিনি বললেন, যা হোক! আমার নিকট এ মর্মে সংবাদ পৌছেছে যে, তোমাদের কতিপয় ব্যক্তি এরূপ কথা বলে থাকে, যা আল্লাহ্র কিতাবে নেই এবং যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকেও বর্ণিত নেই। এরাই তোমাদের মাঝে সবচেয়ে অজ্ঞ। সুতরাং তোমরা এ সকল মনগড়া কথা থেকে যা স্বয়ং বক্তাকেই পথভ্রষ্ট করে সতর্ক থাক। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, (খিলাফতের) এ বিষয়টি কুরাইশদের মধ্যেই থাকবে, যতদিন তারা দীনের উপর কায়েম থাকবে। যে কেউ তাদের সঙ্গে বিরোধিতা করে তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকেই অধোমুখে নিপতিত করবেন। নুআয়ম (র) ..... মুহাম্মদ ইবন জুবায়র (র) সূত্রে শুআয়ব-এর অনুসরণ করেছেন।

٦٦٥٥ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبِي يَقُوْلُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَزَالُ هٰذَا الْاَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ اثْنَانِ-

banglainternet.com

৬৬৫৫ আহ্মাদ ইবন ইউনুস (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ (খিলাফতের) এই বিষয়টি সর্বদাই কুরাইশদের মধ্যেই থাকবে, যতদিন তাদের থেকে দু'জন লোকও অবশিষ্ট থাকবে।

٣٠٠٧ بَابُ اَجْرِ مَنْ قَضٰى بِالْحِكْمَةِ ، لِقَوْلِهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ

৩০০৭. অনুচ্ছেদঃ হিকমাত (সঠিক জ্ঞান)-এর সাথে বিচার ফয়সালাকারীর প্রতিদান। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারা সত্যত্যাগী (৫ ঃ ৪৭)

٦٦٥٦ حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ حَسَدَ اِلاَّ فِى اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلٰى هَلَكَتِهِ فِى الْحَقِّ وَاٰخَرُ اٰتَاهُ اللّٰهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِى بِهَا وَيُعَلِّمُهَا-

৬৬৫৬ শিহাব ইব্ন আব্বাদ (র)..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, দু'ধরনের লোক ছাড়া অন্য কারো প্রতি ঈর্ষা করা যায় না। একজন হলো এমন ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ্ ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং তাকে তা সৎপথে ব্যয় করার ক্ষমতা দিয়েছেন। অপরজন হল, যাকে আল্লাহ্ হিকমাত (সঠিক জ্ঞান) দান করেছেন, সে তার দ্বারা বিচার ফয়সালা করে এবং তা অপরকে শিক্ষা দেয়।

٣٠٠٨ بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْاِمَامِ مَالَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةً

৩০০৮. অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের আনুগত্য ও মান্যতা, যতক্ষণ তা নাফরমানীর কাজ না হয়

٦٦٥٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِىٌّ كَاَنَّ رَاْسَهُ زَبِيْبَةٌ.

৬৬৫৭ মুসাদ্দাদ (র)..... আনাস্ ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যদি তোমাদের উপর এরূপ কোন হাবশী দাসকেও শাসক নিযুক্ত করা হয়, যার মাথাটি কিশমিশের ন্যায় তবুও তার কথা শোন ও তার আনুগত্য কর।

٦٦٥٨ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنِ الْجَعْدِ عَنْ اَبِى رَجَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْوِيْهِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ رَاٰى مِنْ اَمِيْرِهِ شَيْئًا فَكَرِهَهُ فَلْيَصْبِرْ فَاِنَّهُ لَيْسَ اَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوْتُ اِلاَّ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً-

৬৬৫৮ সুলায়মান ইব্ন হারব (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যদি কেউ তার আমীর (ক্ষমতাসীন) থেকে এমন কিছু দেখে, যা সে অপছন্দ করে, তাহলে সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। কেননা, যে কেউ জামাআত থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে মরবে, তার মৃত্যু হবে জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু।

banglainternet.com

٦٦٥٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا اَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَاِذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ.

৬৬৫৯ মুসাদ্দাদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন ঃ যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্র নাফরমানীর নির্দেশ দেওয়া না হয়, ততক্ষণ পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় সব বিষয়ে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য তার মান্যতা ও আনুগত্য করা কর্তব্য। যখন নাফরমানীর নির্দেশ দেওয়া হয়, তখন আর কোন মান্যতা ও আনুগত্য নেই।

٦٦٦٠ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ سَرِيَّةً وَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنَ الْاَنْصَارِ وَاَمَرَهُمْ اَنْ يُطِيْعُوْهُ فَغَضِبَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ اَلَيْسَ قَدْ اَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ تُطِيْعُوْنِي قَالُوْا بَلٰى ، قَالَ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ لَمَّا جَمَعْتُمْ حَطَبًا وَاَوْقَدْتُمْ نَارًا ثُمَّ دَخَلْتُمْ فِيْهَا فَجَمَعُوْا حَطَبًا فَاَوْقَدُوْا فَلَمَّا هَمُّوْا بِالدُّخُوْلِ فَقَامَ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ قَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّمَا تَبِعْنَا النَّبِيَّ ﷺ فِرَارًا مِنَ النَّارِ اَفَنَدْخُلُهَا فَبَيْنَمَاهُمْ كَذٰلِكَ اِذْ خَمَدَتِ النَّارُ وَسَكَنَ غَضَبُهُ فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَوْ دَخَلُوْهَا مَا خَرَجُوْا مِنْهَا اَبَدًا اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوْفِ-

৬৬৬০ উমর ইব্ন হাফস ইব্ন গিয়াস (র)..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল প্রেরণ করলেন এবং একজন আনসারী ব্যক্তিকে তাঁদের আমীর নিযুক্ত করে সেনাবাহিনীকে তার আনুগত্য করার নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি (আমীর) তাদের উপর ক্ষুব্ধ হলেন এবং বললেন ঃ নবী ﷺ কি তোমাদেরকে আমার আনুগত্য করার নির্দেশ দেননি? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদের দৃঢ়ভাবে বলছি যে, তোমরা কাঠ সংগ্রহ করবে এবং তাতে আগুন প্রজ্বলিত করবে। এরপর তোমরা তাতে প্রবেশ করবে। তারা কাঠ সংগ্রহ করল এবং তাতে আগুন প্রজ্বলিত করল। এরপর যখন তারা প্রবেশ করতে ইচ্ছা করল, তখন একে অপরের দিকে তাকাতে লাগল। তাঁদের কেউ কেউ বলল, আগুন থেকে পরিত্রাণের জন্যই তো আমরা নবী ﷺ এর অনুসরণ করেছি। তাহলে কি আমরা (অবশেষে) আগুনেই প্রবেশ করব? তাঁদের এসব কথোপকথনের মাঝে হঠাৎ আগুন নিভে যায়। আর তাঁর (আমীরের) ক্রোধও অবদমিত হয়ে পড়ে। এ ঘটনা নবী ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করা হলে তিনি বললেন ঃ যদি তারা তাতে প্রবেশ করত, তাহলে কোন দিন আর এর থেকে বের হত না। জেনে রেখো! আনুগত্য কেবলমাত্র বিধিসঙ্গত কাজেই হয়ে থাকে।

banglainternet.com

٣٠٠٩ بَابُ مَنْ لَمْ يَسْاَلِ اللّٰهَ الْاِمَارَةَ اَعَانَهُ اللّٰهُ

৩০০৯. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছে নেতৃত্ব চায় না, তাকে আল্লাহ্ তা'আলা সাহায্য করেন

٦٦٦١ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ سَمُرَةَ لاَ تَسْأَلِ الْاِمَارَةَ فَاِنَّكَ اِنْ اُعْطِيْتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وُكِلْتَ اِلَيْهَا ، وَاِنْ اُعْطِيْتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ اُعِنْتَ عَلَيْهَا ، وَاِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَاَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ-

৬৬৬১ হাজ্জাজ ইবন মিনহাল (র) ..... আবদুর রহমান ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ হে আবদুর রহমান ইবন সামুরা! তুমি নেতৃত্বের সাওয়াল করো না। কারণ চাওয়ার পর যদি তোমাকে তা দেওয়া হয়, তবে তার দায়িত্ব তোমার উপরই বর্তাবে। আর যদি সাওয়াল ছাড়া তা তোমাকে দেওয়া হয় তবে এ ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য করা হবে। আর কোন বিষয়ের কসম করার পর, তার বিপরীত দিকটিকে যদি তার চেয়ে কল্যাণকর মনে কর, তাহলে কসমের কাফ্ফারা আদায় করে দিও এবং কল্যাণকর কাজটি বাস্তবায়িত করো।

٣٠١٠. بَابُ مَنْ سَأَلَ الْاِمَارَةَ وُكِلَ اِلَيْهَا

৩০১০. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি নেতৃত্ব চায়, তা তার উপরই ন্যস্ত করা হয়

٦٦٦٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ سَمُرَةَ لاَ تَسْأَلِ الْاِمَارَةَ فَاِنْ اُعْطِيْتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وُكِلْتَ اِلَيْهَا ، وَاِنْ اُعْطِيْتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ اُعِنْتَ عَلَيْهَا ، وَاِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَاَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ-

৬৬৬২ আবূ মামার (র)..... আবদুর রহমান ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে বলেছেন ঃ হে আবদুর রহমান ইবন সামুরা! নেতৃত্ব চেয়ে নিও না। কেননা, যদি চাওয়ার পর তুমি তা প্রদত্ত হও, তাহলে তার সকল দায়-দায়িত্ব তোমার উপরই অর্পিত হবে। আর যদি না চাওয়া সত্ত্বেও তুমি তা প্রদত্ত হও, তাহলে এ ব্যাপারে (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে) সহযোগিতা করা হবে। আর কোন বিষয়ে কসম করার পর তার বিপরীত দিকটিকে যদি উত্তম বলে মনে কর, তাহলে উত্তম কাজটি করে ফেল আর তোমার কসমের কাফ্ফারা আদায় করে দিও।

٣٠١١ بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْحِرْصِ عَلَى الْاِمَارَةِ

৩০১১. অনুচ্ছেদ ঃ নেতৃত্বের লোভ অপছন্দনীয়

banglainternet.com

٦٦٦٣ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّكُمْ سَتَحْرِصُوْنَ عَلَى الْاِمَارَةِ ، وَسَتَكُوْنُ نَدَامَةً يَوْمَ

الْقِيَامَةِ . فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حُمْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَوْلَهُ-

৬৬৬৩ আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইউনুস (র).....আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন ঃ তোমরা নিশ্চয়ই নেতৃত্বের লোভ পোষণ কর, অথচ কিয়ামতের দিন তা লজ্জার কারণ হবে। কত উত্তম দুগ্ধদায়িনী এবং কত মন্দ দুগ্ধ পানে বাধাদানকারিণী (এটা) (অর্থাৎ এর প্রথম দিক দুগ্ধদানের ন্যায় তৃপ্তিকর, আর পরিণাম দুধ ছাড়ানোর ন্যায় যন্ত্রণাদায়ক)।

মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে এ হাদীসটি আবূ হুরায়রা (রা)-র ভাষ্য হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

٦٦٦٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ اَبِى مُوْسٰى قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ اَنَا وَرَجُلَيْنِ مِنْ قَوْمِى فَقَالَ اَحَدُ الرَّجُلَيْنِ اَمِّرْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَقَالَ الْاٰخَرُ مِثْلَهُ فَقَالَ اِنَّا لاَ نُوَلِّى هٰذَا مَنْ سَاَلَهُ وَلاَ مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ-

৬৬৬৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন আলা (র) ... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, আমি ও আমার গোত্রের দু'ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট গমন করলাম। সে দু'জনের একজন বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে (কোন বিষয়ে) আমীর নিযুক্ত করুন। অপরজনও অনুরূপ কথা বলল। তখন তিনি বললেন ঃ যারা নেতৃত্ব চায় এবং এর লোভ পোষণ করে, আমরা তাদেরকে এ পদে নিয়োগ করি না।

٣٠١٢ بَابُ مَنِ اسْتُرْعِىَ رَعِيَّةً فَلَمْ يَنْصَحْ

৩০১২. অনুচ্ছেদ ঃ জনগণের নেতৃত্ব লাভের পর তাদের কল্যাণ কামনা না করা

٦٦٦٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْاَشْهَبِ عَنِ الْحَسَنِ اَنَّ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ فِى مَرَضِهِ الَّذِى مَاتَ فِيْهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ اِنِّى مُحَدِّثُكَ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيْهِ اللّٰهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيْحَةٍ لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ-

৬৬৬৫ আবূ নু'আয়ম (র).... হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণিত যে, উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ (র) মাকিল ইব্‌ন ইয়াসারের মৃত্যুশয্যায় তাকে দেখতে গেলেন। তখন মাকিল (রা) তাকে বললেন, আমি তোমাকে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করছি যা আমি নবী ﷺ থেকে শুনেছি। আমি নবী ﷺ থেকে শুনেছি যে, কোন বান্দাকে যদি আল্লাহ্ তা'আলা জনগণের নেতৃত্ব প্রদান করেন, আর সে কল্যাণকামিতার সাথে তাদের তত্ত্বাবধান না করে, তাহলে সে বেহেশ্‌তের ঘ্রাণও পাবে না।

banglainternet.com

٦٦٦٦ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا حُسَيْنُ الْجُعْفِيُّ قَالَ زَائِدَةُ ذَكَرَهُ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ اَتَيْنَا مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ نَعُوْدُهُ فَدَخَلَ عُبَيْدُ اللّٰهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ اُحَدِّثُكَ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَيَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُمْ اِلاَّ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ-

৬৬৬৬ ইসহাক ইবন মানসূর (র)... হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মাকিল ইবন ইয়াসারের কাছে তার শুশ্রূষায় আসলাম। এ সময় উবায়দুল্লাহ্ প্রবেশ করল। তখন মাকিল (রা) বললেন, আমি তোমাকে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করে শোনাব, যা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছি। তিনি বলেন, যদি কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি মুসলিম জনগণের দায়িত্ব লাভ করল এবং তার মৃত্যু হল এ অবস্থায় যে, সে ছিল খিয়ানতকারী, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন।

٣٠١٣ بَابُ مَنْ شَاقَّ شَقَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ

৩০১৩ অনুচ্ছেদ ঃ যে কঠোর ব্যবহার করবে আল্লাহ্ও তার প্রতি কঠোর ব্যবহার করবেন

٦٦٦٧ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ طَرِيْفٍ اَبِي تَمِيْمَةَ قَالَ شَهِدْتُ صَفْوَانَ وَجُنْدَبًا وَاَصْحَابَهُ وَهُوَ يُوْصِيْهِمْ فَقَالُوْا هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللّٰهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ وَمَنْ يُشَاقِقْ يَشْقُقِ اللّٰهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالُوْا اَوْصِنَا. فَقَالَ اِنَّ اَوَّلَ مَا يُنْتَنُ مِنَ الاِنْسَانِ بَطْنُهُ. فَمَنِ اسْتَطَاعَ اَنْ لاَ يَاْكُلَ اِلاَّ طَيِّبًا فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنِ اسْتَطَاعَ اَنْ لاَ يَحُالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ بِمِلْءِ كَفِّهِ مِنْ دَمٍ اَهْرَاقَهُ فَلْيَفْعَلْ قَالَ قُلْتُ لاَبِي عَبْدِ اللّٰهِ مَنْ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جُنْدَبٌ قَالَ نَعَمْ جُنْدَبٌ-

৬৬৬৭ ইসহাক ওয়াসেতী (র).... তারীফ আবূ তামীমা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাফওয়ান (র), জুনদাব (রা) ও তাঁর সাথীদের কাছে ছিলাম। তখন তিনি তাদের উপদেশ দিচ্ছিলেন। তারা জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে কোন কথা শুনেছেন ? উত্তরে তিনি বললেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, যারা মানুষকে শোনাবার জন্য কোন কাজ করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার এ কথা শুনিয়ে দেবেন। আর যারা অন্যের প্রতি কঠোর ব্যবহার করে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি কঠোর ব্যবহার করবেন। তাঁরা পুনরায় বলল, আমাদেরকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, মানুষের দেহের যে অংশ প্রথম দুর্গন্ধময় হবে, তা হল তার পেট। সুতরাং যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখে যে একমাত্র পবিত্র (হালাল) খাদ্য ছাড়া আর কিছু সে আহার করবে না, সে যেন তাই করতে চেষ্টা করে। আর যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখে যে এক আঁজলা পরিমাণ রক্তপাত ঘটিয়ে তার ও জান্নাতের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না, সে যেন অবশ্যই তা করে। (ইমাম বুখারী (র)-এর ছাত্র ফেরাবরী) বলেন, আমি আবূ আবদুল্লাহ্ (রা) (ইমাম বুখারী)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ থেকে আমি শুনেছি- এ কথা কি জুনদাব বলেছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, জুনদাবই।

banglainternet.com

٣٠١٤ بَابُ الْقَضَاءِ وَالْفُتْيَا فِي الطَّرِيْقِ ، وَقَضَى يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ فِي الطَّرِيْقِ ، وَقَضَى الشَّعْبِيُّ عَلَى بَابِ دَارِهِ

৩০১৪. অনুচ্ছেদঃ রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিচার করা, কিংবা ফাত্ওয়া দেওয়া। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়ামার (র) রাস্তায় বিচার কার্য করেছেন। শাবী (র) তাঁর ঘরের দরজায় বিচার কার্য করেছেন

٦٦٦٨ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ خَارِجَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلَقِيَنَا رَجُلٌ عِنْدَ سُدَّةِ الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا أَعْدَدْتَ لَهَا فَكَأَنَّ الرَّجُلَ اسْتَكَانَ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا أَعْدَدْتُ لَهَا كَثِيْرَ صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ وَلَا صَدَقَةٍ وَلٰكِنِّي أُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ، قَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ-

৬৬৬৮ উসমান ইব্ন আবূ শায়বা (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি ও নবী ﷺ উভয়ে মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলাম। এমন সময় একজন লোক মসজিদের আঙ্গিনায় আমাদের সাথে সাক্ষাত করে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কিয়ামত কখন হবে? নবী ﷺ বললেন ঃ তুমি তার জন্য কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ? এতে লোকটি যেন কিছুটা লজ্জিত হল। তারপর বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! রোযা, নামায, সাদাকা খুব একটা তার জন্য করতে পারিনি। তবে আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি। তিনি বললেন ঃ তুমি যাকে ভালবাস (কিয়ামতে) তার সাথেই থাকবে।

٣٠١٥ بَابُ مَا ذُكِرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَوَّابٌ

৩০১৫. অনুচ্ছেদ ঃ উল্লেখ আছে যে, নবী ﷺ-এর কোন দারোয়ান ছিল না

٦٦٦٩ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ لِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ تَعْرِفِيْنَ فُلَانَةَ؟ قَالَتْ نَعَمْ ، قَالَ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِهَا وَهِيَ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ ،فَقَالَ اتَّقِي اللّٰهَ وَاصْبِرِي ، فَقَالَتْ إِلَيْكَ عَنِّي فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيْبَتِي قَالَ فَجَاوَزَهَا وَمَضَى فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ فَقَالَ مَا قَالَ لَكِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ مَا عَرَفْتُهُ قَالَ إِنَّهُ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَجَاءَتْ إِلَى بَابِهِ فَلَمْ تَجِدْ عَلَيْهِ بَوَّابًا فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَا عَرَفْتُكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ-

banglainternet.com

৬৬৬৯ ইসহাক্ ইব্ন মানসূর (র)..... সাবিত বুনানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে তাঁর পরিবারের একজন মহিলাকে এ মর্মে বলতে শুনেছি যে, তুমি কি অমুক মহিলাকে চেন? সে বলল, হ্যাঁ। আনাস (রা) বললেন, একবার নবী ﷺ তাঁর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে তখন একটি

কবরের পাশে কাঁদছিল। নবী ﷺ তাকে বললেন ঃ আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং ধৈর্য ধারণ কর। তখন সে বলল, আমার কাছ থেকে সরে যাও, কেননা, তুমি আমার মুসীবত থেকে মুক্ত। আনাস (রা) বলেন, নবী ﷺ তাঁকে অতিক্রম করে চলে গেলেন। এ সময় অপর লোক তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে তাকে জিজ্ঞাসা করল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাকে কি বললেন। স্ত্রীলোকটি বলল, আমি তো তাঁকে চিনতে পারিনি। লোকটি বলল, ইনিই তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ । তিনি বললেন, পরে সে (স্ত্রীলোকটি) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দরজায় আসল। তবে দরজায় কোন দারোয়ান দেখতে পেল না। তখন সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্‌র শপথ! আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। নবী ﷺ বললেন ঃ প্রথম আঘাতেই ধৈর্য ধারণ করতে হয়।

٣٠١٤ بَابُ الْحَاكِمُ يَحْكُمُ بِالْقَتْلِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دُوْنَ الْاِمَامِ الَّذِى فَوْقَهُ

৩০১৪. অনুচ্ছেদ ঃ বিচারক উপরস্থ শাসনকর্তার বিনা অনুমতিতেই হত্যাযোগ্য আসামীকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করতে পারেন

٦٦٧٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَنْصَارِىُّ مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِى عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ كَانَ يَكُوْنُ بَيْنَ يَدَىِ النَّبِىِّ ﷺ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرْطِ مِنَ الْاَمِيْرِ-

৬৬৭০ মুহাম্মদ ইব্‌ন খালিদ যুহলী (র.) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, কায়স ইব্‌ন সা'দ নবী ﷺ -এর সামনে এরূপ থাকতেন যেরূপ আমীরের (রাষ্ট্রপ্রধানের) সামনে পুলিশ প্রধান থাকেন।

٦٦٧١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ قُرَّةَ قَالَ حَدَّثَنِى حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِى مُوْسٰى اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَعَثَهُ وَاَتْبَعَهُ بِمُعَاذٍ ح وَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا مَحْبُوْبُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ اَبِى مُوْسٰى اَنَّ رَجُلاً اَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ ، فَاَتَاهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَهُوَ عِنْدَ اَبِى مُوْسٰى ، فَقَالَ مَا لِهٰذَا ؟ قَالَ اَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ ، قَالَ لاَ اَجْلِسُ حَتّٰى اَقْتُلَهُ قَضَاءُ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ-

৬৬৭১ মুসাদ্দাদ (র) ..... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁকে (গভর্নর করে) পাঠালেন এবং তার পশ্চাতে মু'আয (রা) ﷺ -কেও পাঠালেন। অন্য সনদে পরবর্তী অংশটুকু আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাব্বাহ্ (র) আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করার পর পুনরায় ইয়হুদী ধর্ম অবলম্বন করে। তার কাছে মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) এলেন। তখন সে লোকটি আবূ মূসা (রা) -এর কাছে ছিল। তিনি [মু'আয (র) জিজ্ঞাসা করলেন, এর কি হয়েছে? তিনি বললেন, ইসলাম গ্রহণ করেছিল। অতঃপর ইহুদী হয়ে গেছে। মু'আয (রা) বললেন, একে হত্যা না করে আমি বসব না। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিধান (এটাই)।

banglainternet.com

٣٠١٧ بَابُ هَلْ يَقْضِي الْحَاكِمُ اَوْ يُفْتِي وَهُوَ غَضْبَانُ

৩০১৭. অনুচ্ছেদ ঃ রাগের অবস্থায় বিচারক বিচার করতে এবং মুফ্‌তী ফাত্‌ওয়া দিতে পারবেন কি

٦٦٧٢ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ ابْنَ اَبِي بَكْرَةَ قَالَ كَتَبَ اَبُوْ بَكْرَةَ اِلَى ابْنِهِ وَكَانَ بِسِجِسْتَانَ اَنْ لَا تَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَاَنْتَ غَضْبَانُ فَاِنِّيْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ-

৬৬৭২ আদাম (র.) ..... আবদুর রাহমান ইব্‌ন আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আবূ বাকরা (রা) তাঁর ছেলেকে লিখে পাঠালেন- সে সময় তিনি সিজিস্থানে অবস্থানরত ছিলেন যে, তুমি রাগের অবস্থায় বিবদমান দু'ব্যক্তির মাঝে ফায়সালা করো না। কেননা, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, কোন বিচারক রাগের অবস্থায় দু'জনের মধ্যে বিচার করবে না।

٦٦٧٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ مُبَارَكٌ قَالَ اَخْبَرَنِي اِسْمٰعِيْلُ ابْنُ اَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِي حَازِمٍ عَنْ اَبِي مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيِّ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّي وَاللّٰهِ لَاَتَاَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ اَجْلِ فُلَانٍ مِمَّا يُطِيْلُ بِنَا فِيْهَا قَالَ فَمَا رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَطُّ اَشَدَّ غَضَبًا فِي مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ قَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِيْنَ فَاَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُوْجِزْ فَاِنَّ فِيْهِمُ الْكَبِيْرَ وَالضَّعِيْفَ وَذَا الْحَاجَةِ-

৬৬৭৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল (র) ..... আবূ মাসউদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আল্লাহ্‌র শপথ! আমি অমুক ব্যক্তির কারণে ফজরের জামাতে উপস্থিত হই না। কেননা, তিনি আমাদেরকে নিয়ে দীর্ঘ নামায আদায় করেন। আবূ মাসউদ (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ -কে কোন ওয়াযে সে দিনের মত অধিক রাগান্বিত হতে আর দেখিনি। এরপর তিনি বললেন ঃ হে লোক সকল! তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ বিতৃষ্ণার উদ্রেককারী রয়েছে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেউ লোকদেরকে নিয়ে নামায আদায় করবে, সে যেন সংক্ষিপ্ত করে। কেননা, তাদের মধ্যে রয়েছে বয়স্ক, দুর্বল ও কর্মব্যস্ত লোকেরা।

٦٦٧٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِي يَعْقُوْبَ الْكِرْمَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ طَلَّقَ امْرَاَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَتَغَيَّظَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتّٰى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ فَتَطْهُرَ فَاِنْ بَدَا لَهُ اَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ مُحَمَّدٌ هُوَ الزُّهْرِيُّ-

banglainternet.com

৬৬৭৪ মুহাম্মদ ইবন আবূ ইয়াকূব কিরমানী (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর স্ত্রীকে ঋতুবতী অবস্থায় তালাক দিয়েছিলেন। উমর (রা) এ ঘটনা নবী ﷺ-এর কাছে বর্ণনা করেন। এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাগান্বিত হন। এরপর তিনি বলেন ঃ সে যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনে এবং তাকে আটকিয়ে রাখে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে পবিত্র হয়ে পুনরায় ঋতুবতী না হয় এবং পুনরায় পবিত্র না হয়। এরপরও যদি তার তালাক দেওয়ার প্রয়োজন হয়, তাহলে যেন তখন (পবিত্রাবস্থায়) তালাক দেয়। আবূ আবদুল্লাহ (বুখারী) (রা) বলেন, যুহরী-ই মুহাম্মদ।

٣٠١٨ بَابُ مَنْ رَأَى قَاضِيَ اَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ فِي اَمْرِ النَّاسِ اِذَا لَمْ يَخَفِ الظُّنُوْنَ وَالتُّهَمَةَ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِهِنْدٍ خُذِي مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ ، وَذٰلِكَ اِذَا كَانَ اَمْرٌ مَشْهُوْرٌ-

৩০১৮. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি মনে করে যে, বিচারকের তার জ্ঞানের ভিত্তিতে লোকদের ব্যাপারে বিচার ফায়সালা করার অধিকার রয়েছে। যদি জনগণের কুধারণা ও অপবাদের ভয় তার না থাকে। যেমন নবী ﷺ হিন্দা বিন্ত উত্বাকে বলেছিলেন, তুমি তোমার (স্বামী আবূ সুফিয়ানের সম্পদ থেকে) এতটুকু পরিমাণ গ্রহণ কর, যতটুকু তোমার ও তোমার সন্তানের জন্য যথেষ্ট হবে ন্যায়সঙ্গতভাবে। আর এটা হবে তখন, যখন বিষয়টি খুবই প্রসিদ্ধ

٦٦٧٥ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْاَرْضِ اَهْلُ خِبَاءٍ اَحَبَّ اِلَيَّ اَنْ يَذِلُّوْا مِنْ اَهْلِ خِبَائِكَ وَمَا اَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْاَرْضِ اَهْلُ خِبَاءٍ اَحَبَّ اِلَيَّ اَنْ يَعِزُّوْا مِنْ اَهْلِ خِبَائِكَ ثُمَّ قَالَتْ اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيْكٌ ، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ مِنْ اَنْ اُطْعِمَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا ؟ قَالَ لَهَا لَا حَرَجَ عَلَيْكِ اَنْ تُطْعِمِيْهِمْ مِنْ مَعْرُوْفٍ-

৬৬৭৫ আবুল ইয়ামান..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হিন্দা বিন্ত উত্বা (রা) নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র কসম! যমীনের বুকে এমন কোন পরিবার ছিল না, আপনার পরিবারের চেয়ে যার লাঞ্ছনা ও অবমাননা আমার নিকট বেশি প্রিয় ও পছন্দনীয় ছিল। কিন্তু আজ আমার নিকট এরূপ হয়েছে যে, এমন কোন পরিবার যমীনের বুকে নেই, যে পরিবার আপনার পরিবারের চাইতে বেশি উত্তম ও সম্মানিত। তারপর হিন্দা (রা) বলল, আবূ সুফিয়ান (রা) একজন ভীষণ কৃপণ লোক। কাজেই আমি আমাদের সন্তানদেরকে তার সম্পদ থেকে খাওয়াই, আমার জন্য এটা দোষের হবে কি? নবীজী ﷺ তখন বললেন ঃ না, তোমার জন্য তাদেরকে খাওয়ানো কোন দোষের হবে না, যদি তা ন্যায়সঙ্গত হয়।

banglainternet.com

٣٠١٩ بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ الْمَخْتُوْمِ وَمَا يَجُوْزُ مِنْ ذٰلِكَ وَمَا يَضِيْقُ عَلَيْهِ وَكِتَابِ الْحَاكِمِ اِلَى عَامِلِهِ وَالْقَاضِي اِلَى الْقَاضِي وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ كِتَابُ الْحَاكِمِ

جَائِزٌ الاَّ فِى الْحُدُوْدِ ثُمَّ قَالَ اِنْ كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً فَهُوَ جَائِزٌ لاَنَّ هٰذَا مَالٌ بِزَعْمِهِ وَاِنَّمَا صَارَ مَالاً بَعْدَ اَنْ ثَبَتَ الْقَتْلُ وَالْخَطَأُ وَالْعَمْدُ وَاحِدٌ ، وَقَدْ كَتَبَ عُمَرُ اِلَى عَامِلِهِ فِى الْجَارُوْدِ وَكَتَبَ عُمَرُبْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فِى سِنٍّ كُسِرَتْ ، وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ كِتَابُ الْقَاضِى اِلَى الْقَاضِى جَائِزٌ اِذَا عَرَفَ الْكِتَابَ وَالْخَاتَمَ وَكَانَ الشَّعْبِىُّ يُجِيْزُ الْكِتَابَ الْمَخْتُوْمَ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْقَاضِى ، وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ ، وَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيْمِ الثَّقَفِىُّ شَهِدْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ يَعْلَى قَاضِىَ الْبَصْرَةِ وَاِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ وَالْحَسَنَ وَثُمَامَةَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَنَسٍ وَبِلاَلَ بْنَ اَبِى بُرْدَةَ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ بُرَيْدَةَ الاَسْلَمِىَّ وَعَامِرَ بْنَ عُبَيْدَةَ وَعَبَّادَ بْنَ مَنْصُوْرٍ يُجِيْزُوْنَ كُتُبَ الْقُضَاةِ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنَ الشُّهُوْدِ فَاِنْ قَالَ الَّذِى جِىْءَ عَلَيْهِ بِالْكِتَابِ اَنَّهُ زُوْرٌ ، قِيْلَ لَهُ اذْهَبْ فَالْتَمِسِ الْمَخْرَجَ مِنْ ذٰلِكَ وَاَوَّلُ مَنْ سَاَلَ عَلَى كِتَابِ الْقَاضِى الْبَيِّنَةَ ابْنُ اَبِى لَيْلَى وَسَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَقَالَ لَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحْرِزٍ جِئْتُ بِكِتَابٍ مِنْ مُوْسَى بْنُ اَنَسٍ قَاضِى الْبَصْرَةِ وَاَقَمْتُ عِنْدَهُ الْبَيِّنَةَ اَنَّ لِى عِنْدَ فُلاَنٍ كَذَا وَكَذَا وَهُوَ بِالْكُوْفَةِ وَجِئْتُ بِهِ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَاَجَازَهُ ، وَكَرِهَ الْحَسَنُ وَاَبُوْ قِلاَبَةَ اَنْ يَشْهَدَ عَلَى وَصِيَّةٍ حَتّٰى يُعْلَمَ مَا فِيْهَا لاَنَّهُ لاَ يَدْرِى لَعَلَّ فِيْهَا جَوْرًا ، وَقَدْ كَتَبَ النَّبِىُّ ﷺ اِلَى اَهْلِ خَيْبَرَ اِمَّا اَنْ تَدُوْا صَاحِبَكُمْ ،وَاِمَّا اَنْ تُؤْذِنُوْا بِحَرْبٍ وَقَالَ الزُّهْرِىُّ فِى شَهَادَةٍ عَلَى الْمَرْاَةِ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ اَنْ عَرَفَتْهَا فَاَشْهَدْ وَاِلاَّ فَلاَ تَشْهَدْ-

৩০১৯. অনুচ্ছেদ ঃ মোহরকৃত চিঠির ব্যাপারে সাক্ষ্য, এতে যা বৈধ ও যা সীমিত করা হয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালকের চিঠি প্রশাসকদের কাছে এবং বিচারপতির চিঠি বিচারপতির কাছে। কোন কোন লোক বলেছেন, 'হদ' (শরীয়তের নির্ধারিত শাস্তি) ব্যতীত অন্যান্য ব্যাপারে রাষ্ট্র পরিচালককে চিঠি দেওয়া বৈধ। এরপর তিনি বলেছেন, হত্যা যদি ভুলবশত হয় তাহলে রাষ্ট্র পরিচালকের চিঠি বৈধ। কেননা, তাঁর মতে এটি মাল সংক্রান্ত বিষয়। অথচ এটি মাল সংক্রান্ত বিষয় বলে ঐ সময় প্রতীয়মান হবে, যখন হত্যা প্রমাণিত হবে। ভুলবশত হত্যা ও ইচ্ছাকৃত হত্যা একই। উমর (রা) তাঁর কর্মকর্তার নিকট জারুদের উত্থাপিত অভিযোগের ভিত্তিতে চিঠি লিখেছিলেন। উমর ইব্ন আবদুল আজিজ (র) ভেঙ্গে যাওয়া দাঁতের ব্যাপারে চিঠি লিখেছিলেন। ইব্রাহীম (র) বলেন, লেখা ও মোহর যদি চিনতে পারেন, তাহলে বিচারপতির কাছে অন্য বিচারপতির চিঠি লেখা বৈধ। শাবী বিচারপতির পক্ষ থেকে মোহরকৃত চিঠি বৈধ মনে করতেন। ইব্ন উমর (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত। মুআবিয়া ইব্ন আবদুল কারীম সাকাফী বলেন, আমি বসরার বিচারপতি আবদুল মালিক ইব্ন ইয়ালা, ইয়াস ইব্ন মুআবিয়া, হাসান, সুমামাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আনাস, বিলাল ইবন আবূ বুরদা, আবদুল্লাহ্ ইব্ন বুরায়দা, আসলামী, আমের ইব্ন

banglainternet.com

আবীদা ও আব্বাদ ইব্ন মানসূরকে প্রত্যক্ষ করেছি, তাঁরা সকলেই সাক্ষীদের অনুপস্থিতিতে বিচারপতিদের চিঠি বৈধ মনে করতেন। চিঠিতে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হত সে যদি একে মিথ্যা বা জাল বলে দাবি করত, তাহলে তাকে বলা হত যাও, এ অভিযোগ থেকে মুক্তির পথ অন্বেষণ কর। সর্বপ্রথম যারা বিচারপতির চিঠির ব্যাপারে প্রমাণ দাবি করেছেন তারা হলেন, ইব্ন আবূ লায়লা এবং সাওয়ার ইব্ন আবদুল্লাহ্

আবূ নু'আয়ম (র) আমাদের বলেছেন, উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মুহ্‌রেয আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, "আমি বসরার বিচারপতি মূসা ইব্ন আনাসের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে আসলাম। সেখানে আমি তাঁর নিকট এ মর্মে প্রমাণ পেশ করলাম যে, অমুকের নিকট আমার এত এত পাওনা আছে, আর সে কূফায় অবস্থানরত। এ চিঠি নিয়ে আমি কাসেম ইব্ন আবদুর রাহমানের কাছে আসলাম, তিনি তা কার্যকর করলেন। হাসান ও আবূ কেলাবা অসিয়্যতনামায় কি লেখা আছে তা না জেনে তার সাক্ষী হওয়াকে মাকরূহ মনে করতেন। কেননা, সে জানে না, হয়ত এতে কারো প্রতি অবিচার করা হয়েছে। নবী ﷺ খায়বারবাসীদের প্রতি চিঠি লিখেছিলেন যে, হয়ত তোমরা তোমাদের সাথীর 'দিয়ত' (রক্তপণ) আদায় কর, না হয় যুদ্ধের ঘোষণা গ্রহণ কর। পর্দার অন্তরাল থেকে মহিলাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেওয়া সম্পর্কে ইমাম যুহরী বলেন, যদি তুমি তাকে চিনতে পার তাহলে তার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে, তা না হলে সাক্ষ্য দেবে না

٦٦٧٦ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا اَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَكْتُبَ اِلَى الرُّوْمِ قَالُوْا اِنَّهُمْ لاَ يَقْرَؤُنَ كِتَابًا اِلاَّ مَخْتُوْمًا فَاتَّخَذَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ كَاَنِّيْ اَنْظُرُ اِلَى وَبِيْصِهِ وَنَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ-

৬৬৭৬ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন রোম সম্রাটের কাছে চিঠি লিখতে চাইলেন, তখন লোকেরা বলল, মোহরকৃত চিঠি না হলে তারা তা পাঠ করে না। তাই নবী ﷺ একটি রূপার আংটি তৈরি করলেন। [আনাস (র) বলেন] আমি এখনও যেন এর ঔজ্জ্বল্য প্রত্যক্ষ করছি। তাতে مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ অংকিত ছিল।

٣٠٢٠. بَابُ مَتَى يَسْتَوْجِبُ الرَّجُلُ الْقَضَاءَ ، وَقَالَ الْحَسَنُ اَخَذَ اللّٰهُ عَلَى الْحُكَّامِ اَنْ لاَ يَتَّبِعُوْا الْهَوٰى ، وَلاَ يَخْشَوُا النَّاسَ ، وَلاَ يَشْتَرُوْا بِاٰيَاتِهِ ثَمَنًا قَلِيْلاً ، ثُمَّ قَرَاَ : يَا دَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِي الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ. وَقَرَاَ اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيْهَا هُدًى وَنُوْرٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبَّانِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ اِلَى قَوْلِهِ

banglainternet.com

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ وَقَرَأَ وَدَاوٗدَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِى الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِيْنَ فَفَهَّمْنَا هَا سُلَيْمَانَ وَكُلاًّ اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا ، فَحَمِدَ سُلَيْمَانَ وَلَمْ يَلُمْ دَاوٗدَ ، وَلَوْ لاَ مَا ذَكَرَ اللّٰهُ مِنْ اَمْرِ هٰذَيْنِ لَرَ اَيْتُ اَنَّ الْقُضَاةَ هَلَكُوْا فَاِنَّهُ اَثْنٰى عَلٰى هٰذَا بِعِلْمِهِ وَعَذَرَ هٰذَا بِاجْتِهَادِهِ ، وَقَالَ مُزَاحِمُ بْنُ زُفَرَ قَالَ لَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ خَمْسٌ اِذَا اَخْطَا الْقَاضِىْ مِنْهُنَّ خَصْلَةً كَانَتْ فِيْهِ وَصْمَةٌ اَنْ يَّكُوْنَ فَهِمًا حَلِيْمًا عَفِيْفًا صَلِيْبًا عَالِمًا سَؤُلاً عَنِ الْعِلْمِ

৩০২০. অনুচ্ছেদ ঃ লোক কখন বিচারক হওয়ার যোগ্য হয়। হাসান (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বিচারকদের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, তারা যেন কখনও প্রবৃত্তির অনুসরণ না করেন, মানুষকে ভয় না করেন এবং স্বল্প মূল্যের বিনিময়ে আল্লাহ্র আয়াতকে বিক্রয় না করেন। এরপর তিনি (এর প্রমাণ হিসাবে পড়লেন। ইরশাদ হলো ঃ হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি। অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবে না। কেননা তা তোমাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করবে। যারা আল্লাহ্র পথ পরিত্যাগ করে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। কারণ তারা বিচার দিবসকে বিস্মৃত হয়ে আছে (৩৮ ঃ ২৬)। তিনি আরো পাঠ করলেন, (মহান আল্লাহ্র বাণী) ঃ আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছিলাম। এতে ছিল পথনির্দেশ ও আলো। নবীগণ, যারা আল্লাহ্র অনুগত ছিল তারা ইহুদীদের তদনুসারে বিধান দিত, আরো বিধান দিত রাব্বানীরা এবং বিজ্ঞানীরা, কারণ তাদের করা হয়েছিল আল্লাহ্র কিতাবের রক্ষক.... আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী (৫ ঃ ৪৪) এবং আরো পাঠ করলেন (আল্লাহ্ তা'আলার বাণী) ঃ স্মরণ কর দাউদ ও সুলায়মানের কথা, যখন তারা বিচার করেছিল শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে; এতে রাতে প্রবেশ করেছিল কোন সম্প্রদায়ের মেষ; আমি প্রত্যক্ষ করছিলাম তাদের বিচার এবং সুলায়মানকে এ বিষয়ের মিমাংসা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। আমি তাদের প্রত্যেককে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান..... (২১ ঃ ৭৮ -৭৯)

(আল্লাহ্ তা'আলা) সুলায়মান (আ)-এর প্রশংসা করেছেন, তবে দাউদ (আ)-এর তিরস্কার করেননি। যদি আল্লাহ্ তা'আলা দু'জনের অবস্থাকেই উল্লেখ না করতেন, তাহলে মনে করা হত যে, বিচারকরা ধ্বংস হয়ে গেছেন। তিনি তাঁর (সুলায়মানের) ইল্মের প্রশংসা করেছেন এবং (দাউদকে) তাঁর (ভুল) ইজ্তিহাদের জন্য ক্ষমা করে দিয়েছেন।

মুযাহিম ইব্ন যুফার (র) বলেন উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) আমাদের বলেছেন যে, পাঁচটি গুণ এমন যে, কাযীর মধ্যে যদি একটিরও অভাব থাকে তা হলে সেটা তার জন্য দোষ বলে গণ্য হবে। তাকে হতে হবে বুদ্ধিমান, ধৈর্যশীল, পূত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারী, দৃঢ়প্রত্যয়ী ও জ্ঞানী, জ্ঞানের অনুসন্ধিৎসু

banglainternet.com

٣٠٢١ بَابُ رِزْقِ الْحَاكِمِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا ، وَكَانَ شُرَيْحٌ يَاْخُذُ عَلَى الْقَضَاءِ اَجْرًا ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ يَاْكُلُ الْوَصِىُّ بِقَدْرِ عُمَالَتِهِ وَاَكَلَ اَبُوْ بَكْرٍ وَّعُمَرُ

৩০২১. অনুচ্ছেদ ঃ প্রশাসক ও প্রশাসনিক কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের ভাতা। বিচারপতি শুরায়হ্ (র) বিচার কার্যের জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন। আয়েশা (রা) বলেন, (ইয়াতীমের) তত্ত্বাবধানকারী সম্পদ থেকে তার পারিশ্রমিকের সমপরিমাণ খেতে পারবেন। আবূ বকর (রা) ও উমর (রা) (রাষ্ট্রীয় ভাতা) ভোগ করেছেন

٦٦٧٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ السَّائِبُ بْنُ يَزِيْدَ ابْنُ اُخْتِ نَمِرٍ اَنَّ حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزّٰى اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ السَّعْدِيِّ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ قَدِمَ عَلٰى عُمَرَ فِيْ خِلاَفَتِهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اَلَمْ اُحَدَّثْ اَنَّكَ تَلِيْ مِنْ اَعْمَالِ النَّاسِ اَعْمَالاً فَاِذَا اُعْطِيْتَ الْعُمَالَةَ كَرِهْتَهَا فَقُلْتُ بَلٰى فَقَالَ عُمَرُ مَا تُرِيْدُ اِلٰى ذٰلِكَ قُلْتُ اِنَّ لِيْ اَفْرَاسًا وَاَعْبُدًا وَاَنَا بِخَيْرٍ وَاُرِيْدُ اَنْ تَكُوْنَ عُمَالَتِيْ صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ قَالَ عُمَرُ لاَ تَفْعَلْ فَاِنِّيْ كُنْتُ اَرَدْتُ الَّذِيْ اَرَدْتَ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعْطِيْنِي الْعَطَاءَ . فَاَقُوْلُ اَعْطِهِ اَفْقَرَ اِلَيْهِ مِنِّيْ حَتّٰى اَعْطَانِيْ مَرَّةً مَالاً . فَقُلْتُ اَعْطِهِ اَفْقَرَ اِلَيْهِ مِنِّيْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ فَمَا جَاءَكَ مِنْ هٰذَا الْمَالِ وَاَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ وَاِلاَّ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ . وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْطِيْنِي الْعَطَاءَ فَاَقُوْلُ اَعْطِهِ اَفْقَرَ اِلَيْهِ مِنِّيْ حَتّٰى اَعْطَانِيْ مَرَّةً مَالاً فَقُلْتُ اَعْطِهِ مَنْ هُوَ اَفْقَرُ اِلَيْهِ مِنِّيْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ فَمَا جَاءَكَ مِنْ هٰذَا الْمَالِ وَاَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَالاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ-

৬৬৭৭ আবুল ইয়ামান (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন যে, উমর (রা)-এর খিলাফতকালে তিনি একবার তাঁর কাছে আসলেন। তখন উমর (রা) তাঁকে বললেন-আমাকে কি এ মর্মে অবগত করা হয়নি যে তুমি জনগণের অনেক দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে থাক। অথচ যখন তোমাকে এর পারিশ্রমিক প্রদান করা হয়, তখন তুমি তা গ্রহণ করাকে অপছন্দ কর ? আমি বললাম, হ্যাঁ। উমর (রা) বললেন, কি উদ্দেশ্যে তুমি এরূপ কর। আমি বললাম, আমার বহু ঘোড়া ও গোলাম রয়েছে এবং আমি ভাল অবস্থায় আছি। সুতরাং আমি চাই যে, আমার পারিশ্রমিক মুসলমান জনসাধারণের জন্য সাদাকা হিসাবে পরিগণিত হোক। উমর (রা) বললেন, এরূপ করো না। কেননা, আমিও তোমার মত এরূপ ইচ্ছা পোষণ করতাম। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন আমাকে কিছু দিতেন, তখন আমি বলতাম, আমার চেয়ে যার প্রয়োজন বেশি তাকে প্রদান করুন। এমত একবার তিনি আমাকে কিছু মাল দিলেন। আমি বললাম, আমার চেয়ে এ মালের প্রয়োজন যার বেশি তাকে দিন। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ একে গ্রহণ করে মালদার হও এবং বৃদ্ধি করে তা থেকে সাদাকা কর। আর এই মাল সম্পদের যা কিছু তোমার নিকট এভাবে আসে, তুমি যার প্রত্যাশী

banglainternet.com

নও বা প্রার্থী নও তা গ্রহণ করো । অন্যথায় তাহলে তার পিছনে নিজেকে নিরত করো না। যুহরী আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) সূত্রে বলেন, তিনি উমর (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, নবী ﷺ আমাকে যখন কিছু দান করতেন, তখন আমি বলতাম, আমার চেয়ে যার প্রয়োজন বেশি তাকে দিন। এভাবে একবার তিনি আমাকে কিছু মাল দিলেন। আমি বললাম, আমার চেয়ে যার প্রয়োজন বেশি তাকে প্রদান করুন। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ একে গ্রহণ কর এবং বৃদ্ধি করে তা থেকে সাদাকা কর। আর এই প্রকার মালের যা কিছু তোমার কাছে এমতাবস্থায় আসে যে তুমি তার প্রত্যাশীও নও এবং প্রার্থীও নও তাহলে তা গ্রহণ কর। তবে যা এভাবে আসবে না তার পিছনে নিজেকে ধাবিত করো না।

٣٠٢٢ بَابُ مَنْ قَضٰى وَلاَعَنْ فِي الْمَسْجِدِ ، وَلاَعَنَ عُمَرُ عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَضٰى مَرْوَانُ عَلٰى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِالْيَمِيْنِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَضٰى شُرَيْحٌ وَالشَّعْبِيُّ وَيَحْيٰى ابْنُ يَعْمَرَ فِي الْمَسْجِدِ ، وَكَانَ الْحَسَنُ وَزُرَارَةُ بْنُ اَوْفٰى يَقْضِيَانِ فِي الرَّحْبَةِ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ

৩০২২. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি মসজিদে বসে বিচার করে ও লি'আন[১] করে। উমর (রা) নবী ﷺ -এর মিম্বরের সন্নিকটে লি'আন করিয়েছেন। মারওয়ান যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা)-এর উপর নবী ﷺ -এর মিম্বরের কাছে কসম করার রায় দিয়েছিলেন। শুরায়হ্, শাবী, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়ামার মসজিদে বিচার করেছেন। হাসান ও যুরারাহ্ ইব্ন আওফা (র) মসজিদের বাইরের চত্বরে বিচার করতেন

٦٦٧٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ شَهِدْتُ الْمُتَلاَعِنَيْنِ وَاَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا-

৬৬৭৮ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)..... সাহ্ল ইব্ন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। আমি দু'জন (স্বামী-স্ত্রী) লি'আনকারীকে প্রত্যক্ষ করেছি, তাদের বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছিল। তখন আমার বয়স ছিল পনের বছর।

٦٦٧٩ حَدَّثَنِي يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَهْلٍ اَخِي بَنِي سَاعِدَةَ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اَرَاَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَاَتِهِ رَجُلاً اَيَقْتُلُهُ فَتَلاَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَاَنَا شَاهِدٌ-

৬৬৭৯ ইয়াহ্ইয়া (র).... সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রা) বনূ সাঈদার ভ্রাতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, এক আনসারী ব্যক্তি নবী ﷺ -এর নিকট এসে বলল, আপনার কি রায় ? যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে অন্য কোন পুরুষকে দেখতে পায় তাহলে কি সে তাকে হত্যা করবে? পরে সে ব্যক্তি ও তার স্ত্রীকে মসজিদে লি'আন করানো হয়েছিল, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম।

banglainternet.com

১. স্বামী বা স্ত্রীর একে অপরের প্রতি যিনার অভিযোগ উত্থাপন করলে শরীয়তসম্মত বিধান মুতাবিক উভয়কে যে কসম করানো হয় তাকে 'লি'আন' বলে।

٣٠٢٣ بَابُ مَنْ حَكَمَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حَدٍّ أَمَرَ أَنْ يُخْرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَيُقَامَ ، وَقَالَ عُمَرُ أَخْرِجَاهُ مِنَ الْمَسْجِدِ ، وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوُهُ

৩০২৩. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি মসজিদে বিচার করে। পরিশেষে যখন 'হদ' কার্যকর করার সময় হয়, তখন দণ্ডপ্রাপ্তকে মসজিদ থেকে বের করে হদ্‌ কার্যকর করার নির্দেশ দেয়। উমর (রা) বলেন, তোমরা দু'জন একে মসজিদ থেকে বাইরে নিয়ে যাও। আলী (রা) থেকেও এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

٦٦٨٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ . فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعًا قَالَ أَبِكَ جُنُونٌ ؟ قَالَ لاَ . قَالَ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ بِالْمُصَلَّى رَوَاهُ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرَّجْمِ-

৬৬৮০ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এল। তখন তিনি মসজিদে ছিলেন। লোকটি নবী ﷺ -কে ডেকে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি যিনা করে ফেলেছি। তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এভাবে সে যখন নিজের ব্যাপারে চারবার সাক্ষ্য প্রদান করল, তখন তিনি বললেন ঃ তুমি কি পাগল? লোকটি বলল, না। তখন তিনি বললেন ঃ একে নিয়ে যাও এবং রজম (পাথর মেরে হত্যা) কর। ইব্‌ন শিহাব বলেন, জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে যিনি শুনেছেন, তিনি আমাকে বলেছেন যে, যারা তাকে জানাযা পড়ার স্থানে নিয়ে রজম করেছিলেন আমি তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। ইউনুস, মা'মার ও ইব্‌ন জুরায়জ (র) জাবির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে রজম সম্পর্কে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣٠٢٤ بَابُ مَوْعِظَةِ الْإِمَامِ لِلْخُصُومِ

৩০২৪. অনুচ্ছেদ ঃ বিচারকের বিবদমান পক্ষকে উপদেশ দেয়া

٦٦٨١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ . فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ-

banglainternet.com

৬৬৮১ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র)......... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমিও মানুষ ছাড়া কিছু নই। তোমরা আমার কাছে বিবাদ নিয়ে এসে থাক। হয়ত তোমাদের

কেউ অন্যের তুলনায় প্রমাণ উপস্থাপনের ব্যাপারে অধিক স্পষ্টবাদী। আর আমি তো যেরূপ শুনি সে ভিত্তিতেই বিচার করে থাকি। সুতরাং আমি যদি কারোর জন্য তার অপর কোন ভাইয়ের হক সম্পর্কে কোন ফায়সালা দেই, তবে সে যেন তা গ্রহণ না করে। কেননা, আমি তার জন্য যে অংশ নির্ধারিত করলাম তা তো এক টুক্‌রা আগুন মাত্র।

٣٠٢٥ بَابُ الشَّهَادَةِ تَكُوْنُ عِنْدَ الْحَاكِمِ فِى وِلاَيَتِهِ الْقَضَاءِ اَوْ قَبْلَ ذٰلِكَ لِلْخَصْمِ ، وَقَالَ شُرَيْحٌ الْقَاضِىْ وَسَاَلَهُ انْسَانُ الشَّهَادَةَ فَقَالَ ائْتِ الْاَمِيْرَ حَتّٰى اَشْهَدَ لَكَ ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ قَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ لَوْ رَاَيْتَ رَجُلاً عَلٰى حَدِّ زِنًا اَوْ سَرِقَةٍ وَاَنْتَ اَمِيْرٌ، فَقَالَ شَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ، قَالَ صَدَقْتَ قَالَ عُمَرُ لَوْلاَ اَنْ يَقُوْلَ النَّاسُ زَادَ عُمَرُ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ لَكَتَبْتُ اٰيَةَ الرَّجْمِ بِيَدِىْ ، وَاَقَرَّ مَاعِزٌ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ اَرْبَعًا بِالزِّنَا فَاَمَرَ بِرَجْمِهِ ، وَلَمْ يُذْكَرْ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَشْهَدَ مَنْ حَضَرَهُ ، وَقَالَ حَمَّادٌ اِذَا اَقَرَّ مَرَّةً عِنْدَ الْحَاكِمِ رُجِمَ ، وَقَالَ الْحَكَمُ اَرْبَعًا

৩০২৫. অনুচ্ছেদ ঃ বিচারক নিজে বিবাদের সাক্ষী হলে, চাই তা বিচারকের পদে সমাসীন থাকাকালেই হোক কিংবা তার পূর্বে। বিচারক শুরায়হ্‌কে এক ব্যক্তি তার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার আবেদন করলে তিনি তাকে বললেন, তুমি শাসকের কাছে যাও, সেখানে আমি তোমার পক্ষে সাক্ষ্য দিব। ইক্‌রামা (র) বলেন যে, উমর (রা) আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা)-কে বললেন, যদি তুমি শাসক হও, আর তুমি নিজে কোন ব্যক্তিকে হদের কাজ যিনা বা চুরিতে লিপ্ত দেখ (তাহলে তুমি কি করবে?) উত্তরে তিনি বললেন (আপনি শাসক হওয়া সত্ত্বেও) আপনার সাক্ষ্য একজন সাধারণ মুসলমানের সাক্ষ্যের মতই। তিনি [উমর (রা)] বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ। উমর (রা)বলেন, যদি মানুষ এরূপ বলবে বলে আশংকা না হত যে, উমর আল্লাহ্‌র কিতাবে নিজের পক্ষ থেকে বৃদ্ধি করেছে, তাহলে আমি নিজ হাতে রজমের আয়াত লিখে দিতাম। মায়েয নবী ﷺ-এর কাছে চারবার যিনার কথা স্বীকার করেছিলেন; তখন তাকে রজম করার নির্দেশ দেন। আর এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় না যে, নবী ﷺ উপস্থিত ব্যক্তিদের থেকে সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন। হাম্মাদ (র) বলেন, বিচারকের নিকট কেউ একবার স্বীকার করলে তাকে রজম করা হবে। আর হাকাম (র) বলেন, চারবার স্বীকার করতে হবে

٦٦٨٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ مُحَمَّدٍ مَوْلٰى اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّ اَبَا قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ مَنْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلٰى قَتِيْلٍ قَتَلَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ فَقُمْتُ لِاَلْتَمِسَ بَيِّنَةً عَلٰى قَتِيْلٍ فَلَمْ اَرَ اَحَدًا يَشْهَدُ لِىْ فَجَلَسْتُ ثُمَّ بَدَالِىْ فَذَكَرْتُ اَمْرَهُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ سِلاَحُ هٰذَا الْقَتِيْلِ الَّذِىْ يَذْكُرُ عِنْدِىْ فَاَرْضِهِ مِنْهُ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ كَلاَّ لاَ تُعْطِهِ اُصَيْبِغَ مِنْ

banglainternet.com

قُرَيْشٍ وَتَدَعُ اَسَدًا مِنْ اُسْدِ اللّٰهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَدَّاهُ اِلَيَّ فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ خِرَافًا فَكَانَ اَوَّلَ مَالٍ تَاَثَّلْتُهُ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ عَنِ اللَّيْثِ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَاَدَّاهُ اِلَيَّ وَقَالَ اَهْلُ الْحِجَازِ الْحَاكِمُ لاَ يَقْضِيْ بِعِلْمِهِ شَهِدَ بِذٰلِكَ فِيْ وِلاَيَتِهِ اَوْ قَبْلَهَا وَلَوْ اَقَرَّ عِنْدَهُ خَصْمٌ اٰخَرُ بِحَقٍّ فِيْ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَاِنَّهُ لاَ يَقْضِيْ عَلَيْهِ فِيْ قَوْلِ بَعْضِهِمْ حَتّٰى يَدْعُوْ بِشَاهِدَيْنِ فَيُحْضِرُهُمَا اِقْرَارَهُ وَقَالَ بَعْضُ اَهْلِ الْعِرَاقِ مَا سَمِعَ اَوْ رَاٰهُ فِيْ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ قَضٰى بِهِ وَمَا كَانَ فِيْ غَيْرِهِ لَمْ يَقْضِ اِلاَّ بِشَاهِدَيْنِ ، وَقَالَ اٰخَرُوْنَ مِنْهُمْ بَلْ يَقْضِيْ بِهِ لاَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ وَاِنَّمَا يُرَادُ مِنَ الشَّهَادَةِ مَعْرِفَةُ الْحَقِّ فَعِلْمُهُ اَكْثَرُ مِنَ الشَّهَادَةِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَقْضِيْ بِعِلْمِهِ فِي الْاَمْوَالِ ، وَلاَ يَقْضِيْ فِيْ غَيْرِهَا ، وَقَالَ الْقَاسِمُ لاَ يَنْبَغِيْ لِلْحَاكِمِ اَنْ يَقْضِيَ قَضَاءً بِعِلْمِهِ دُوْنَ عِلْمِ غَيْرِهِ مَعَ اَنَّ عِلْمَهُ اَكْثَرُ مِنْ شَهَادَةِ غَيْرِهِ وَلٰكِنَّ فِيْهِ تَعَرُّضَ لِتُهْمَةِ نَفْسِهِ عِنْدَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاِيْقَاعًا لَهُمْ فِي الظُّنُوْنِ وَقَدْ كَرِهَ النَّبِيُّ ﷺ الظَّنَّ فَقَالَ اِنَّمَا هٰذِهِ صَفِيَّةُ-

৬৬৮২ কুতায়বা (র)..... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনায়নের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, শত্রুপক্ষের কোন নিহত ব্যক্তিকে হত্যা করার ব্যাপারে যার সাক্ষী আছে, সেই তার পরিত্যক্ত সম্পদ পাবে। (রাবী বলেন) আমি আমা কর্তৃক নিহত ব্যক্তির সাক্ষী তালাশ করতে দাঁড়ালাম। কিন্তু আমার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবে এমন কাউকে দেখতে পেলাম না, সুতরাং আমি বসে গেলাম। তারপর আমার খেয়াল হল। আমি তার হত্যার বিষয়টিকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করলাম। তখন তাঁর নিকট উপবিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে একজন বলল, যে নিহত ব্যক্তির আলোচনা হচ্ছে তার হাতিয়ার আমার কাছে রয়েছে। অতএব আপনি তাকে আমার পক্ষ হয়ে সন্তুষ্ট করে দিন। আবূ বকর (রা) বললেন, কখনো না। আপনি এই পাংশু কুরাইশকে কখনো দিবেন না। আল্লাহ্ ও রাসূলের পক্ষে যে আল্লাহর সিংহ (পুরুষ) যুদ্ধ করছে, তাকে আপনি বঞ্চিত করবেন। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিষয়টি অনুধাবন করলেন এবং তা (হাতিয়ার ইত্যাদি) আমাকে প্রদান করলেন। আমি তা দিয়ে একটি বাগান খরিদ করলাম। এটাই ছিল আমার প্রথম সম্পদ, যা আমি মূলধন হিসাবে সংরক্ষণ করেছিলাম। আবদুল্লাহ্ (র) লাইছের সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করতে فعلم رسول الله ﷺ (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিষয়টি অনুধাবন করলেন) এর স্থলে فقام النبى ﷺ (নবী ﷺ দাঁড়িয়ে গেলেন) বর্ণনা করেছেন। হিজাযের আলেমরা বলেন, শাসক তার জ্ঞানানুসারে বিচার করবে না, চাহে তা দায়িত্বকালে প্রত্যক্ষ করে থাকুক, কিংবা তার পূর্বেই। তাদের কারো কারো মতে যদি বাদী বিবাদীর কোন এক পক্ষ অপর পক্ষের হক সম্পর্কে বিচার চলাকালে তার সম্মুখেও স্বীকার করে তবুও তার ভিত্তিতে ফয়সালা করা যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত দু'জন সাক্ষী ডেকে সে ব্যক্তির স্বীকারোক্তির সময় তাদের উপস্থিত না রাখবেন। কোন কোন ইরাকী আলেম বলেন, বিচার চলাকালে যা কিছু শুনবে বা দেখবে সে ভিত্তিতে ফায়সালা করবে। তবে অন্য স্থানে যা কিছু শুনবে বা দেখবে দু'জন সাক্ষী ছাড়া ফায়সালা করতে পারবে না। তাদের অন্যরা বলেন বরং

banglainternet.com

সে ভিত্তিতে ফায়সালা করতে পারবে। কেননা সে তো বিশ্বস্ত। আর সাক্ষ্য গ্রহণের উদ্দেশ্য তো প্রকৃত সত্যকে অনুধাবন করা। সুতরাং তার জানা (সাক্ষীর) সাক্ষ্যের চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য। তাদের অন্য কেউ বলেন যে, মাল সংক্রান্ত বিষয়ে বিচারক তার নিজের জানার ভিত্তিতে ফায়সালা করবে। তবে অন্য ব্যাপারে নয়। কাসেম (র) বলেন যে, অন্যের সাক্ষ্য গ্রহণ ছাড়া শাসকের নিজের জ্ঞানানুসারে ফায়সালা করা উচিত নয়, যদিও তার জানা অন্যের সাক্ষীর চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য তবুও। এতে মুসলিম জনসাধারণের কাছে নিজেকে অপবাদের সম্মুখীন হতে হয় এবং তাদেরকে (মিথ্যা) সন্দেহে ফেলা হয়। কেননা নবী ﷺ সন্দেহ করাকে পছন্দ করতেন না। এজন্যেই তিনি পথচারীকে ডেকে বলে দিয়েছেন ঃ এ হচ্ছে (আমার স্ত্রী) সাফিয়্যা।

٦٦٨٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَتَتْهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ فَلَمَّا رَجَعَتِ انْطَلَقَ مَعَهَا فَمَرَّ بِهِ رَجُلاَنِ مِنَ الْاَنْصَارِ فَدَعَاهُمَا فَقَالَ اِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ فَقَالاَ سُبْحَانَ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ اٰدَمَ مَجْرَى الدَّمِ . رَوَاهُ شُعَيْبٌ وَابْنُ مُسَافِرٍ وَابْنُ اَبِي عَتِيْقٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ يَحْيٰى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ صَفِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৬৬৮৩ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র).... আলী ইব্ন হুসাইন (র) থেকে বর্ণিত। উম্মুল মু'মিনীন সাফিয়্যা বিন্ত হুয়াই (রা) নবী ﷺ-এর কাছে এসেছিলেন। যখন তিনি প্রত্যাবর্তন করছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাথে সাথে হাঁটছিলেন। এমতাবস্থায় দু'জন আনসারী ব্যক্তি তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রম করল। তিনি তাঁদেরকে ডাকলেন এবং বললেন ঃ এ হচ্ছে সাফিয়্যা। তাঁরা (অবাক হয়ে) বলল, সুবহানাল্লাহ্ (আমরা কি আপনার ব্যাপারে সন্দেহ করতে পারি?) তিনি বললেন ঃ শয়তান বনী আদমের ধমনীতে বিচরণ করে থাকে। শুআয়ব ..... সাফিয়্যা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣٠٢٦ بَابُ اَمْرِ الْوَالِي اِذَا وَجَّهَ اَمِيْرَيْنِ اِلَى مَوْضِعٍ اَنْ يَتَطَاوَعَا وَلاَ يَتَعَاصَيَا

৩০২৬. অনুচ্ছেদ ঃ দু'জন আমীরের প্রতি শাসনকর্তার নির্দেশ, যখন তাদের কোন স্থানের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয় যেন তারা পরস্পরকে মেনে চলে, বিরোধিতা না করে

٦٦٨٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِي بُرْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ اَبِي وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرَا وَتَطَاوَعَا فَقَالَ لَهُ اَبُوْ مُوْسٰى اِنَّهُ يُصْنَعُ بِاَرْضِنَا الْبِتْعُ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ . وَقَالَ النَّضْرُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَيَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ وَوَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

banglainternet.com

৬৬৮৪ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) ..... আবূ বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমার পিতা ও মু'আয ইব্ন জাবালকে ইয়ামানে পাঠালেন। তখন তিনি বললেন, তোমরা সহজ আচরণ করো,

কঠোরতা প্রদর্শন করো না, তাদের সুসংবাদ শোনাও, ভীতি প্রদর্শন করো না এবং একে অপরকে মেনে চলো। তখন আবূ মূসা (রা) তাঁকে বললেন, আমাদের দেশে 'বিত্' নামক এক প্রকার পানীয় প্রস্তুত করা হয় (যা মধুর সিরকা থেকে তৈরি)। উত্তরে তিনি বললেন ঃ প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুই হারাম। নাযর, আবূ দাউদ, ইয়াযিদ ইব্ন হারুন, ওকী (র)..... সাঈদ-এর দাদা আবূ মূসা (রা) সূত্রে এ হাদীসটি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

٢٠٢٧ بَابُ اِجَابَةِ الْحَاكِمِ الدَّعْوَةَ : وَقَدْ اَجَابَ عُثْمَانُ عَبْدً لِلْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ

৩০২৭. অনুচ্ছেদ ঃ প্রশাসকের দাওয়াত কবূল করা। উসমান (রা) মুগীরা ইব্ন শুবা (রা)-র গোলামের দাওয়াত কবূল করেছিলেন

٦٦٨٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُوْرٌ عَنْ اَبِي وَائِلٍ عَنْ اَبِي مُوْسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : فُكُّوا الْعَانِيَ ، وَاَجِيْبُوْا الدَّاعِيَ-

৬৬৮৫ মুসাদ্দাদ (র) ...... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ বন্দীদের মুক্ত কর, আর দাওয়াতকারীর দাওয়াত কবূল কর।

٢٠٢٨ بَابُ هَدَايَا الْعُمَّالِ

৩০২৮. অনুচ্ছেদ ঃ কর্মকর্তাদের হাদিয়া গ্রহণ করা

٦٦٨٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً مِنْ بَنِي اَسَدٍ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى صَدَقَةٍ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هٰذَا لَكُمْ وَهٰذَا اُهْدِيَ لِيْ . فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ ، قَالَ سُفْيَانُ اَيْضًا فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأْتِي يَقُوْلُ هٰذَا لَكَ وَهٰذَا لِي فَهَلاَّ جَلَسَ فِي بَيْتِ اَبِيْهِ اَوْ اُمِّهِ فَيَنْظُرُ اَيُهْدٰى لَهُ اَمْ لاَ وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ لاَ يَأْتِي بِشَيْءٍ اِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلٰى رَقَبَتِهِ اِنْ كَانَ بَعِيْرًا لَهُ رُغَاءٌ اَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ اَوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى رَاَيْنَا عُفْرَتَيْ اِبْطَيْهِ اَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاَثًا وَقَالَ سُفْيَانُ قَصَّهُ عَلَيْنَا الزُّهْرِيُّ ، وَزَادَ هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعَ اُذُنَايَ ، وَاَبْصَرَتْهُ عَيْنِيْ ، وَسَلُوْا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَاِنَّهُ سَمِعَهُ مَعِيْ وَلَمْ يَقُلِ الزُّهْرِيُّ سَمِعَ اُذُنِيْ خُوَارٌ صَوْتٌ وَالْجُوَارُ مِنْ يَجْأَرُوْنَ كَصَوْتِ الْبَقَرَةِ-

banglainternet.com

৬৬৮৬ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) .... আবূ হুমায়দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী ﷺ বনী আসাদ গোত্রের ইব্ন লুতাবিয়্যা নামক জনৈক ব্যক্তিকে যাকাত আদায়ের জন্য কর্মচারী বানালেন।

সে যখন ফিরে আসল, তখন বলল, এগুলো আপনাদের। আর এগুলো আমাকে হাদিয়া দেওয়া হয়েছে। এ কথা শোনার পর নবী ﷺ মিম্বরের উপর দাঁড়ালেন। সুফিয়ান কখনো বলেন, তিনি মিম্বরের উপর আরোহণ করলেন এবং আল্লাহ্‌র হামদ ও সানা বর্ণনা করলেন। এরপর বললেন ঃ কর্মকর্তার কি হল! আমি তাকে প্রেরণ করি, তারপর সে ফিরে এসে বলল, এগুলো আপনার, আর এগুলো আমার। সে তার বাপের বাড়ি কিংবা মায়ের বাড়িতে বসে থেকে দেখত যে, তাকে হাদিয়া দেওয়া হয় কিনা? যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! যা কিছুই সে (অবৈধভাবে) গ্রহণ করবে, কিয়ামতের দিন তা কাঁধে বহন করে নিয়ে উপস্থিত হবে। যদি উট হয়, তাহলে তা চিৎকার করবে, যদি গাভী হয় তাহলে তা হাম্বা হাম্বা করবে, অথবা যদি বকরী হয় তাহলে তা ভ্যাঁ ভ্যাঁ করবে। তারপর তিনি উভয় হাত উঠালেন। এমনকি আমরা তাঁর উভয় বগলের শুভ্র ঔজ্জ্বল্য দেখতে পেলাম। তারপর বললেন, শোন! আমি কি আল্লাহ্‌র হুকুম পৌঁছে দিয়েছি? এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন। সুফিয়ান বলেন, আমাদের কাছে যুহ্‌রী এ রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। তবে হিশাম তার পিতার সূত্রে আবূ হুমায়দ থেকে বর্ণনা করতে আর একটু বাড়িয়ে বলেছেন যে, তিনি (আবূ হুমায়দ) বলেছেন, আমার উভয় কান তা শুনেছে এবং দু'চোখ তা দেখেছে। যায়িদ ইব্‌ন সাবিতকে জিজ্ঞাসা কর, সেও আমার সাথে শুনেছিল। আমি বললাম, "উভয় কান শুনেছে এবং দু'চোখ তাকে দেখেছে।" যুহ্‌রী এ কথা বলেননি। [বুখারী (র) বলেন] خوار বলা হয় শব্দকে। আর جؤار থেকে يجرءون গরুর আওয়াজের মত চিৎকার করা।

٣٠٢٩ بَابُ اسْتِقْضَاءِ الْمَوَالِي وَاسْتِعْمَالِهِمْ

৩০২৯. অনুচ্ছেদ ঃ আযাদকৃত ক্রীতদাসকে বিচারক কিংবা প্রশাসক নিযুক্ত করা

٦٦٨٧ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ اَنَّ نَافِعًا اَخْبَرَهُ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ اَخْبَرَهُ قَالَ كَانَ سَالِمٌ مَوْلَى اَبِي حُذَيْفَةَ يَؤُمُّ الْمُهَاجِرِيْنَ الْاَوَّلِيْنَ وَاَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ فِيْهِمْ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَاَبُوْ سَلَمَةَ وَزَيْدٌ وَعَامِرُ بْنُ رَبِيْعَةَ-

৬৬৮৭ উসমান ইব্‌ন সালিহ (র)..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুযায়ফার আযাদকৃত দাস সালিম (রা) মসজিদে কুবাতে প্রথম সারির মুহাজেরীন ও নবী ﷺ এর সাহাবীদের ইমামতি করতেন। তাদের মাঝে আবূ বকর, উমর, আবূ সালামা, যায়িদ ও আমির ইব্‌ন রাবীআ (রা) ছিলেন।

٣٠٣٠ بَابُ الْعُرَفَاءِ لِلنَّاسِ

৩০৩০. অনুচ্ছেদ ঃ লোকের জন্য প্রতিনিধি থাকা

٦٦٨٨ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِي اُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَمِّهِ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اَخْبَرَاهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ حِيْنَ اَذَنَ لَهُمُ الْمُسْلِمُوْنَ فِي عِتْقِ سَبْيِ هَوَازِنَ اِنِّي لَا اَدْرِي مَنْ اَذَنَ مِنْكُمْ مِمَّنْ لَمْ يَاْذَنْ فَارْجِعُوْا حَتّٰى يَرْفَعَ اِلَيْنَا

banglainternet.com

عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ . فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ . فَرَجَعُوْا إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَأَخْبَرُوْهُ أَنَّ النَّاسَ قَدْ طَيَّبُوْا وَأَذِنُوْا-

৬৬৮৮ ইসমাঈল ইব্‌ন আবূ ওয়ায়স (র) ..... উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, মারওয়ান ইব্‌ন হাকাম ও মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামা (রা) তার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, হাওয়াযেনের বন্দীদেরকে আযাদ করে দেওয়ার ব্যাপারে মুসলমানরা যখন সর্বসম্মতিতে এসে অনুমতি দিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কে অনুমতি দিয়েছ, আর কে দাওনি, তা আমি বুঝতে পারিনি। অতএব তোমরা ফিরে যাও, তোমাদের প্রতিনিধিরা তোমাদের মতামত নিয়ে আমার কাছে আসবে। লোকেরা ফিরে গেল এবং তাদের প্রতিনিধিরা তাদের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করল। পরে তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট ফিরে এসে জানাল যে, লোকেরা খুশী মনে অনুমতি দিয়েছে।

٣٠٣١ بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ثَنَاءِ السُّلْطَانِ ، وَإِذَا خَرَجَ قَالَ غَيْرَ ذٰلِكَ

৩০৩১. অনুচ্ছেদ ঃ শাসকের প্রশংসা করা এবং তার নিকট থেকে বেরিয়ে এলে তার বিপরীত কিছু বলা নিন্দনীয়

٦٦٨٩ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ أُنَاسٌ لِابْنِ عُمَرَ إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى سُلْطَانِنَا فَنَقُوْلُ لَهُمْ بِخِلَافِ مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ قَالَ كُنَّا نَعُدُّ هٰذَا نِفَاقًا-

৬৬৮৯ আবূ নুআয়ম (র) ..... মুহাম্মদ ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর তার পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কতিপয় লোক ইব্‌ন উমর (রা)-কে বলল, আমাদের শাসকের নিকট গিয়ে তার এমন কিছু গুণগান করি, যা তার দরবার থেকে বাইরে আসার পর করি তার চেয়ে ভিন্নতর। এ কথা শুনে তিনি বললেন, আমরা এটাকেই নিফাক মনে করতাম।

٦٦٩٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ-

৬৬৯০ কুতায়বা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন। দ্বীমুখী লোকেরা সবচাইতে নিকৃষ্ট, যারা এদের কাছে এক চেহারা নিয়ে উপস্থিত হয় আবার ওদের কাছে আর এক চেহারা নিয়ে উপস্থিত হয়।

banglainternet.com

٣٠٣٢ بَابُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ

৩০৩২. অনুচ্ছেদ ঃ অনুপস্থিত ব্যক্তির বিচার

٦٦٩١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ كَثِيْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ هِنْدَ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ فَاَحْتَاجُ اَنْ اٰخُذَ مِنْ مَالِهِ قَالَ خُذِيْ مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ-

৬৬৯১ মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসীর (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, হিন্দা (রা) নবী ﷺ -কে বলল, আবূ সুফিয়ান (রা) বড়ই কৃপণ ব্যক্তি। অতএব (তার অগোচরে) তার সম্পদ থেকে কিছু নিতে আমি বাধ্য হয়ে পড়ি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমার ও সন্তানের যতটুকু প্রয়োজন হয় ন্যায়সঙ্গতভাবে সেই পরিমাণ নিতে পার।

٣٠٣٣ بَابُ مَنْ قُضِيَ لَهُ بِحَقِّ اَخِيْهِ فَلاَ يَاْخُذْهُ فَاِنَّ قَضَاءَ لِلْحَاكِمِ لاَيُحِلُّ حَرَامًا وَلاَ يُحَرِّمُ حَلاَلاً

৩০৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ যার জন্য বিচারক, তার ভাই-এর হক (প্রাপ্য) প্রদান করে, সে যেন তা গ্রহণ না করে। কেননা, বিচারকের ফায়সালা হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম করতে পারে না

٦٦٩٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الاُوَيْسِي حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ اَبِي سَلَمَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَتْهَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ سَمِعَ خُصُوْمَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ اِلَيْهِمْ فَقَالَ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ وَاِنَّهُ يَاْتِيْنِي الْخَصْمُ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ اَنْ يَكُوْنَ اَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَاَحْسِبُ اَنَّهُ صَادِقٌ فَاَقْضِيَ لَهُ بِذٰلِكَ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَاِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَاْخُذْهَا اَوْ لِيَتْرُكْهَا-

৬৬৯২ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) ..... যায়নাব বিন্‌ত আবূ সালামা (র) বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী উম্মে সালামা (রা) নবী ﷺ থেকে তার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, একদা তিনি তাঁর হুজরার দরজায় বাদানুবাদের শব্দ শুনতে পেলেন। এরপর তিনি তাদের কাছে এসে বললেন, আমি তো একজন মানুষ। আমার নিকট বাদী-বিবাদীরা আসে। হয়ত তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অন্যের তুলনায় বাকপটু থাকে। আমি তার কথায় হয়ত তাকে সত্যবাদী মনে করি। অতএব আমি তার পক্ষে ফায়সালা করি। কিন্তু আমি যদি অপর কোন মুসলমানের হক কারো জন্য ফায়সালা করি, তাহলে সেটা এক খণ্ড আগুন ছাড়া আর কিছু নয়। অতএব সে চাহে তা গ্রহণ করুক অথবা তা বর্জন করুক।

٦٦٩٣ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ عُتْبَةُ بْنُ اَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ اِلَى اَخِيْهِ سَعْدِ بْنِ اَبِي وَقَّاصٍ اَنَّ ابْنَ وَلِيْدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي فَاقْبِضْهُ اِلَيْكَ ، فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ اَخَذَهُ سَعْدٌ

banglainternet.com

فَقَالَ اِنَّ اَخِى قَدْ كَانَ عَهِدَ اِلَىَّ فِيْهِ فَقَامَ اِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ اَخِى وَابْنُ وَلِيْدَةِ اَبِى وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ابْنُ اَخِى كَانَ عَهِدَ اِلَىَّ فِيْهِ . وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ اَخِى وَابْنُ وَلِيْدَةِ اَبِى وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ . وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ . ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ اِحْتَجِبِى مِنْهُ لِمَا رَاَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ فَمَا رَاَهَا حَتّٰى لَقِىَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ-

৬৬৯৩ ইসমাঈল (র) ..... নবী ﷺ পত্নী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উত্‌বা ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস তাঁর ভাই সাদ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাসকে এ মর্মে ওসিয়ত করেন যে, যাম্‌আ-এর বাঁদীর গর্ভজাত সন্তানটি আমার ঔরস থেকে জন্মলাভ করেছে। অতএব তাকে তুমি তোমার তত্ত্বাবধানে নিয়ে এসো। মক্কা বিজয়ের বছর সাদ (রা) তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ধরলেন এবং বললেন, আমার ভাই এ ছেলের ব্যাপারে আমাকে ওসিয়ত করেছিলেন। আবদ ইব্‌ন যামআ দাঁড়িয়ে বলল, এ আমার ভাই, আমার পিতার বাঁদীর গর্ভজাত সন্তান। আমার পিতার ঔরসে তার জন্ম। তারপর তারা উভয়েই বিষয়টি নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে বিচার প্রার্থী হলেন। সাদ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ আমার ভাইয়ের ছেলে। আমার ভাই এ সম্পর্কে আমাকে ওসিয়ত করে গেছেন। আবদ ইব্‌ন যামআ বলল, এ আমার ভাই, আমার পিতার বাঁদীর গর্ভজাত সন্তান। আমার পিতার ঔরসেই তার জন্ম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হে আবদ ইব্‌ন যামআ! এ তোমারই। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ সন্তান বিছানার মালিকেরই আর ব্যভিচারীর জন্য পাথর। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উত্‌বার সাথে এ ছেলেটির সাদৃশ্য লক্ষ্য করার কারণে, সাওদা বিনত যামআ (রা)-কে বললেন ঃ এর থেকে পর্দা করে চলো। সে জন্য মৃত্যুর পূর্বে সে ছেলে সাওদাকে কোন দিন দেখতে পায়নি।

٣٠٣٤ بَابُ الْحُكْمِ فِى الْبِئْرِ وَنَحْوِهِ

৩০৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ কূয়া ইত্যাদি সংক্রান্ত বিচার

٦٦٩٤ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ وَالْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَا يَحْلِفُ اَحَدٌ عَلٰى يَمِيْنِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ مَالاً وَهُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ اِلاَّ لَقِىَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ الْاٰيَةَ فَجَاءَ الْاَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ يُحَدِّثُهُمْ فَقَالَ فِىَّ نَزَلَتْ وَفِى رَجُلٍ خَاصَمْتُهُ فِى بِئْرٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلَكَ بَيِّنَةٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَلْيَحْلِفْ قُلْتُ اِذَنْ يَحْلِفُ فَنَزَلَتْ : اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ اَيْمَانِهِمْ الْاٰيَةَ-

banglainternet.com

৬৬৯৪ ইসহাক ইব্ন নাসর (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মাল আত্মসাৎ করার জন্য মিথ্যা কসম করে, সে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তিনি তার প্রতি ভীষণ রাগান্বিত থাকবেন। এ মর্মে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেছেন ঃ "যারা আল্লাহ্র সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে। (৩ ঃ ৭৭) যখন আবদুল্লাহ্ (রা) তাদেরকে হাদীস বর্ণনা করছিলেন, তখন আশআছ ইব্ন কায়স (রা) এলেন এবং বললেন যে এই আয়াতই আমি ও অপর একটি লোক সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। একটি কূয়ার বিষয়ে যার সাথে আমি বিবাদ করেছিলাম। নবী ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তোমার কাছে প্রমাণ আছে কি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন ঃ তাহলে সে কসম করুক। আমি বললাম, সে কসম খাবেই। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ যারা আল্লাহ্র সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে ..... (৩ ঃ ৭৭)।

٣٠٣٥ بَابُ الْقَضَاءُ فِي قَلِيْلِ الْمَالِ كَثِيْرِهِ سَوَاءٌ وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ الْقَضَاءُ فِي قَلِيْلِ الْمَالِ وَكَثِيْرِهِ سَوَاءٌ

৩০৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ মাল অল্প হোক আর অধিক, এর বিচার একই। ইব্ন উয়ায়না ইব্ন শুবরুমা-এর সূত্রে বলেন যে, অল্প সম্পদ ও অধিক সম্পদের বিচারের বিধান একই

٦٦٩٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ اَبِي سَلَمَةَ اَخْبَرَتْهُ عَنْ اُمِّهَا اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ جَلَبَةَ خِصَامٍ عِنْدَ بَابِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ وَاِنَّهُ يَاْتِيْنِي الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَا اَنْ يَكُوْنَ اَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ اَقْضِيَ لَهُ بِذٰلِكَ وَاَحْسِبُ اَنَّهُ صَادِقٌ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَاِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَاْخُذْهَا اَوْ لِيَدَعْهَا-

৬৬৯৫ আবুল ইয়ামন (র)..... উম্মু সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁর দরজার পাশে ঝগড়ার শোরগোল শুনতে পেলেন। তাই তিনি তাদের কাছে বেরিয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ আমি তো একজন মানুষ। বিবদমান ব্যক্তিরা ফায়সালার জন্য আমার নিকট আসে। হয়ত তাদের কেউ অন্যের তুলনায় অধিক বাকপটু। আমি তার কথার ভিত্তিতে তার পক্ষে ফায়সালা করি এবং আমি মনে করি সে সত্যবাদী। সুতরাং আমি যদি কাউকে অন্য মুসলমানের হকের সাথে ফায়সালা করে দেই তাহলে তা (তার জন্য) একখণ্ড আগুন ছাড়া কিছু নয়। সুতরাং সে চাহে তা গ্রহণ করুক অথবা ছেড়ে দিক।

٣٠٣٦ بَابُ بَيْعِ الْاِمَامِ عَلَى النَّاسِ اَمْوَالَهُمْ وَضِيَاعِهِمْ وَقَدْ بَاعَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ نُعَيْمِ بْنِ النَّحَّامِ-

banglainternet.com

৩০৩৬. অনুচ্ছেদঃ ইমাম কর্তৃক লোকের মাল ও ভূসম্পদ বিক্রি করা। নবী ﷺ নুআয়ম ইব্ন নাহ্হামের পক্ষে বিক্রি করেছেন

٦٦٩٦ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ ابْنُ كُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ اَنَّ رَجُلاً مِنْ اَصْحَابِهِ اَعْتَقَ غُلاَمًا عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَاعَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ اَرْسَلَ بِثَمَنِهِ اِلَيْهِ-

৬৬৯৬ ইব্‌ন নুমায়র (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর কাছে সংবাদ পৌঁছল যে, তাঁর সাহাবীদের একজন তার গোলামকে মৃত্যুর পরে কার্যকর হবে এই শর্তে আযাদ করলেন। অথচ তাঁর এ ছাড়া আর কোন মাল ছিল না। নবী ﷺ সে গোলামটিকে আটশ' দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দেন এবং প্রাপ্তমূল্য তার নিকট পাঠিয়ে দেন।

٣٠٣٧ بَابُ مَنْ لَمْ يَكْتَرِثْ لِطَعْنِ مَنْ لاَ يَعْلَمُ فِى الْاُمَرَاءِ

৩০৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ না জেনে যে ব্যক্তি আমীরের সমালোচনা করে, তার সমালোচনা গ্রহণযোগ্য নয়

٦٦٩٧ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْثًا وَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ اُسَامَةَ ابْنَ زَيْدٍ فَطَعَنَ فِى اِمَارَتِهِ وَقَالَ اِنْ تَطْعَنُوْا فِى اِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُوْنَ فِى اِمَارَةِ اَبِيْهِ مِنْ قَبْلِهِ وَاَيْمُ اللّٰهِ اِنْ كَانَ خَلِيْقًا لِلْاِمْرَةِ وَاِنْ كَانَ لَمِنْ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَىَّ، وَاِنَّ هٰذَا لَمِنْ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَىَّ بَعْدَهُ-

৬৬৯৭ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র).....ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেনাদল প্রেরণ করেন এবং উসামা ইব্‌ন যায়িদ (রা)-কে তাঁদের আমীর নিযুক্ত করেন। কিন্তু তার নেতৃত্বের ব্যাপারে সমালোচনা করা হল। তখন তিনি বললেন ঃ তোমরা যদি তার নেতৃত্বের সমালোচনা কর, তোমরা ইতিপূর্বে তার পিতার নেতৃত্বেরও সমালোচনা করেছিলে। আল্লাহ্‌র কসম! সে নেতৃত্বের উপযুক্ত ছিল। আর সে ছিল আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয়। আর তারপরে এ হল আমার কাছে সবচাইতে প্রিয়।

٣٠٣٨ بَابُ الاَلَدُّ الْخَصِمُ وَهُوَ الدَّائِمُ فِى الْخُصُوْمَةِ لُدًّا عُوْجًا

৩০৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ অত্যন্ত ঝগড়াটে সে, যে সর্বক্ষণ ঝগড়ায় লিপ্ত থাকে। عُوْجًا لُدًّا অর্থ বক্রতা

٦٦٩٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِى مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَبْغَضَ الرِّجَالِ اِلَى اللّٰهِ الاَلَدُّ الْخَصِمُ-

banglainternet.com

৬৬৯৮ মুসাদ্দাদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র কাছে সবচাইতে ঘৃণ্য ব্যক্তি হল সে, যে সর্বক্ষণ ঝগড়ায় লিপ্ত থাকে।

٣٠٣٩ بَابُ اِذَا قَضَى الْحَاكِمُ بِجَوْرٍ اَوْ خِلاَفِ اَهْلِ الْعِلْمِ فَهُوَ رَدٌّ

৩০৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ বিচারক যদি রায় প্রদানের ক্ষেত্রে অবিচার করেন কিংবা আহলে ইল্‌মের মতামতের উল্টো ফায়সালা প্রদান করেন তাহলে তা গ্রহণযোগ্য নয়

٦٦٩٩ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَالِدًا وَحَدَّثَنِي نُعَيْمٌ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ اِلَى بَنِي جَذِيْمَةَ فَلَمْ يُحْسِنُوْا اَنْ يَقُوْلُوْا اَسْلَمْنَا فَقَالُوْا صَبَاْنَا صَبَاْنَا فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ وَيَاْسِرُ وَدَفَعَ اِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا اَسِيْرَهُ وَاَمَرَ كُلَّ رَجُلٍ مِنَّا اَنْ يَقْتُلَ اَسِيْرَهُ فَقُلْتُ وَاللّٰهِ لاَ اَقْتُلُ اَسِيْرِي وَلاَ يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِي اَسِيْرَهُ فَذَكَرْنَا ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَبْرَاُ اِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ مَرَّتَيْنِ-

৬৬৯৯ মাহমূদ ও নুআয়ম (র)..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদকে জাযীমা গোত্রের দিকে প্রেরণ করলেন। কিন্তু তারা উত্তমরূপে "আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি" কথাটি বলতে পারল না। বরং বলল, 'সাবানা' 'সাবানা' (আমরা পুরাতন ধর্ম ত্যাগ করে নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছি)। এরপর খালিদ তাদের হত্যা ও বন্দী করতে শুরু করলেন। আর আমাদের প্রত্যেকের কাছে বন্দী হাওয়ালা করলেন এবং প্রত্যেককে নিজ বন্দীকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। আমি বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! আমি আমার বন্দীকে হত্যা করব না এবং আমার সঙ্গীদের কেউ তার বন্দীকে হত্যা করবে না। এরপর এ ঘটনা আমরা নবী ﷺ -এর কাছে বর্ণনা করলাম। তখন তিনি বললেন ঃ ইয়া আল্লাহ্‌! খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ যা করেছে তা থেকে আমি আপনার অব্যাহতি কামনা করছি। এ কথাটি তিনি দু'বার বললেন।

٣٠٤٠ بَابُ الاِمَامِ يَاْتِي قَوْمًا فَيُصْلِحُ بَيْنَهُمْ

৩০৪০. অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের কোন গোত্রের কাছে গিয়ে তাদের মধ্যে নিষ্পত্তি করে দেওয়া

٦٧٠٠ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَازِمٍ الْمَدِيْنِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ بَنِي عَمْرٍو فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ اَتَاهُمْ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ يَابِلاَلُ اِنَّ حَضَرَتْ الصَّلٰوةُ وَلَمْ اٰتِكَ فَمُرْ اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ . فَلَمَّا حَضَرَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَاَذَّنَ بِلاَلٌ وَاَقَامَ وَاَمَرَ اَبَا بَكْرٍ فَتَقَدَّمَ وَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ فِي الصَّلاَةِ فَشَقَّ النَّاسَ حَتّٰى قَامَ خَلْفَ اَبِي بَكْرٍ فَتَقَدَّمَ فِي الصَّفِّ الَّذِي يَلِيْهِ قَالَ وَصَفَّحَ الْقَوْمُ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ اِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ لَمْ يَلْتَفِتْ حَتّٰى يَفْرُغَ . فَلَمَّا رَاَى التَّصْفِيْحَ لاَ يُمْسِكُ عَلَيْهِ الْتَفَتَ فَرَاَى النَّبِيَّ ﷺ خَلْفَهُ فَاَوْمَا

banglainternet.com

إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ أَنْ أَمْضِهْ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ هٰكَذَا وَلَبِثَ أَبُوْ بَكْرٍ هُنَيَّةً يَحْمَدُ اللّٰهَ عَلٰى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ مَشَى الْقَهْقَرٰى فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ ﷺ ذٰلِكَ تَقَدَّمَ فَصَلّٰى بِالنَّاسِ فَلَمَّا قَضٰى صَلَاتَهُ قَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ إِذْ أَوْمَأْتُ إِلَيْكَ لَا تَكُوْنَ مَضَيْتَ ؟ قَالَ لَمْ يَكُنْ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَؤُمَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَالَ لِلْقَوْمِ إِذَا أَمَرٌ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَالْتُصَفِّحِ النِّسَاءُ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ لَمْ يَقُلْ هٰذَا الْحَرْفَ غَيْرُ حَمَّادٍ يَا بِلَالُ فَقَاأَبَابَكْرٍ رَابَكُمْ-

৬৭০০ আবূ নুমান (র) ......সাহ্‌ল ইব্‌ন সাদ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী আমের গোত্রে (আত্মঘাতী) সংঘর্ষ ছিল। নবী ﷺ-এর কাছে এ সংবাদ পৌছল। তিনি যুহরের নামায আদায় করার পর তাদের মধ্যে মিমাংসা করার জন্য আসলেন। (আসার সময়) তিনি বিলালকে বললেন ঃ যদি নামাযের সময় হয়ে যায় আর আমি এসে না পৌছি, তাহলে আবূ বকরকে বলবে, সে যেন লোকদের নিয়ে নামায আদায় করে। যখন আসরের সময় হল, বিলাল (রা) আযান দিলেন। অতঃপর ইকামত দিয়ে আবূ বকরকে নামায আদায় করতে বললেন। আবূ বকর (রা) সামনে গেলেন। আবূ বকর (রা)-এর নামাযরত অবস্থায়ই নবী ﷺ এলেন এবং মানুষকে ফাঁক করে আবূ বকরের পিছনে দাঁড়ালেন। অর্থাৎ আবূ বকরের সংলগ্ন কাতার পর্যন্ত অগ্রসর হলেন। রাবী বলেন, লোকেরা হাততালি দিল। তিনি আরও বলেন যে, আবূ বকর (রা) যখন নামায শুরু করতেন, তখন নামায শেষ না হওয়া পর্যন্ত এদিক-সেদিক তাকাতেন না। তিনি যখন দেখলেন যে, হাততালি বন্ধ হচ্ছে না তখন তিনি তাকালেন এবং নবী ﷺ-কে তাঁর পিছনে দেখতে পেলেন। নবী ﷺ হাতের ইশারায় তাকে নামায পূর্ণ করতে বললেন এবং যেভাবে আছেন সে ভাবেই থাকতে বললেন। আবূ বকর (রা) কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন এবং নবী ﷺ-এর নির্দেশের উপর আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন। এরপর পিছনে সরে আসলেন। নবী ﷺ এ অবস্থা দেখে সামনে গেলেন এবং লোকদের নিয়ে নামায আদায় করলেন। যখন নামায শেষ হল, তখন তিনি আবূ বকরকে বললেন ঃ আমি যখন তোমাকে ইশারা করলাম, তখন তোমায় কি জিনিস বাধা দিল যে, তুমি নামায পূর্ণ করলে না। তিনি বললেন, নবী ﷺ-এর ইমামত করার দুঃসাহস ইব্‌ন আবূ কুহাফার কখনই নেই। এরপর তিনি লোকদের বললেন ঃ নামাযে তোমাদের কোনরূপ জটিলতা সৃষ্টি হলে পুরুষরা 'সুবহানাল্লাহ্‌' বলবে আর নারীরা হাতের উপর হাত মেরে আওয়ায দেবে। আবূ আবদুল্লাহ্‌ (বুখারী) (র) বলেন, يَا بِلَالُ مُرْ أَبَابَكْرٍ বাক্যটি হাম্মাদ ব্যতীত অন্য কোন রাবী বলেনি।

٣٠٤١ بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْكَاتِبِ أَنْ يَكُوْنَ أَمِيْنًا عَاقِلًا

৩০৪১. অনুচ্ছেদ ঃ লিপিবদ্ধকারীকে আমানতদার ও বুদ্ধিমান হওয়া বাঞ্ছনীয়

banglainternet.com

٦٧٠١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ أَبُوْ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ بَعَثَ إِلَيَّ أَبُوْ بَكْرٍ لِمَقْتَلِ أَهْلِ الْيَمَامَةِ

وَعِنْدَهُ عُمَرُ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اِنَّ عُمَرَ اَتَانِى فَقَالَ اِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِقُرَّاءِ الْقُرْاٰنِ ، وَاِنِّى اَخْشَى اَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِقُرَّاءِ الْقُرْاٰنِ فِى الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا فَيَذْهَبَ قُرْاٰنٌ كَثِيْرٌ ، وَاِنِّىْ اَرَى اَنْ تَاْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْاٰنِ ، قُلْتُ كَيْفَ اَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ هُوَ وَاللّٰهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِى فِى ذٰلِكَ حَتّٰى شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرِى لِلَّذِى شَرَحَ لَهُ صَدْرَ عُمَرَ ، وَرَاَيْتُ فِى ذٰلِكَ الَّذِى رَاٰى عُمَرُ قَالَ زَيْدٌ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَاِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ لَا نَتَّهِمُكَ قَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْىَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتَتَبَّعِ الْقُرْاٰنَ وَاجْمَعْهُ قَالَ زَيْدٌ فَوَاللّٰهِ لَوْ كَلَّفَنِى نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ بِاَثْقَلَ عَلَىَّ مِمَّا كَلَّفَنِى مِنْ جَمْعِ الْقُرْاٰنِ ، قُلْتُ كَيْفَ تَفْعَلَانِ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ هُوَ وَاللّٰهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ يُحِثُّ مُرَاجَعَتِى حَتّٰى شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرِىْ لِلَّذِى شَرَحَ لَهُ صَدْرَ اَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ وَرَاَيْتُ فِى ذٰلِكَ الَّذِى رَاَيَا فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْاٰنَ اَجْمَعُهُ مِنَ الْعُسُبِ وَالرِّقَاعِ وَاللِّخَافِ وَصُدُوْرِ الرِّجَالِ فَوَجَدْتُ فِى اٰخِرِ سُوْرَةِ التَّوْبَةِ : لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اِلٰى اٰخِرِهَا مَعَ خُزَيْمَةَ اَوْ اَبِى خُزَيْمَةَ فَاَلْحَقْتُهَا فِى سُوْرَتِهَا ، وَكَانَتِ الصُّحُفُ عِنْدَ اَبِى بَكْرٍ حَيَاتَهُ حَتّٰى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَيَاتَهُ حَتّٰى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ اللِّخَافُ يَعْنِى الْخَزَفَ-

৬৭০১ আবূ সাবিত মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ (র) ..... যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আবূ বকর (রা) আমার নিকট লোক পাঠালেন, ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদত বরণকারীদের কারণে তখন তাঁর কাছে উমর (রা)-ও উপস্থিত ছিলেন। আবূ বকর (রা) বললেন, উমর (রা) আমার কাছে এসে বলেছেন যে, কুরআনের বহু সংখ্যক হাফিয ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। এজন্য আমার ভয় হচ্ছে যে, আরো অনেক স্থানে যদি কুরআনের হাফিযগণ এরূপ ব্যাপক হারে শহীদ হন তাহলে কুরআনের বহু অংশ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সুতরাং আমি মনে করি যে, আপনি কুরআন সংকলনের নির্দেশ দিন। আমি বললাম, কি করে আমি এমন কাজ করব যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ করেননি। উমর (রা) বললেন, আল্লাহ্র কসম! এটা একটা ভাল কাজ। উমর (রা) আমাকে এ ব্যাপারে বারবার বলছিলেন। এক পর্যায়ে আল্লাহ্ তা'আলা এ বিষয়ে আমার অন্তরে প্রশান্তি দান করলেন। যে বিষয়ে তিনি উমর (রা)-এর অন্তরেও প্রশান্তি দান করেছিলেন এবং আমিও এ বিষয়ে একমত পোষণ করলাম যা উমর (রা) মত পোষণ করেছিলেন। যায়িদ (রা) বলেন যে, এরপর আবূ বকর (রা) বললেন, তুমি একজন বুদ্ধিদীপ্ত যুবক, তোমার ব্যাপারে আমাদের কোন অভিযোগ নেই। তাছাড়া তুমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ওহী লিপিবদ্ধ করতে। সুতরাং কুরআনকে তুমি অনুসন্ধান কর এবং

banglainternet.com

তা একত্রিত কর। যায়িদ (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! কুরআন সংগ্রহ করে একত্রিত করার আদেশ না দিয়ে যদি আমাকে একটি পাহাড়কে সরিয়ে নেওয়ার গুরুভার অর্পণ করতো, তাও আমার জন্য ভারী মনে হত না। আমি বললাম, কি করে আপনারা এমন একটি কাজ করবেন, যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ করেননি। আবূ বকর (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! এটি একটি ভাল কাজ। আমার পক্ষ থেকে এ কথা বারবার উত্থাপিত হতে থাকল। এক পর্যায়ে আল্লাহ্ তা'আলা আমার অন্তরে প্রশান্তি দান করলেন, যে বিষয়ে আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)-এর অন্তরে প্রশান্তি দান করেছিলেন। এবং তাঁরা যা ভাল মনে করলেন আমিও তা ভাল মনে করলাম। সুতরাং আমি কুরআন অনুসন্ধান করতে শুরু করলাম। খেজুরের ডাল, পাতলা চামড়ার টুকরা, শ্বেত পাথর ও মানুষের অন্তঃকরণ থেকে আমি কুরআনকে একত্রিত করলাম। সূরা তাওবার শেষ অংশ لقد جاءكم رسول من انفسكم..... তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের কাছে এক রাসূল এসেছেন ..... (৯ ঃ ১২৮) থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত এই অংশটুকু খুযায়মা কিংবা আবূ খুযায়মার কাছে পেলাম। আমি তা সূরার সাথে সংযোজন করলাম। কুরআনের এই সংকলিত সহীফাগুলো আবূ বকরের জীবনকাল পর্যন্ত তাঁর কাছে ছিল। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ওফাত দিলেন। পরে উমরের জীবনকাল পর্যন্ত তাঁর নিকট ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তা হাফসা বিন্‌ত উমর (রা)-এর কাছে ছিল। মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ বলেন, হাদীসে ব্যবহৃত اَللَّخَفُ অর্থ হল চাঁড়া।

٣٠٤٢ بَابُ كِتَابِ الْحَاكِمِ اِلَى عُمَّالِهِ ، وَالْقَاضِى اِلَى اُمَنَائِهِ-

৩০৪২. অনুচ্ছেদ ঃ শাসকের পত্র কর্মকর্তাদের প্রতি এবং বিচারকের পত্র সচিবদের প্রতি

٦٧٠٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِى لَيْلٰى وَحَدَّثَنِى اِسْمٰعِيْلُ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ اَبِى لَيْلٰى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِى حَثْمَةَ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ هُوَ وَرِجَالٌ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا اِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ اَصَابَهُمْ فَاُخْبِرَ مُحَيِّصَةُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ قُتِلَ وَطُرِحَ فِى فَقِيْرٍ اَوْ عَيْنٍ فَاَتَى يَهُوْدَ فَقَالَ اَنْتُمْ وَاللّٰهِ قَتَلْتُمُوْهُ . قَالُوْا مَا قَتَلْنَاهُ وَاللّٰهِ ، ثُمَّ اَقْبَلَ حَتّٰى قَدِمَ عَلٰى قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ فَاَقْبَلَ هُوَ وَاَخُوْهُ حُوَيِّصَةُ وَهُوَ اَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ فَذَهَبَ لِيَتَكَلَّمَ وَهُوَ الَّذِى كَانَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ لِمُحَيِّصَةَ كَبِّرْ كَبِّرْ يُرِيْدُ السِّنَّ فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِمَّا اَنْ يَدُوْا صَاحِبَكُمْ ، وَاِمَّا اَنْ يُؤْذَنُوْا بِحَرْبٍ ، فَكَتَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَيْهِمْ بِهِ ، فَكَتَبُوْا مَا قَتَلْنَاهُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَتَحْلِفُوْنَ وَتَسْتَحِقُّوْنَ دَمَ صَاحِبِكُمْ قَالُوْا لاَ ، قَالَ اَفَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُوْدُ ، قَالُوْا لَيْسُوْا بِمُسْلِمِيْنَ ، فَوَدَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ مِائَةَ نَاقَةٍ حَتّٰى اُدْخِلَتِ الدَّارَ ، قَالَ سَهْلٌ فَرَكَضَتْنِى مِنْهَا نَاقَةٌ-

banglainternet.com

৬৭০২ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ ও ইসমাঈল (র) .....সাহল ইব্ন আবূ হাসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ও তাঁর গোত্রের কতিপয় বড় বড় ব্যক্তি বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাহল ও মুহাইয়াসা ক্ষুধায় আক্রান্ত হয়ে খায়বারে আসেন। একদা মুহাইয়াসা জানতে পারেন যে, আবদুল্লাহ্ নিহত হয়েছে এবং তার লাশ একটি গর্তে অথবা কূপে ফেলে দেওয়া হয়েছে। তখন তিনি ইহুদীদের কাছে এসে বললেন, আল্লাহ্র শপথ! নিঃসন্দেহে তোমরাই তাকে হত্যা করেছ। তারা বলল, আল্লাহ্র কসম করে বলছি, আমরা তাকে হত্যা করিনি। তারপর তিনি তার গোত্রের নিকট এসে এ ঘটনা বর্ণনা করলেন। পরে তিনি, তার বড় ভাই হুওয়াইয়াসা এবং আবদুর রহমান ইব্ন সাহল আসলেন। মুহাইয়াসা যিনি খায়বারে ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে এ ঘটনা বলার জন্য অগ্রসর হলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ বড়কে কথা বলতে দাও, বড়কে কথা বলতে দাও। তিনি এতে উদ্দেশ্য করেছেন বয়সে প্রবীণকে। তখন হুওয়াইয়াসা প্রথমে ঘটনা বর্ণনা করলেন। এরপর কথা বলালেন, মুহাইয়াসা। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হয়ত তারা তোমাদের মৃত সঙ্গীর রক্তপণ আদায় করবে, না হয় তাদের সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দেওয়া হবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের কাছে এ মর্মে চিঠি লিখলেন। জবাবে তাদের পক্ষ থেকে লেখা হল যে, আমরা তাকে হত্যা করিনি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হুওয়াইয়াসা, মুহাইয়াসা ও আবদুর রহমানকে বললেন, তোমরা কি কসম খেয়ে বলতে পারবে? তাহলে তোমরা তোমাদের সাথীর রক্তপণের অধিকারী হতে পারবে। তারা বলল, না। তিনি বললেন, তাহলে ইহুদীরা কি তোমাদের সামনে কসম করবে? তাঁরা বলল, এরা তো মুসলিম নয়। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজের পক্ষ থেকে একশ' উট রক্তপণ হিসাবে আদায় করে দিলেন। শেষ পর্যন্ত উটগুলোকে ঘরে প্রবেশ করানো হল। সাহল বলেন, একটি উট আমাকে লাথি মেরেছিল।

٣٠٤٣ بَابُ هَلْ يَجُوْزُ لِلْحَاكِمِ اَنْ يَبْعَثَ رَجُلاً وَحْدَهُ لِلنَّظَرِ فِى الْاُمُوْرِ

৩৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ কোন বিষয়ের তদন্ত করার জন্য প্রশাসকের পক্ষ থেকে একজন মাত্র লোককে পাঠানো বৈধ কিনা?

٦٧٠٣ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى ذِئْبٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ قَالاَ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ صَدَقَ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ فَقَالَ الْاَعْرَابِىُّ اِنَّ ابْنِى كَانَ عَسِيْفًا عَلَى هٰذَا فَزَنَى بِامْرَاَتِهِ ، فَقَالُوْا لِى عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ فَافْتَدَيْتُ ابْنِى مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيْدَةٍ ، ثُمَّ سَاَلْتُ اَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوْا اِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَاَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّٰهِ ، اَمَّا الْوَلِيْدَةُ وَالْغَنَمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ ، وَاَمَّا اَنْتَ يَا اُنَيْسُ لِرَجُلٍ فَاغْدُ عَلَى امْرَاَةِ هٰذَا فَارْجُمْهَا فَغَدَا عَلَيْهَا اُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا

banglainternet.com

৬৭০৩ আদাম (র) ..... আবূ হুরায়রা ও যায়িদ ইব্ন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বর্ণনা করেন যে, একজন বেদুঈন এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের মাঝে আল্লাহ্র কিতাবের ভিত্তিতে বিচার করুন।

তার বিবাদী পক্ষ দাঁড়িয়ে বলল, সে ঠিকই বলছে। আপনি আমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র কিতাবের ভিত্তিতে ফায়সালা করুন। তারপর বেদুঈন বলল যে, আমার ছেলে এই লোকটির এখানে মজুর হিসাবে কাজ করত। সে তার স্ত্রীর সাথে যিনা করে ফেলেছে। লোকেরা আমাকে বলল, তোমার ছেলেকে রজম (প্রস্তরাঘাতে হত্যার দণ্ড) করা হবে। আমি একশ' বকরী ও একটি দাসী দিয়ে আমার ছেলেকে তার থেকে মুক্ত করে এনেছি। পরে আমি এ বিষয়ে আলেমদের জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বললেন, তোমার পুত্রকে একশ' বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য দেশান্তরের শাস্তি ভোগ করতে হবে। (এ শুনে) নবী ﷺ বললেন ঃ আমি অবশ্যই আল্লাহ্‌র কিতাবের ভিত্তিতে তোমাদের মাঝে ফায়সালা করব। দাসী ও বকরীগুলো তুমি ফেরত পাবে। আর তোমার ছেলেকে একশ' বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য দেশান্তরের শাস্তি ভোগ করতে হবে। হে উনায়স! তুমি কাল এ লোকের স্ত্রীর নিকট যাও এবং তাকে রজম কর। অতঃপর উনায়স সেই স্ত্রী লোকের কাছে গিয়ে তাকে রজম করল।

٣٠٤٤ بَابُ تَرْجَمَةِ الْحُكَّامِ وَهَلْ يَجُوْزُ تُرْجُمَانٌ وَاحِدٌ ، وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَمَرَهُ اَنْ يَتَعَلَّمَ كِتَابَ الْيَهُوْدِ حَتّٰى كَتَبْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ كُتُبَهُ وَاَقْرَاتُهُ كُتُبَهُمْ اِذَا كَتَبُوْا اِلَيْهِ ، وَقَالَ عُمَرُ وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَعُثْمَانُ مَاذَا تَقُوْلُ هٰذِهِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ حَاطِبٍ ، فَقُلْتُ تُخْبِرُكَ بِصَاحِبِهَا الَّذِي صَنَعَ بِهَا وَقَالَ اَبُوْ جَمْرَةَ كُنْتُ اُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لاَ بُدَّ لِلْحَاكِمِ مِنْ مُتَرْجِمَيْنِ-

৩০৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ প্রশাসকদের দোভাষী নিয়োগ করা এবং একজন মাত্র দোভাষী নিয়োগ বৈধ কিনা? খারিজা ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন সাবিত (র)..... যায়িদ ইব্‌ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাকে ইহুদীদের লিখন পদ্ধতি শিক্ষা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, যার ফলে আমি নবী ﷺ -এর পক্ষ থেকে তাঁর চিঠিপত্র লিখতাম এবং তারা কোন চিঠিপত্র তাঁর কাছে লিখলে তা তাকে পাঠ করে শোনাতাম। উমর (রা) বললেন, তখন তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলেন আলী, আবদুর রহমান ও উসমান (রা)। এই স্ত্রীলোকটি কি বলছে? আবদুর রহমান ইব্‌ন হাতিব বলেন, আমি বললাম, স্ত্রীলোকটি তার এক সঙ্গী সম্পর্কে আপনার নিকট অভিযোগ করছে যে, সে তার সাথে অপকর্ম করেছে। আবূ জামরা বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও লোকদের মধ্যে দোভাষীর কাজ করতাম। আর কেউ কেউ বলেছেন, প্রত্যেক প্রশাসকের জন্য দু'জন করে দোভাষী থাকা অত্যাবশ্যকীয়

٦٧٠٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ هِرَقْلَ اَرْسَلَ اِلَيْهِ فِيْ رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ ثُمَّ قَالَ لِتُرْجُمَانِهِ قُلْ لَهُمْ اِنِّيْ سَائِلٌ هٰذَا ، فَاِنْ كَذَبَنِيْ فَكَذِّبُوْهُ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ ، فَقَالَ لِلتُّرْجُمَانِهِ قُلْ لَهُ اِنْ كَانَ مَا تَقُوْلُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ-

banglainternet.com

৬৭০৪ আবূল ইয়ামান (র) ..... আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন যে, কুরাইশদের কাফেলা নিয়ে অবস্থানকালে সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাকে ডেকে পাঠালেন। এরপর সম্রাট তার দোভাষীকে বললেন, তাদেরকে বল যে, আমি এ লোকটিকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই। যদি সে আমার সাথে মিথ্যা বলে তাহলে তারা যেন তাকে মিথ্যাবাদী বলে। তারপর দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন। পরে হিরাক্লিয়াস তার দোভাষীকে বললেন, একে বলে দাও যে, সে যা বলেছে তা যদি সত্য হয়, তাহলে তিনি (মুহাম্মদ ﷺ শীঘ্রই আমার পদতলের ভূমিরও মালিক হবেন।

٣٠٤٥ بَابُ مُحَاسَبَةِ الْإِمَامِ عُمَّالَهُ

৩০৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ শাসনকর্তা (কর্তৃক) কর্মচারীদের জবাবদিহি নেওয়া

٦٧٠٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَعْمَلَ ابْنَ الْتَبِيَّةِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِى سُلَيْمٍ ، فَلَمَّا جَاءَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَحَاسَبَهُ قَالَ هٰذَا الَّذِى لَكُمْ ، وَهٰذِهِ هَدِيَّةٌ اُهْدِيَتْ لِىْ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَهَلاَّ جَلَسْتَ فِى بَيْتِ اَبِيْكَ وَبَيْتِ اُمِّكَ حَتّٰى تَاْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ اِنْ كُنْتَ صَادِقًا ، ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : اَمَّا بَعْدُ ، فَاِنِّى اَسْتَعْمِلُ رِجَالاً مِنْكُمْ عَلٰى اُمُوْرٍ مِمَّا وَلاَّنِى اللّٰهُ فَيَاْتِى اَحَدُهُمْ فَيَقُوْلُ هٰذَا الَّذِى لَكُمْ وَهٰذِهِ هَدِيَّةٌ اُهْدِيَتْ لِىْ ، فَهَلاَّ جَلَسَ فِى بَيْتِ اَبِيْهِ وَبَيْتِ اُمِّهِ حَتّٰى تَاْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ اِنْ كَانَ صَادِقًا ، فَوَاللّٰهِ لاَ يَاْخُذُ اَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ هِشَامٌ بِغَيْرِ حَقِّهِ اِلاَّ جَاءَ اللّٰهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَلاَ فَلاَعْرِفَنَّ مَا جَاءَ اللّٰهَ رَجُلٌ بِبَعِيْرٍ لَهُ رُغَاءٌ ، اَوْ بِبَقَرَةٍ لَهَا خُوَارٌ ، اَوْ شَاةٍ تَيْعَرُ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى رَاَيْتُ بَيَاضَ اِبْطَيْهِ اَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ-

৬৭০৫ মুহাম্মদ (র) ..... আবূ হুমায়দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইব্ন লুতাবিয়্যাকে বনী সুলায়ম-এর সাদাকা আদায়ের জন্য নিয়োগ করলেন। যখন সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে ফিরে আসল এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে জবাবদিহি করলেন, তখন সে বলল, এই অংশ আপনাদের আর এগুলো হাদিয়ার মাল যা আমাকে হাদিয়া হিসাবে দেওয়া হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমার কথা যদি সত্যি হয় তাহলে তুমি তোমার বাবার ঘরে ও মায়ের ঘরে কেন বসে থাকলে না, যাতে তোমার হাদিয়া তোমার কাছে আসে? এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উঠে দাঁড়ালেন এবং লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণগান করলেন। তারপর তিনি বললেন ঃ এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আমার উপর যেসব দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন তন্মধ্য হতে কিছু কিছু কাজের জন্য তোমাদের কতিপয় লোককে নিযুক্ত করে থাকি। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এসে বলে এই অংশ আপনাদের, আর এই অংশ হাদিয়া যা আমাকে প্রদান করা হয়েছে। যদি তার কথা সত্য হয় তাহলে সে তার বাবার ঘরে ও মায়ের ঘরে কেন বসে থাকল না, যাতে তার হাদিয়া

banglainternet.com

তার কাছে আসে? আল্লাহ্‌র শপথ! তোমাদের কেউ যেন তা থেকে অন্যায়ভাবে কিছু গ্রহণ না করে। অন্যথায় সে কিয়ামতের দিন তা বহন করে আল্লাহ্‌র কাছে আসবে। সাবধান! আমি অবশ্যই চিনতে পারব যা নিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে উপস্থিত হবে। এক ব্যক্তি উট নিয়ে আসবে যা চিৎকার করতে থাকবে অথবা গরু নিয়ে আসবে যে গরুটি হাম্বা হাম্বা করতে থাকবে, অথবা বক্‌রী নিয়ে আসবে, যে বক্‌রী ভ্যা ভ্যা করতে থাকবে। তারপর তিনি হস্তদ্বয় উপরের দিকে এতটুকু উত্তোলন করলেন যে, আমি তার বগলের উজ্জ্বল শুভ্রতা দেখতে পেলাম। এবং বললেন, শোন! আমি কি (আল্লাহ্‌র বিধান তোমাদের নিকট) পৌছিয়েছি।

٣٠٤٦ بَابُ بِطَانَةِ الْاِمَامِ وَاَهْلِ مَشُوْرَتِهِ الْبِطَانَةُ الدُّخَلاءُ

৩০৪৬ অনুচ্ছেদ ঃ রাষ্ট্রপ্রধানের একান্ত ব্যক্তি ও পরামর্শদাতা। بطانة শব্দটি دخلاء-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে (অর্থাৎ যিনি একান্তে বসে রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে কথোপকথন করেন এবং তাঁর অজ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে তাঁকে অবগত করেন এবং তিনিও গোপন কথা তাকে বলেন ও বিশ্বাস করেন)

٦٧٠٦ حَدَّثَنَا اَصْبَغُ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَا بَعَثَ اللّٰهُ مِنْ نَبِىٍّ وَلاَ اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيْفَةٍ اِلاَّ كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَاْمُرُهُ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ ، وَبِطَانَةٌ تَاْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ ، فَالْمَعْصُوْمُ مَنْ عَصَمَ اللّٰهُ وَقَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيٰى اَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ بِهٰذَا ، وَعَنِ ابْنِ اَبِى عَتِيْقٍ وَمُوْسٰى عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ ، وَقَالَ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ حَدَّثَنِى اَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ قَوْلَهُ وَقَالَ الْاَوْزَاعِىُّ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَمٍ حَدَّثَنِى الزُّهْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَقَالَ ابْنُ اَبِى حُسَيْنٍ وَسَعِيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ قَوْلَهُ ، وَقَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِى جَعْفَرٍ حَدَّثَنِى صَفْوَانُ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى اَيُّوْبَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ-

৬৭০৬ আস্‌বাগ (র)..... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যাকেই নবী হিসাবে প্রেরণ করেন এবং যাকেই খলীফা হিসাবে নিযুক্ত করেন, তার জন্য দু'জন করে (একান্ত) গুপ্তচর থাকে। একজন গুপ্তচর তাকে ভাল কাজের নির্দেশ দেয় এবং তাকে তৎপ্রতি অনুপ্রাণিত করে। আর একজন গুপ্তচর তাকে মন্দ কাজের পরামর্শ দেয় এবং তৎপ্রতি উৎসাহিত করে। সুতরাং মাসূম ঐ ব্যক্তিই যাকে আল্লাহ্ তা'আলা রক্ষা করেন। সুলায়মান ইব্‌ন শিহাব থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং ইব্‌ন আবূ আতীক ও মূসার সূত্রে ইব্‌ন শিহাব থেকে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তাছাড়া শুআয়ব (র)-ও আবূ সাঈদ (রা) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেন। আওযায়ী ও মুআবিয়া ইব্‌ন সাল্লাম (র) আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আবূ হুসাইন ও সাঈদ ইব্‌ন যিয়াদ (র)-ও আবূ সাঈদ (রা) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ জাফর (র) আবূ আইউব (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন যে, আমি নবী ﷺ থেকে শুনেছি।

banglainternet.com

٣٠٤٧ بَابُ كَيْفَ يُبَايِعُ الْإِمَامُ النَّاسَ

৩০৪৭ অনুচ্ছেদ ঃ রাষ্ট্রপ্রধান কিভাবে জনগণের কাছ থেকে বায়'আত গ্রহণ করবেন

٦٧٠٧ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيْدِ بْنِ عُبَادَةَ اَخْبَرَنِي اَبِيْ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ ، وَاَنْ لَا نُنَازِعَ الْاَمْرَ اَهْلَهُ ، وَاَنْ نَقُوْمَ اَوْ نَقُوْلَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللّٰهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ-

৬৭০৭ ইসমাঈল (র)..... উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এ মর্মে বায়'আত গ্রহণ করলাম যে, সুখে দুঃখে সর্বাবস্থায় আমরা তাঁর কথা শুনব ও তাঁর আনুগত্য করব। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে দায়িত্বশীলদের বিরুদ্ধাচরণ করব না। যেখানেই থাকি না কেন সর্বদা সত্যের উপর অবিচল থাকব কিংবা বলেছিলেন, সর্বদা সত্য কথা বলব এবং আল্লাহ্র পথে কোন নিন্দাকারীর নিন্দার ভয় করব না।

٦٧٠٨ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ وَالْمُهَاجِرُوْنَ وَالْاَنْصَارُ يَحْفِرُوْنَ الْخَنْدَقَ ، فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْاٰخِرَةِ ، فَاغْفِرْ لِلْاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ فَاَجَابُوْا :

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا ﷺ عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا اَبَدًا-

৬৭০৮ আমর ইব্ন আলী (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ শীতের এক সকালে বের হলেন। মুহাজির ও আনসাররা তখন খন্দক (পরিখা) খননের কাজে লিপ্ত ছিল। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ্! আখেরাতের কল্যাণই তো প্রকৃত কল্যাণ, অতএব তুমি আনসার ও মুহাজিরদের ক্ষমা করে দাও। তারা এর জবাবে বলল, আমরাও সেই জামাআত যারা আমরণ জিহাদ করার জন্য মুহাম্মদ ﷺ-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছে।

٦٧٠٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا اِذَا بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُوْلُ لَنَا فِيْمَا اسْتَطَعْتَ-

banglainternet.com

৬৭০৯ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে তাঁর কথা শোনা ও তাঁর আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করতাম, তখন তিনি আমাদের বলতেন ঃ যা তোমার সাধ্যের মধ্যে।

٦٧١٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ حَيْثُ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلٰى عَبْدِ الْمَلِكِ كَتَبَ اَنِّى اُقِرُّ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِ اللّٰهِ عَبْدِ الْمَلِكِ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى سُنَّةِ اللّٰهِ وَسُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا اسْتَطَعْتُ وَاَنَّ بَنِىَّ قَدْ اَقَرُّوْا بِمِثْلِ ذٰلِكَ-

৬৭১০ মুসাদ্দাদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন দীনার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা যখন আবদুল মালিকের খিলাফতের ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছল, তখন আমি ইব্‌ন উমর (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি পত্র লিখলেন যে, আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ﷺ আদর্শ অনুসারে আল্লাহ্‌র বান্দা, আমীরুল মু'মিনীন আবদুল মালিকের কথা যথাসাধ্য শোনা ও তাঁর আনুগত্য করার অঙ্গীকার করছি। আমার সন্তানরাও অনুরূপ অঙ্গীকার করছে।

٦٧١١ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَلَقَّنَنِى فِيْمَا اسْتَطَعْتُ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ-

৬৭১১ ইয়াকুব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ..... জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে তাঁর কথা শোনা ও তাঁর আনুগত্য করা ও প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কল্যাণ কামনার ব্যাপারে বায়'আত গ্রহণ করলাম। তিনি আমাকে এ কথা বলতে শিখিয়ে দিলেন যে, আমার সাধ্যের আওতাভুক্ত বিষয়ে।

٦٧١٢ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ لَمَّا بَايَعَ النَّاسُ عَبْدَ الْمَلِكِ كَتَبَ اِلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ عَبْدِ الْمَلِكِ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنِّىْ اُقِرُّ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِ اللّٰهِ عَبْدِ الْمَلِكِ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى سُنَّةِ اللّٰهِ وَسُنَّةِ رَسُوْلِهِ فِيْمَا اسْتَطَعْتُ وَاِنَّ بَنِىَّ قَدْ اَقَرُّوْا بِذٰلِكَ-

৬৭১২ আমর ইব্‌ন আলী (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন দীনার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন লোকেরা আবদুল মালিকের কাছে বায়'আত গ্রহণ করল, তখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) তার কাছে চিঠি লিখলেন। আল্লাহ্‌র বান্দা, আবদুল মালিক, আমীরুল মু'মিনীনের প্রতি, আমি আমার সাধ্যের আওতাভুক্ত বিষয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর নির্দেশিত পন্থায় তাঁর কথা শোনা ও তাঁর আনুগত্য করার অঙ্গীকার করছি আর আমার সন্তানরাও অনুরূপ অঙ্গীকার করছে।

banglainternet.com

٦٧١٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ عُبَيْدٍ قُلْتُ لِسَلَمَةَ عَلٰى اَىِّ شَىْءٍ بَايَعْتُمُ النَّبِىَّ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ ؟ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ-

৬৭১৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র) ..... ইয়াযীদ ইব্ন আবূ উবায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সালামাকে জিজ্ঞাসা করলাম, হুদায়বিয়ার দিন আপনারা কোন্ বিষয়ে নবী ﷺ-এর কাছে বায়'আত করেছিলেন? তিনি বললেন, মৃত্যুর উপর।

٦٧١٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَهُ اَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ الرَّهْطَ الَّذِيْنَ وَلاَّهُمْ عُمَرُ اجْتَمَعُوْا فَتَشَاوَرُوْا ، قَالَ لَهُمْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ لَسْتُ بِالَّذِي اُنَافِسُكُمْ عَلَى هٰذَا الْاَمْرِ وَلٰكِنَّكُمْ اِنْ شِئْتُمْ اِخْتَرْتُ لَكُمْ مِنْكُمْ فَجَعَلُوْا ذٰلِكَ اِلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، فَلَمَّا وَلَّوْا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ اَمْرَهُمْ فَمَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَتّٰى مَا اَرٰى اَحَدًا مِنَ النَّاسِ يَتْبَعُ اُولٰئِكَ الرَّهْطَ وَلاَ يَطَأُ عَقِبَهُ وَمَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يُشَاوِرُوْنَهُ تِلْكَ اللَّيَالِيَ حَتّٰى اِذَا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي اَصْبَحْنَا مِنْهَا فَبَايَعْنَا عُثْمَانَ. قَالَ الْمِسْوَرُ طَرَقَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بَعْدَ هَجْعٍ مِنَ اللَّيْلِ فَضَرَبَ الْبَابَ حَتّٰى اسْتَيْقَظْتُ فَقَالَ اُرَاكَ نَائِمًا ، فَوَاللّٰهِ مَا اكْتَحَلْتُ هٰذِهِ الثَّلَثَ بِكَثِيْرِ نَوْمٍ انْطَلِقْ فَادْعُ الزُّبَيْرَ وَسَعْدًا فَدَعَوْتُهُمَا لَهُ فَشَاوَرَهُمَا ثُمَّ دَعَانِي فَقَالَ ادْعُ لِي عَلِيًّا فَدَعَوْتُهُ فَنَاجَاهُ حَتّٰى ابْهَارَّ اللَّيْلُ ثُمَّ قَامَ عَلِيٌّ مِنْ عِنْدِهِ وَهُوَ عَلٰى طَمَعٍ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَخْشٰى مِنْ عَلِيٍّ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ ادْعُ لِي عُثْمَانَ فَنَاجَاهُ حَتّٰى فَرَّقَ بَيْنَهُمَا الْمُؤَذِّنُ بِالصُّبْحِ ، فَلَمَّا صَلَّى النَّاسُ الصُّبْحَ وَاجْتَمَعَ اُولٰئِكَ الرَّهْطُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ، فَاَرْسَلَ اِلٰى مَنْ كَانَ حَاضِرًا مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ ، وَاَرْسَلَ اِلٰى اُمَرَاءِ الْاَجْنَادِ وَكَانُوْا وَافَوْا تِلْكَ الْحَجَّةَ مَعَ عُمَرَ فَلَمَّا اجْتَمَعُوْا تَشَهَّدَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ يَا عَلِيُّ اِنِّي قَدْ نَظَرْتُ فِي اَمْرِ النَّاسِ فَلَمْ اَرَهُمْ يَعْدِلُوْنَ بِعُثْمَانَ فَلاَ تَجْعَلَنَّ عَلٰى نَفْسِكَ سَبِيْلاً ، فَقَالَ اُبَايِعُكَ عَلٰى سُنَّةِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَالْخَلِيْفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ فَبَايَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَبَايَعَهُ النَّاسُ الْمُهَاجِرُوْنَ وَالْاَنْصَارُ وَاُمَرَاءُ الْاَجْنَادِ وَالْمُسْلِمُوْنَ-

৬৭১৪ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আসমা (র) ..... মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা) যে দলটিকে খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তাঁরা একত্রিত হয়ে নিজেদের মধ্যে এ ব্যাপারে পরামর্শ করলেন। আবদুর রহমান (রা) তাঁদেরকে বললেন, আমি তো এমন ব্যক্তি নই যে এ ব্যাপারে প্রত্যাশা করব। তবে আপনারা যদি চান তাহলে আপনাদের থেকে একজনকে আমি নির্বাচিত করে দিতে পারি। তাঁরা এ দায়িত্ব আবদুর রহমানের উপর অর্পণ করলেন, যখন তাঁরা এ বিষয়টি আবদুর রহমানের

banglainternet.com

উপর অর্পণ করলেন, তখন সকল লোক আবদুর রহমানের প্রতি ঝুঁকে পড়ল। এমনকি আমি একজন লোককেও সেই দলের অনুসরণ করতে কিংবা তাঁদের পিছনে যেতে দেখলাম না। লোকেরা আবদুর রহমানের প্রতিই ঝুঁকে পড়ল এবং কয়েক রাত তাঁর সাথে পরামর্শ করতে থাকল। অবশেষে সেই রাত আসল, যে রাতের শেষে আমরা উসমান (রা)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করলাম। মিসওয়ার (রা) বলেন, রাতের একাংশ অতিবাহিত হওয়ার পর আবদুর রহমান (রা) আমার কাছে আসলেন এবং দরজা খটখটালেন। ফলে আমি জাগ্রত হয়ে গেলাম। তিনি বললেন, তোমাকে দেখছি ঘুমাচ্ছ। আল্লাহ্‌র কসম! আমি এ তিন রাতের মাঝে খুব একটা ঘুমাতে পারিনি। যাও, যুবায়র ও সাদকে ডেকে আন। আমি তাঁদেরকে তার কাছে ডেকে আনি। তিনি তাঁদের দু'জনের সাথে পরামর্শ করলেন। তারপর আমাকে আবার ডেকে বললেন, আলীকে আমার কাছে ডেকে আন। আমি তাঁকে ডেকে আনলাম। তিনি তাঁর সাথে অর্ধেক রাত পর্যন্ত চুপিচুপি পরামর্শ করলেন। তারপর আলী (রা) তাঁর কাছ থেকে উঠে গেলেন। তবে তিনি আশাবাদী ছিলেন। আর আবদুর রহমান (রা) আলী (রা) থেকে কিছু (বিরোধিতার) আশংকা করছিলেন। তারপর তিনি বললেন, উসমানকে আমার কাছে ডেকে আন। তিনি তাঁর সাথে চুপিচুপি আলাপ করলেন। ফজরের সময় মুআযযিন তাদের উভয়কে পৃথক করল অর্থাৎ আযান পর্যন্ত আলাপ করলেন, লোকদেরকে যখন ফজরের নামায পড়িয়ে দেয়া হলো এবং সেই দলটি মিম্বরের কাছে একত্রিত হলো তখন তিনি মুহাজির ও আনসারদের যারা উপস্থিত ছিলেন তাঁদেরকে ডেকে আনতে পাঠালেন এবং প্রত্যেক সেনা প্রধানকেও ডেকে আনতে পাঠালেন এবং এরা সবাই উমরের সাথে গত হজ্জে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যখন সকলে এসে সমবেত হল, তখন আবদুর রহমান (রা) ভাষণ শুরু করলেন। তারপর বললেন, হে আলী! আমি জনমত পরীক্ষা করেছি, তারা উসমানের সমকক্ষ কাউকে মনে করে না। সুতরাং তুমি তোমার জন্য অন্য পথ অবলম্বন করো না। তখন তিনি [আলী ও উসমান (রা)-কে সম্বোধন করে] বললেন, আমি আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নির্দেশিত পন্থায় ও তাঁর পরবর্তী উভয় খলীফার আদর্শানুযায়ী আপনার নিকট বায়'আত গ্রহণ করছি। তারপর আবদুর রহমান (রা) তাঁর কাছে বায়'আত গ্রহণ করলেন। এরপর মুহাজির, আনসার, সেনাপ্রধান এবং সাধারণ মুসলমান তাঁর কাছে বায়'আত গ্রহণ করলেন।

٣٠٤٨ بَابُ مَنْ بَايَعَ مَرَّتَيْنِ

৩০৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি দু'বার বায়আত গ্রহণ করে

٦٧١٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ بَايَعْنَا النَّبِىَّ ﷺ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ لِىْ يَا سَلَمَةُ اَلاَ تُبَايِعُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ بَايَعْتُ فِى الْاَوَّلِ قَالَ وَفِى الثَّانِىْ-

৬৭১৫ আবূ আসিম (র)..... সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে বৃক্ষের নিচে বায়'আত (বায়'আতে রিদওয়ান) গ্রহণ করেছিলাম। পরে তিনি আমাকে বললেন ঃ হে সালামা! তুমি বায়'আত গ্রহণ করবে না? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তো প্রথমবার বায়'আত গ্রহণ করেছি। তিনি বললেন ঃ দ্বিতীয়বারও গ্রহণ কর।

banglainternet.com

٣٠٤٩ بَابُ بَيْعَةِ الْأَعْرَابِ

৩০৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ বেদুঈনদের বায়আত গ্রহণ

٦٧١٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ اَعْرَابِيًا بَايَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْاِسْلَامِ فَاَصَابَهُ وَعْكٌ ، فَقَالَ اَقِلْنِى بَيْعَتِى فَاَبَى ، ثُمَّ جَاءَهُ فَاَبَى ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ اَقِلْنِى بَيْعَتِى فَاَبَى فَخَرَجَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَدِيْنَةُ كَالْكِيْرِ تَنْفِى خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طِيْبُهَا-

৬৭১৬ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে ইসলামের বায়'আত গ্রহণ করল। তারপর সে জ্বরে আক্রান্ত হল। তখন সে বলল, আমার বায়'আত প্রত্যাহার করুন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা করতে অস্বীকৃতি জানালেন। সে পুনরায় তাঁর কাছে আসল। তিনি পুনরায় অস্বীকৃতি জানালেন। সে পুনরায় তার কাছে এসে বলল, আমার বায়'আত ফেরত নিন। তিনি আবারও অস্বীকৃতি জানালেন। তখন সে বেরিয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ মদীনা (কামারের) হাঁপরের ন্যায়, সে তার মধ্যকার আবর্জনাকে দূরীভূত করে এবং খাঁটিটুকু ধরে রাখে।

٣٠٥٠ بَابُ بَيْعَةِ الصَّغِيْرِ

৩০৫০. অনুচ্ছেদ ঃ বালকদের বায়'আত গ্রহণ

٦٧١٧ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ هُوَ ابْنُ اَبِى اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ عَقِيْلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ هِشَامٍ وَكَانَ قَدْ اَدْرَكَ النَّبِىَّ ﷺ وَذَهَبَتْ بِهِ اُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بَايِعْهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ هُوَ صَغِيْرٌ فَمَسَحَ رَاْسَهُ وَدَعَا لَهُ وَكَانَ يُضَحِّى بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيْعِ اَهْلِهِ-

৬৭১৭ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন হিশাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-এর সাক্ষাত লাভ করেছেন। তার মা যয়নাব বিনত হুমায়দ (রা) তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে নিয়ে গিয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! একে বায়'আত করুন। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ সে তো ছোট এবং তিনি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং তার জন্য দোয়া করলেন। এই আবদুল্লাহ্ ইব্ন হিশাম (রা) তার পরিবারের সকলের পক্ষ থেকে একটি বকরী কুরবানী করতেন।

٣٠٥١ بَابُ مَنْ بَايَعَ ثُمَّ اسْتَقَالَ الْبَيْعَةَ

৩০৫১. অনুচ্ছেদ ঃ কারো হাতে বায়'আত গ্রহণ করার পর অতঃপর তা প্রত্যাহার করা

banglainternet.com

٦٧١٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ اَعْرَابِيًا بَايَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْاِسْلَامِ فَاَصَابَ الْاَعْرَابِىَّ

وَعْكٌ بِالْمَدِيْنَةِ فَاَتَى الأَعْرَابِىُّ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَقِلْنِى بَيْعَتِى فَاَبَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ اَقِلْنِى بَيْعَتِى فَاَبَى ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ اَقِلْنِى بَيْعَتِى فَاَبَى فَخَرَجَ الأَعْرَابِىُّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا الْمَدِيْنَةُ كَالْكِيْرِ تَنْفِى خَبَثَهَا وَتَنْصَعُ طَيِّبُهَا

৬৭১৮ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক বেদুঈন এসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাতে ইসলামের বায়'আত গ্রহণ করল। মদীনায় সে জ্বরে আক্রান্ত হল। তখন সেই বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার বায়'আত প্রত্যাহার করুন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অস্বীকৃতি জানালেন। সে পুনরায় এসে বলল, আমার বায়'আত প্রত্যাহার করুন। তিনি এবারও অস্বীকৃতি জানালেন। সে পুনরায় এসে বলল, আমার বায়'আত প্রত্যাহার করুন। তিনি অস্বীকৃতি জানালেন। তখন বেদুঈন বেরিয়ে গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ মদীনা হল কামারের হাঁপরের ন্যায়, যে তার মধ্যকার আবর্জনাকে বিদূরিত করে এবং খাঁটিটুকু ধরে রাখে।

٣٠٥٢ بَابُ مَنْ بَايَعَ رَجُلاً لاَ يُبَايِعُهُ اِلاَّ لِلدُّنْيَا

৩০৫২. অনুচ্ছেদ ঃ কেবলমাত্র দুনিয়ার স্বার্থে কারো বায়'আত গ্রহণ করা

٦٧١٩ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ اَبِى حَمْزَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ، رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالطَّرِيْقِ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيْلِ ، وَرَجُلٌ بَايَعَ اِمَامًا لاَ يُبَايِعُهُ اِلاَّ لِدُنْيَا فَاِنْ اَعْطَاهُ مَايُرِيْدُ وَفَى لَهُ وَاِلاَّ لَمْ يَفِ لَهُ ، وَرَجُلٌ يُبَايِعُ رَجُلاً بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللّٰهِ لَقَدْ اُعْطِىَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ فَاَخَذَهَا وَلَمْ يُعْطَ بِهَا-

৬৭১৯ আবদান (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তিন ধরনের লোকের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা কথাও বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না, আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি ঃ (এক) সে ব্যক্তি, যে রাস্তার পার্শ্বে অতিরিক্ত পানির অধিকারী কিন্তু মুসাফিরকে তা থেকে পান করতে দেয় না। (দুই) সে লোক যে কেবলমাত্র দুনিয়ার স্বার্থে ইমামের বায়'আত গ্রহণ করে। (বাদশাহ্) যদি তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে তাহলে সে তার বায়'আত পূর্ণ করে। আর যদি তা না হয়, তাহলে বায়'আত ভঙ্গ করে। (তিন) সে ব্যক্তি যে আসরের পর অন্য লোকের নিকট দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় করতে যেয়ে এরূপ কসম খায় যে, আল্লাহ্‌র শপথ! এটা এত টাকা দাম হয়েছে। ক্রেতা তাকে বিশ্বাস করে সে দ্রব্য ক্রয় করে নিয়ে যায়। অথচ সে দ্রব্যের এত দাম দেওয়া হয়নি।

banglainternet.com

٣٠٥٣ بَابُ بَيْعَةِ النِّسَاءِ ، رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ

৩০৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীলোকদের বায়'আত গ্রহণ। এ বিষয়টি ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে

٦٧٢٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبُوْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِىُّ اَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ يَقُوْلُ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ فِى مَجْلِسٍ تُبَايِعُوْنِى عَلَى اَنْ لاَ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلاَ تَسْرِقُوْا وَلاَ تَزْنُوْا وَلاَ تَقْتُلُوْا اَوْلاَدَكُمْ وَلاَ تَاْتُوْا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُوْنَهُ بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَاَرْجُلِكُمْ وَلاَ تَعْصُوْا فِى مَعْرُوْفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ بِهِ فِى الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللّٰهُ فَاَمْرُهُ اِلَى اللّٰهِ اِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ وَاِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذٰلِكَ-

৬৭২০ আবুল ইয়ামান (র) ও লাইছ (র) ..... উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক মজলিসে বসা ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের বললেন ঃ তোমরা আমার নিকট এ মর্মে বায়'আত গ্রহণ কর যে, আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, যিনা করবে না; তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না এবং কাউকে এরূপ মিথ্যা অপবাদ দেবে না, যা তোমাদেরই গড়া আর শরীয়ত সম্মত কাজে আমার নাফরমানী করবে না। তোমাদের মধ্যে যারা এই অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, তার প্রতিদান আল্লাহ্‌র কাছে। আর যারা এর কোন একটি করবে এবং দুনিয়ায় এ কারণে তাকে শাস্তি প্রদান করা হবে, তাহলে এটা তার কাফ্‌ফারা (পাপ মোচন) হয়ে যাবে। আর যদি কেউ এর কোন একটি অপরাধ করে ফেলে আর আল্লাহ্ তা গোপন করে রাখেন, তাহলে তার বিষয়টি আল্লাহ্‌র উপর ন্যস্ত থাকবে। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিবেন আর ইচ্ছা করলে তাকে মাফ করে দিবেন। এরপর আমরা এর উপর বায়'আত গ্রহণ করলাম।

٦٧٢١ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُبَايِعُ النِّسَاءَ بِالْكَلاَمِ بِهٰذِهِ الاٰيَةِ لاَ تُشْرِكُوْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا قَالَتْ وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَدَ امْرَاَةٍ اِلاَّ امْرَاَةً يَمْلِكُهَا-

৬৭২১ মাহমুদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ "আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করো না"— এই আয়াত পাঠ করে স্ত্রীলোকদের কাছ থেকে বায়'আত নিতেন। তিনি আরও বলেন, বৈধ অধিকার প্রাপ্ত মহিলা ছাড়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাত অন্য কোন স্ত্রী লোকের হাত স্পর্শ করেনি।

٦٧٢٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ بَايَعْنَا النَّبِىَّ ﷺ فَقَرَاَ عَلَىَّ اَنْ لاَ يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَنَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ فَقَبَضَتِ امْرَاَةٌ مِنَّا يَدَهَا فَقَالَتْ فُلاَنَةُ اَسْعَدَتْنِى وَاَنَا اُرِيْدُ اَنْ اَجْزِيَهَا فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا

banglainternet.com

فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ فَمَا وَفَتِ امْرَأَةٌ اِلاَّ اُمُّ سُلَيْمٍ وَاُمُّ الْعَلاَءِ وَابْنَةُ اَبِى سَبْرَةَ امْرَأَةُ مُعَاذٍ اَوِ ابْنَةُ اَبِى سَبْرَةَ وَامْرَأَةُ مُعَاذٍ-

৬৭২২ মুসাদ্দাদ (র) ..... উম্মে আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করলাম। তিনি আমার সামনে পাঠ করলেন ঃ স্ত্রীলোকেরা যেন আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক না করে। এবং তিনি আমাদেরকে বিলাপ করতে নিষেধ করলেন। এমতাবস্থায় আমাদের মধ্য থেকে একজন স্ত্রীলোক তার হাত গুটিয়ে নিল এবং বলল, অমুক স্ত্রীলোক একবার আমার সাথে বিলাপে সহযোগিতা করেছে। সুতরাং আমি তার প্রতিদান দেওয়ার ইচ্ছা রাখি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিছু বললেন না। স্ত্রীলোকটি চলে গেল এবং পরে এসে বায়'আত গ্রহণ করল। তবে তাদের মধ্যে উম্মু সুলায়ম, উম্মুল আলা, আর মুআয (রা)-এর স্ত্রী আবূ সাবরা-এর কন্যা, কিংবা বলেছিলেন, আবূ সাবরা-এর কন্যা ও মুআয-এর স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীলোক এই অঙ্গীকার পূর্ণ করেনি।

٣٠٥٤ بَابُ مَنْ نَكَثَ بَيْعَةً وَقَوْلِهِ تَعَالَى : اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ اَلاٰيَةَ

৩০৫৪. অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি বায়আত ভঙ্গ করে। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ যারা তোমার বায়'আত গ্রহণ করে তারাও আল্লাহ্‌রই বায়'আত গ্রহণ করে ..... (৪৮ ঃ ১০)

٦٧٢٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا قَالَ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ بَايِعْنِى عَلَى الْاِسْلاَمِ فَبَايَعَهُ عَلَى الْاِسْلاَمِ ثُمَّ جَاءَ الْغَدَ مَحْمُوْمًا فَقَالَ اَقِلْنِى فَاَبَى فَلَمَّا وَلَّى قَالَ الْمَدِيْنَةُ كَالْكِيْرِ تَنْفِى خَبَثَهَا وَتُنْصِعُ طَيِّبَهَا-

৬৭২৩ আবূ নুআয়ম (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক বেদুঈন নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, ইসলামের উপর আমার বায়'আত নিন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইসলামের উপর তার বায়'আত নিলেন। পরদিন সে জ্বরাক্রান্ত অবস্থায় এসে বলল, আমার বায়'আত প্রত্যাহার করুন। তিনি অস্বীকৃতি জানালেন। যখন সে চলে গেল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ মদীনা কামারের হাঁপরের ন্যায়, সে তার মধ্যকার আবর্জনাকে বিদূরিত করে এবং খাঁটিটুকু ধরে রাখে।

٣٠٥٥ بَابُ الْاِسْتِخْلاَفِ

৩০৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ খলীফা বানানো

banglainternet.com

٦٧٢٤ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ بِلاَلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ وَارَاْسَاهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاكِ لَوْ

كَانَ وَأَنَا حَيٌّ فَاسْتَغْفِرُ لَكِ وَأَدْعُوْ لَكِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ وَاثُكْلِيَاهُ وَاللّٰهِ إِنِّي لَأَظُنُّكَ تُحِبُّ مَوْتِي وَلَوْ كَانَ ذَالِكَ لَظَلَلْتَ اٰخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا بِبَعْضِ أَزْوَاجِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَوْ أَرَدْتُ أَنْ أُرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَابْنِهِ فَأَعْهَدَ أَنْ يَقُوْلَ الْقَائِلُوْنَ أَوْ يَتَمَنَّى الْمُتَمَنُّوْنَ ثُمَّ قُلْتُ يَأْبَى اللّٰهُ وَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنُوْنَ أَوْ يَدْفَعُ اللّٰهُ وَيَأْبَى الْمُؤْمِنُوْنَ-

৬৭২৪ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) একদিন বললেন, হায়! আমার মাথা। (এ কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আমার জীবদ্দশায় যদি তা ঘটে, তাহলে আমি তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব এবং তোমার জন্য দোয়া করব। আয়েশা (রা) বললেন, হায় সর্বনাশ! আল্লাহ্র শপথ! আমার মনে হয় আপনি আমার মৃত্যু পছন্দ করছেন। হ্যাঁ, যদি এমনটি হয়, তাহলে আপনি সেদিনের শেষে অপর কোন স্ত্রীর সাথে বাসর যাপন করবেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেনঃ আমি বলছি আক্ষেপ আমার মাথা ব্যথা। অথচ আমি সংকল্প করেছি কিংবা রাবী বলেছেন, ইচ্ছা করেছি যে, আবূ বকর ও তাঁর পুত্রের কাছে লোক পাঠাব এবং (তাঁর খিলাফতের) অসিয়্যাত করে যাব, যাতে এ ব্যাপারে কেউ কিছু বলতে না পারে। কিংবা কোন প্রত্যাশী এ ব্যাপারে কোনরূপ প্রত্যাশা করতে না পারে। (কিন্তু ভেবে চিন্তে) পরে বললাম (আবূ বকরের পরিবর্তে অন্য কারো খলীফা হওয়ার বিষয়টি) আল্লাহ্ তা অস্বীকার করবেন এবং মু'মিনরাও তা প্রত্যাখ্যান করবে। কিংবা বলেছিলেন, আল্লাহ্ প্রত্যাখ্যান করবেন এবং মু'মিনরা তা অস্বীকার করবে।

٦٧٢٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قِيْلَ لِعُمَرَ أَلَا تَسْتَخْلِفُ قَالَ إِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي أَبُوْ بَكْرٍ وَإِنْ أَتْرُكْ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ فَقَالَ رَاغِبٌ وَرَاهِبٌ وَدِدْتُ أَنِّي نَجَوْتُ مِنْهَا كَفَافًا لَا لِي وَلَا عَلَيَّ لَا أَتَحَمَّلُهَا حَيًّا وَلَا مَيِّتًا-

৬৭২৫ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা)-কে বলা হল, আপনি কি (আপনার পরবর্তী) খলীফা মনোনীত করে যাবেন না? তিনি বললেন ঃ যদি আমি খলীফা মনোনীত করি, তাহলে আমার চেয়ে যিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন তিনি খলীফা মনোনীত করে গিয়েছিলেন, অর্থাৎ আবূ বকর। আর যদি মনোনীত না করি, তাহলে আমার চেয়ে যিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন তিনি খলীফা মনোনীত করে যাননি। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ। এতে লোকেরা তাঁর প্রশংসা করল। তারপর তিনি বললেন, কেউ এ ব্যাপারে আকাঙ্ক্ষী আর কেউ ভীত। আর আমি পছন্দ করি আমি যেন এ থেকে মুক্তি পাই সমানে সমান, না পুরস্কার না শাস্তি। আমি জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরে এর দায়িত্ব বহন করতে পারব না।

banglainternet.com

٦٧٢٦ حَدَّثَنَا ابْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِى اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّهُ سَمِعَ خُطْبَةَ عُمَرَ الْاٰخِرَةَ حِيْنَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَذٰلِكَ الْغَدَ مِنْ يَوْمٍ تُوُفِّىَ النَّبِىُّ ﷺ فَتَشَهَّدَ وَاَبُوْ بَكْرٍ صَامِتٌ لَا يَتَكَلَّمُ قَالَ كُنْتُ اَرْجُوْ اَنْ يَعِيْشَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى يَدْبُرَنَا يُرِيْدُ بِذٰلِكَ اَنْ يَكُوْنَ اٰخِرَهُمْ فَاِنْ يَكُ مُحَمَّدٌ ﷺ قَدْ مَاتَ فَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ جَعَلَ بَيْنَ اَظْهُرِكُمْ نُوْرًا تَهْتَدُوْنَ بِهٖ هَدَى اللّٰهُ مُحَمَّدًا ﷺ وَاِنَّ اَبَا بَكْرٍ صَاحِبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَثَانِىَ اثْنَيْنِ وَاِنَّهُ اَوْلَى الْمُسْلِمِيْنَ بِاُمُوْرِكُمْ فَقُوْمُوْا فَبَايِعُوْهُ . وَكَانَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ قَدْ بَايَعُوْهُ قَبْلَ ذٰلِكَ فِى سَقِيْفَةِ بَنِى سَاعِدَةَ . وَكَانَتْ بَيْعَةُ الْعَامَّةِ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ الزُّهْرِىُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ لِاَبِىْ بَكْرٍ يَوْمَئِذٍ اصْعَدِ الْمِنْبَرَ فَلَمْ يَزَلْ بِهٖ حَتّٰى صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَبَايَعَهُ النَّاسُ عَامَّةً-

৬৭২৬ ইবরাহীম ইবন মূসা (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উমর (রা)-এর দ্বিতীয় ভাষণটি শুনেছেন- যা তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের পরদিন মিম্বরে বসে দিয়েছিলেন। তিনি ভাষণ শুরু করলেন, তখন আবূ বকর (রা) কোন কথা না বলে চুপ রয়েছেন। তিনি বলেন, আমি তো আশা করছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মধ্যে বেঁচে থাকবেন এবং আমাদের পিছনে যাবেন। এ থেকে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যে, তিনি সবার শেষে ইন্তিকাল করবেন। তবে মুহাম্মদ ﷺ যদিও ইন্তিকাল করেছেন, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মাঝে এমন এক নূর রেখেছেন, যার দ্বারা তোমরা হেদায়াত পাবে। আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ ﷺ-কে (এ নূর দিয়ে) হেদায়াত করেছিলেন। আর আবূ বকর (রা) ছিলেন তাঁর সঙ্গী এবং দু'জনের দ্বিতীয় জন। তোমাদের এ দায়িত্ব বহনের জন্য মুসলমানদের মধ্যে তিনিই সর্বোত্তম। সুতরাং তোমরা উঠ এবং তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ কর। অবশ্য এক জামাআত ইতিপূর্বে বনী সাঈদা গোত্রের ছায়ানীড়ে তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছিল। আর সাধারণ বায়'আত হয়েছিল মিম্বরের উপর। যুহরী (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি সেদিন উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি আবূ বকর (রা)-কে বলছেন, মিম্বরে আরোহণ করুন। তিনি বারবার এ কথা বলতে বলতে অবশেষে আবূ বকর (রা) মিম্বরে আরোহণ করলেন। অতঃপর তাঁর কাছে লোকেরা সাধারণ বায়'আত গ্রহণ করল।

٦٧٢٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ امْرَاَةٌ فَكَلَّمَتْهُ فِى شَىْءٍ فَاَمَرَهَا اَنْ تَرْجِعَ اِلَيْهِ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِنْ جِئْتُ وَلَمْ اَجِدْكَ . كَاَنَّهَا تُرِيْدُ الْمَوْتَ . قَالَ اِنْ لَمْ تَجِدِيْنِى فَاْتِى اَبَا بَكْرٍ

banglainternet.com

৬৭২৭ আবদুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ (র) ..... যুবায়র ইবন মুতঈম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক স্ত্রীলোক নবী ﷺ-এর কাছে আসল এবং কোন এক ব্যাপারে তাঁর সাথে কথা বলল। রাসূলুল্লাহ্

ﷺ তাকে পুনরায় আসার নির্দেশ দিলেন। স্ত্রীলোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি পুনরায় এসে যদি আপনাকে না পাই? স্ত্রীলোকটি এ বলে (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর) ইন্তিকালের কথা বোঝাতে চাইছিল। তিনি বললেন ঃ যদি আমাকে না পাও, তাহলে আবূ বকরের কাছে আসবে।

٦٧٢٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ لِوَفْدِ بُزَاخَةَ تَتْبَعُونَ أَذْنَابَ الْإِبِلِ حَتَّى يُرِيَ اللّٰهُ خَلِيفَةَ نَبِيِّهِ ﷺ وَالْمُهَاجِرِينَ أَمْرًا يَعْذِرُونَكُمْ بِهِ-

৬৭২৮ মুসাদ্দাদ (র) ...... আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বুযাখা প্রতিনিধিদলকে বলেছিলেন, যতদিন না আল্লাহ্ নবী ﷺ-এর খলীফা ও মুহাজিরীনদের এমন একটা পথ দেখিয়ে দেন যাতে তারা তোমাদের ওযর গ্রহণ করেন, ততদিন পর্যন্ত তোমরা উটের লেজের পিছনেই লেগে থাকবে (অর্থাৎ যাযাবর জীবন যাপন করবে)।

٣٠٥٦ بَابٌ

৩০৫৬. অনুচ্ছেদ

٦٧٢٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ يَكُونُ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا فَقَالَ كَلِمَةً لَمْ أَسْمَعْهَا فَقَالَ أَبِي إِنَّهُ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ-

৬৭২৯ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) .... জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, বারজন আমীর হবে। এরপর তিনি একটি কথা বলছিলেন যা আমি শুনতে পারিনি। তবে আমার পিতা বলেছেন যে, তিনি বলেছিলেন সকলেই কুরাইশ গোত্র থেকে হবে।

٣٠٥٧ بَابُ إِخْرَاجِ الْخُصُومِ وَأَهْلِ الرِّيَبِ مِنَ الْبُيُوتِ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ ، وَقَدْ أَخْرَجَ عُمَرُ أُخْتَ أَبِي بَكْرٍ حِينَ نَاحَتْ

৩০৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ বিবদমান সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিদের ব্যাপারে জ্ঞান লাভ করার পর তাদেরকে ঘর থেকে বের করে দেওয়া। উমর (রা) আবূ বকর (রা)-এর বোনকে মৃত ব্যক্তির উপর বিলাপ করার কারণে ঘর থেকে বের করে দিয়েছিলেন

٦٧٣٠ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ يُحْتَطَبُ ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ

banglainternet.com

حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ يُونُسُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ أَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ مِرْمَاةٌ مَا بَيْنَ ظِلْفِ الشَّاةِ مِنَ اللَّحْمِ مِثْلُ مَنْسَاةٍ وَمَيْضَاةٍ الْمِيْمُ مَخْفُوْضَةٌ-

৬৭৩০ ইসমাঈল (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি! আমার ইচ্ছা হয় যে, আমি জ্বালানি কাঠ সংগ্রহের নির্দেশ দেই। তারপর নামাযের আযান দেওয়ার জন্য হুকুম করি এবং একজনকে লোকদের ইমামত করাতে বলি। এরপর আমি জামায়াতে আসে নাই সেসব লোকদের কাছে যাই। আর তাদেরসহ তাদের ঘরগুলো জ্বালিয়ে দেই। আমার প্রাণ যে সত্তার হাতে তাঁর শপথ করে বলছি, যদি তারা জানত যে, একটি মাংসল হাড় কিংবা দু'টি বকরীর ক্ষুর পাবে তাহলে তারা এশার জামাআতে অবশ্যই হাযির হত। মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র) ..... আবূ আবদুল্লাহ্ (বুখারী) (র) বলেন, مرماة অর্থ বকরীর ক্ষুরের মধ্যবর্তী গোশত। ছন্দগতভাবে منساة ميضاة এর ন্যায়। مرماة এর মীম বর্ণটি যেরযুক্ত।

٣٠٥٨ بَابُ هَلْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَمْنَعَ الْمُجْرِمِيْنَ وَأَهْلَ الْمَعْصِيَةِ مِنَ الْكَلَامِ مَعَهُ وَالزِّيَارَةِ وَنَحْوِهِ

৩০৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ শাসক আসামী ও অপরাধীদেরকে তার সাথে কথা বলা, দেখা-সাক্ষাৎ ইত্যাদি থেকে বারণ করতে পারবেন কিনা?

٦٧٣١ حَدَّثَنِى يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيْهِ حِيْنَ عَمِىَ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ لَمْ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى غَزْوَةٍ تَبُوْكَ فَذَكَرَ حَدِيْثَهُ وَنَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُسْلِمِيْنَ عَنْ كَلَامِنَا فَلَبِثْنَا عَلٰى ذٰلِكَ خَمْسِيْنَ لَيْلَةً وَأَذِنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِتَوْبَةِ اللّٰهِ عَلَيْنَا-

৬৭৩১ ইয়াহ্ইয়া ইবন বুকায়র (র) ..... আবদুর রহমান ইবন আবদুল্লাহ্ ইবন কা'ব ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবন কা'ব ইবন মালিক (রা), কা'ব (রা) অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তাঁর সন্তানদের থেকে তিনি তাঁকে (কা'ব) পথ দেখাতেন। তিনি বলেন, আমি কা'ব ইবন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন যে, যখন তিনি তাবূকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যোগদান না করে রয়ে গেলেন। তারপর তিনি পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করে বললেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমানদেরকে আমাদের সাথে কথা বলতে নিষেধ করে দিলেন। ফলে পঞ্চাশ রাত আমরা এভাবে অবস্থান করলাম। এরপর আল্লাহ তা'আলা আমাদের তওবা কবূল করেছেন বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ জানিয়ে দিলেন।

banglainternet.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ التَّمَنِّى

আকাঙ্ক্ষা অধ্যায়

٣٠٥٩ بَابُ مَا جَاءَ فِى التَّمَنِّى وَمَنْ تَمَنَّى الشَّهَادَةَ

৩০৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ আকাঙ্ক্ষা করা এবং যিনি শাহাদাত প্রত্যাশা করেন

٦٧٣٢ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ وَسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْلاَ اَنَّ رِجَالاً يَكْرَهُوْنَ اَنْ يَتَخَلَّفُوْا بَعْدِى وَلاَ اَجِدُ مَا اَحْمِلُهُمْ مَا تَخَلَّفْتُ لَوَدِدْتُ اَنِّى اُقْتَلُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ ، ثُمَّ اُحْيَا ثُمَّ اُقْتَلُ ، ثُمَّ اُحْيَا ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اُحْيَا ، ثُمَّ اُقْتَلُ-

৬৭৩২ সাঈদ ইবন উফায়র (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! যদি কিছু লোক আমার সঙ্গে শরীক না হয়ে পিছনে থেকে যাওয়াটা অপছন্দ না করত, আর সবাইকে বাহন (যুদ্ধ সরঞ্জাম) সরবরাহ করতে আমি অক্ষম না হতাম, তাহলে আমি কোন যুদ্ধ থেকেই পিছনে থাকতাম না। আমার বড়ই কামনা হয় যে, আমাকে আল্লাহ্র পথে শহীদ করা হয়, আবার জীবিত করা হয়। আবার শহীদ করা হয় আবার জীবিত করা হয়। আবার শহীদ করা হয় আবার জীবিত করা হয়। আবার শহীদ করা হয়।

٦٧٣٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ وَدِدْتُ اَنِّى لاَُقَاتِلُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاُقْتَلُ ثُمَّ اُحْيَا ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اُحْيَا ثُمَّ اُقْتَلُ فَكَانَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُهُنَّ ثَلاَثًا اَشْهَدُ لِلّٰهِ-

banglainternet.com

৬৭৩৩ আবদুল্লাহ্ ইবন ইউসুফ (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! আমি কামনা করি যেন আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করি। এতে আমাকে শহীদ

করা হয়। আবার জীবিত করা হয় আবার শহীদ করা হয়। আবার জীবিত করা হয়, আবার শহীদ করা হয়। আবূ হুরায়রা (রা) বললেন, বাক্যটি তিনি তিনবার বলেছেন। এ ব্যাপারে আমি আল্লাহ্‌র নামে সাক্ষ্য দিচ্ছি।

٣٠٦٠. بَابُ تَمَنِّى الْخَيْرِ ، وَقَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ لَوْ كَانَ لِى أُحُدٌ ذَهَبًا

৩০৬০. অনুচ্ছেদ ঃ কল্যাণের প্রত্যাশা করা। নবী ﷺ-এর বাণী ঃ যদি ওহুদ পাহাড় আমার জন্য স্বর্ণে পরিণত হত

٦٧٣٤ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَوْ كَانَ عِنْدِى اُحُدٌ ذَهَبًا لَاَحْبَبْتُ اَنْ لَا يَاتِىَ ثَلَاثٌ وَعِنْدِى مِنْهُ دِيْنَارٌ لَيْسَ شَىْءٌ اُرْصِدُهُ فِى دَيْنٍ عَلَىَّ اَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهُ-

৬৭৩৪ ইসহাক ইব্‌ন নাসর (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যদি ওহুদ (পাহাড়) পরিমাণ স্বর্ণ আমার কাছে থাকত, তাহলে আমি পছন্দ করতাম যে, তিন রাতও এরূপ অবস্থায় অতিবাহিত না হোক যে ঋণ আদায় করার জন্য ব্যতীত একটি দীনারও আমার কাছে থাকুক যা গ্রহণ করার মত লোক পাই।

٣٠٦١. بَابُ قَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ

৩০৬১. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর বাণী ঃ কোন কাজ সম্পর্কে যা পরে জানতে পেরেছি, তা যদি আগে জানতে পারতাম

٦٧٣٥ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِى عُرْوَةُ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْىَ وَلَحَلَلْتُ مَعَ النَّاسِ حِيْنَ حَلُّوْا-

৬৭৩৫ ইয়াহইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমার এ ব্যাপারে যদি আমি পূর্বে জানতাম যা পরে জানতে পেরেছি, তাহলে আমি হাদী (কুরবানীর পশু) সঙ্গে আনতাম না এবং লোকেরা যখন হালাল হয়েছে, তখন আমিও (ইহরাম) ছেড়ে হালাল হয়ে যেতাম।

٦٧٣٦ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَبَّيْنَا بِالْحَجِّ قَدِمْنَا مَكَّةَ لِاَرْبَعِ خَلَوْنَ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ فَاَمَرَنَا النَّبِىُّ ﷺ اَنْ نَطُوْفَ بِالْبَيْتِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَاَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً وَنَحِلَّ اِلَّا مَنْ مَعَهُ هَدْىٌ قَالَ وَلَمْ يَكُنْ مَعَ اَحَدٍ مِنَّا هَدْىٌ غَيْرَ النَّبِىِّ ﷺ وَطَلْحَةَ وَجَاءَ عَلِىٌّ مِنَ الْيَمَنِ مَعَهُ الْهَدْىُ ، فَقَالَ اَهْلَلْتُ بِمَا اَهَلَّ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا نَنْطَلِقُ

banglainternet.com

اِلَى مِنًى وَذَكَرُ اَحَدُنَا يَقْطُرُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّى لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا اَهْدَيْتُ وَلَوْلاَ اَنَّ مَعِى الْهَدْىَ لَحَلَلْتُ . قَالَ وَلَقِيَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ وَهُوَ يَرْمِى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَنَا هٰذِهِ خَاصَّةً ؟ قَالَ لاَ بَلْ لاَبَدٍ قَالَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ قَدِمَتْ مَكَّةَ وَهِىَ حَائِضٌ فَاَمَرَهَا النَّبِىُّ ﷺ اَنْ تَنْسُكَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ اَنَّهَا لاَ تَطُوْفُ بِالْبَيْتِ وَلاَ تُصَلِّى حَتَّى تَطْهُرَ . فَلَمَّا نَزَلُوْا الْبَطْحَاءَ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَنْطَلِقُوْنَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَاَنْطَلِقُ بِحَجَّةٍ قَالَ ثُمَّ اَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ اَنْ يَنْطَلِقَ مَعَهَا اِلَى التَّنْعِيْمِ فَاعْتَمَرَتْ عُمْرَةً فِى ذِى الْحَجَّةِ بَعْدَ اَيَّامِ الْحَجِّ-

৬৭৩৬ হাসান ইব্ন উমর (র)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম এবং আমরা হজ্জের তালবিয়া পাঠ করলাম। তারপর যিলহজ্জ মাসের চারদিন অতিবাহিত হওয়ার পর আমরা মক্কায় এসে পৌঁছলাম। তখন নবী ﷺ আমাদের বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করতে এবং সাফা ও মারওয়ার সায়ী করতে আদেশ দিলেন এবং এটাকে উমরা বানাতে ও ইহ্‌রাম খুলে হালাল হতে বললেন। তবে যাদের সাথে হাদী ছিল তাদের এ হুকুম দেননি। জাবির (রা) বলেন, নবী ﷺ ও তালহা (রা) ছাড়া আমাদের আর কারো সাথে হাদী ছিল না। এ সময় আলী (রা) ইয়ামান থেকে আসলেন। তাঁর সাথে হাদী ছিল। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে রূপ ইহ্‌রাম বেঁধেছেন, আমিও সেরূপ ইহ্‌রাম বেঁধেছি। সাহাবা কিরাম (রা) বললেন, আমরা মিনার দিকে যাচ্ছি। অথচ আমাদের কারো কারো পুরুষাঙ্গ বীর্য টপকাচ্ছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আমি আমার এ বিষয়ে যদি পূর্বে জানতাম যা আমি পরে জানতে পেরেছি, তাহলে আমি হাদী সঙ্গে আনতাম না। আর আমার সঙ্গে যদি হাদী না থাকত তাহলে আমি অবশ্যই হালাল হয়ে যেতাম। রাবী বলেন, পরে নবী ﷺ জামরা-ই-আকাবাতে কংকর নিক্ষেপ করছিলেন, এমতাবস্থায় তাঁর সাথে সুরাকা ইব্ন মালিক (রা) সাক্ষাৎ করলেন। তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটা কি শুধু আমাদের জন্যই? তিনি বললেন ঃ না, বরং এটা চিরদিনের জন্য। জাবির (রা) বলেন, আয়েশা (রা) ঋতুমতী অবস্থায় মক্কায় পৌঁছেছিলেন। তখন নবী ﷺ তাঁকে নির্দেশ দিলেন যে, হজ্জের যাবতীয় কাজকর্ম যথারীতি করে যাও, তবে পবিত্র হওয়ার আগ পর্যন্ত বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করো না এবং নামায আদায় করো না। তারা যখন বুতহা নামক স্থানে অবতরণ করলেন, আয়েশা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনারা একটি হজ্জ ও একটি উমরা নিয়ে ফিরলেন। আর আমি কি শুধুমাত্র একটি হজ্জ নিয়ে ফিরব? জাবির (রা) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে তাঁকে তানঈমে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। পরে আয়েশা (রা) যিলহজ্জ মাসে হজ্জের দিনগুলোর পরে একটি উমরা আদায় করেন।

banglainternet.com

٣٠٦٢ بَابُ قَوْلِهِ لَيْتَ كَذَا وَكَذَا

৩০৬২. অনুচ্ছেদ ঃ (নবী ﷺ)-এর বাণী ঃ যদি এরূপ এরূপ হত

٦٧٣٧ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَامِرِبْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ أَرَقَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ ثُمَّ قَالَ لَيْتَ رَجُلاً صَالِحًا مِنْ أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ اِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ السِّلاَحِ ؟ قَالَ مَنْ هٰذَا قِيْلَ سَعْدٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ جِئْتُ أَحْرُسُكَ فَنَامَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى سَمِعْنَا غَطِيْطَهُ وَقَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ بِلاَلٌ : أَلاَ لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيْتَنَّ لَيْلَةً بِوَادٍ وَحَوْلِي اِذْخِرٌ وَجَلِيْلٌ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ -

৬৭৩৭ খালিদ ইব্ন মুখাল্লাদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাত নবী ﷺ জাগ্রত রইলেন। পরে তিনি বললেন ঃ যদি আমার সাহাবীদের কোন এক নেক ব্যক্তি আজ রাত আমার পাহারাদারী করত! হঠাৎ আমরা অস্ত্রের আওয়ায শুনতে পেলাম। তখন তিনি বললেন ঃ এ কে? বলা হল, এ হচ্ছে সা'দ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার পাহারাদারীর জন্য এসেছি। তখন নবী ﷺ ঘুমালেন, এমন কি আমরা তাঁর নাক ডাকার আওয়ায শুনতে পেলাম। আয়েশা (রা) বলেন, বিলাল (রা) আবৃত্তি করেছিল- হায়! আমার উপলব্ধি, আমি কি উপত্যকায় রাত যাপন করতে পারব, যখন আমার পাশে হবে জালীল ও ইযখির ঘাস। পরে আমি নবী ﷺ -কে এ খবর পৌঁছিয়ে ছিলাম।

٣٠٦٣ بَابُ تَمَنِّى الْقُرْاٰنِ وَالْعِلْمِ

৩০৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন (অধ্যয়ন) ও ইল্‌ম (জ্ঞানার্জনের) আকাঙ্ক্ষা করা

٦٧٣٨ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَحَاسُدَ اِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ ، رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ ، فَهُوَ يَتْلُوْهُ مِنْ اٰنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يَقُوْلُ لَوْ أُوْتِيْتُ مِثْلَ مَا أُوْتِيَ هٰذَا لَفَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ ، وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً يُنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ فَيَقُوْلُ لَوْ أُوْتِيْتُ مِثْلَ مَا أُوْتِيَ لَفَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ-

৬৭৩৮ উসমান ইব্ন আবূ শায়বা (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ দু'টি বিষয় ছাড়া ঈর্ষা করা যায় না। একটি হল এমন ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন দান করেছেন। সে তা দিবারাত্রি তিলাওয়াত করে। (শ্রোতাদের) কেউ বলল, একে যা দান করা হয়েছে, যদি আমাকেও তা দান করা হত, তবে সে যেরূপ করছে, আমিও সেরূপ করতাম। অপরটি হল, এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ তা'আলা মাল দান করেছেন, সে তা ন্যায়সঙ্গতভাবে খরচ করে। (তা দেখে) কেউ বলল, যদি তাকে যা প্রদান করা হয়েছে তা আমাকে প্রদান করা হত, তাহলে সে যা করে আমিও তা করতাম।

banglainternet.com

٣٠٦٤ بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّمَنِّي وَقَوْلِ اللّٰهِ وَلاَ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ اَلاٰيَةَ

৩০৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ যে বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা করা নিষিদ্ধ। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ যা দ্বারা আল্লাহ্ তোমাদের কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তোমরা তার লালসা করো না ..... (৪ ঃ ৩২)

٦٧٣٩ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ اَنَسٍ قَالَ قَالَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ لَوْلاَ اَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ لَتَمَنَّيْتُ-

৬৭৩৯ হাসান ইব্‌ন রাবী (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি আমি নবী ﷺ-কে এ কথা বলতে না শোনতাম যে, তোমরা মৃত্যুর কামনা করো না, তাহলে অবশ্যই আমি কামনা করতাম।

٦٧٤٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنِ ابْنِ اَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ قَالَ اَتَيْنَا خَبَّابَ بْنَ الْاَرَتِّ نَعُوْدُهُ وَقَدِ اكْتَوٰى سَبْعًا فَقَالَ لَوْلاَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَانَا اَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ-

৬৭৪০ মুহাম্মদ (র) ..... কায়স (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা খাব্বাব ইব্‌ন আরাত্ (রা) এর শুশ্রূষায় গেলাম। তিনি সাতটি দাগ লাগিয়েছিলেন। তখন তিনি বললেন, যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে মউতের জন্য দোয়া করতে নিষেধ না করতেন, তাহলে আমি অবশ্যই এর দোয়া করতাম।

٦٧٤١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِي عُبَيْدٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَتَمَنَّى اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ اِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَزْدَادُ وَاِمَّا مُسِيْئًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ قَالَ اَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ اَبُوْ عُبَيْدٍ اسْمُهُ سَعْدُ بْنُ عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَزْهَرَ-

৬৭৪১ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (রা)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ তোমাদের কেউ মৃত্যু কামনা করবে না। কেননা, (কামনাকারী) সে যদি সৎকর্মশীল হয় তবে (বেঁচে থাকলে) হয়ত সে সৎকর্ম বৃদ্ধি করবে। কিংবা সে পাপাচারী হবে, তাহলে হয়ত সে অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করবে। আবূ আবদুল্লাহ্ (বুখারী (র) বলেন, আবূ উবায়দ-এর নাম হচ্ছে সা'দ ইব্‌ন উবায়দ আবদুর রহমান ইব্‌ন আযহার এর আযাদকৃত গোলাম।

banglainternet.com

٣٠٦٥ بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لَوْلاَ اللّٰهُ مَا اهْتَدَيْنَا

৩০৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ কারোর উক্তি ঃ যদি আল্লাহ্ না করতেন তাহলে আমরা কেউ হেদায়েত লাভ করতাম না

٦٧٤٢ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبِى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَنْقُلُ مَعَنَا التُّرَابَ يَوْمَ الْاَحْزَابِ وَلَقَدْ رَاَيْتُهُ وَارَى التُّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ يَقُوْلُ : لَوْلَا اَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا نَحْنُ وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا ، فَاَنْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا ، اِنَّ الْاُوْلٰى وَرُبَمَا قَالَ الْمَلَاءُ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا اِذَا اَرَادُوا فِتْنَةً اَبَيْنَا اَبَيْنَا يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ-

৬৭৪২ আবদান (র)..... বারাআ ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধে নবী ﷺ আমাদের সাথে মাটি উঠাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে দেখতে পেলাম, তাঁর পেটের শুভ্রতাকে মাটি আচ্ছাদিত করে ফেলেছে। তিনি পড়ছিলেন ঃ

(হে আল্লাহ্!) যদি আপনি না করতেন তাহলে আমরা হেদায়েত লাভ করতাম না এবং আমরা সাদাকা করতাম না, আর নামাযও পড়তাম না। অতএব আপনি আমাদের উপর শান্তি অবতীর্ণ করুন। নিঃসন্দেহে প্রথম দলটি আমাদের উপর যুলুম করেছে; কখনো বলতেন, নিঃসন্দেহে একদল লোক আমাদের উপর যুলুম করেছে, যখন তারা কোনরূপ ফিত্‌নার ইচ্ছা করে আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি। 'প্রত্যাখ্যান করি'-এ কথাটি উচ্চস্বরে বলতেন।

٣٠٦٦ بَابُ كَرَاهِيَةِ التَّمَنِّى لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَرَوَاهُ الْاَعْرَجُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ -

৩০৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ শত্রুর মুখোমুখী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা নিষিদ্ধ। এ মর্মে আরাজ (র) আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন

٦٧٤٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ اَبِى النَّضْرِ مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَكَانَ كَاتِبًا لَهُ قَالَ كَتَبَ اِلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِى اَوْفٰى فَقَرَاْتُهُ فَاِذَا فِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ-

৬৭৪৩ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)..... আবূ নাযর সালিম (রা) যিনি উমর ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্‌র আযাদকৃত গোলাম এবং তার কাতিব (সচিব) ছিলেন, বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তার কাছে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ আওফা (রা) একটি চিঠি লিখলেন, আমি তা পাঠ করলাম। তাতে লেখা ছিল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা শত্রুর মুখোমুখী হওয়া কামনা করো না বরং আল্লাহ্ তা'আলার কাছে শান্তি কামনা কর।

banglainternet.com

٣٠٦٧ بَابُ مَا يَجُوْزُ مِنَ اللَّوْ وَقَوْلِهِ تَعَالٰى لَوْ اَنَّ لِىْ بِكُمْ قُوَّةً

৩০৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ لو 'যদি' শব্দটি বলা কতখানি বৈধ। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমাদের উপর যদি আমার শক্তি থাকত (১১ ঃ ৮০)

٦٧٤٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمُتَلاَعِنَيْنِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ شَدَّادٍ اَهِيَ الَّتِي قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا امْرَاَةً عَنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ قَالَ لاَ تِلْكَ امْرَاَةٌ اَعْلَنَتْ-

৬৭৪৪ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) ..... কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) দু'জন লি'আনকারীর ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন শাদ্দাদ বললেন, এ কি সেই স্ত্রীলোক যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন, যদি বিনা প্রমাণে কোন স্ত্রীলোককে রজম করতাম? তিনি বললেন, না, সে স্ত্রীলোকটি প্রকাশ্যে অশ্লীল কাজ করেছে।

٦٧٤٥ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا عَطَاءٌ قَالَ اَعْتَمَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْعِشَاءِ فَخَرَجَ عُمَرُ فَقَالَ الصَّلاَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رَقَدَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ وَرَاْسُهُ يَقْطُرُ يَقُوْلُ : لَوْ لاَ اَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِي ، اَوْ عَلَى النَّاسِ ، وَقَالَ سُفْيَانُ اَيْضًا عَلَى اُمَّتِي لاَمَرْتُهُمْ بِالصَّلاَةِ هٰذِهِ السَّاعَةَ-وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَخَّرَ النَّبِيُّ ﷺ هٰذِهِ الصَّلاَةَ فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ رَقَدَ النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ فَخَرَجَ وَهُوَ يَمْسَحُ الْمَاءَ عَنْ شِقِّهِ يَقُوْلُ اِنَّهُ لَلْوَقْتُ لَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِي ، وَقَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا عَطَاءٌ لَيْسَ فِيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ ، اَمَّا عَمْرٌو فَقَالَ رَاْسُهُ يَقْطُرُ ، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ يَمْسَحُ الْمَاءَ عَنْ شِقِّهِ ، قَالَ عَمْرٌو لَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِي ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اِنَّهُ لَلْوَقْتُ لَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِي ، وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ-

৬৭৪৫ আলী (র) ..... আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর এশার নামায বিলম্ব হল। তখন উমর (রা) বেরিয়ে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! নামায। (এদিকে) মহিলা ও শিশুরা ঘুমিয়ে যাচ্ছেন। তখন তিনি বেরিয়ে এলেন, তাঁর মাথা থেকে পানি টপকে পড়ছে। তিনি বলছিলেন, যদি আমার উম্মাতের জন্য, কিংবা বলেছিলেন, লোকের জন্য সুফিয়ানও বলেছেন, আমার উম্মতের জন্য কষ্টসাধ্য মনে না করতাম, তাহলে অবশ্যই তাদের এ সময়ে নামায আদায়ের নির্দেশ দিতাম। ইব্ন জুরায়জ আতার সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এই নামায বিলম্ব করলেন। ফলে উমর (রা) এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মহিলা ও শিশুরা ঘুমিয়ে যাচ্ছে। তখন তিনি তাঁর মাথার পার্শ্ব থেকে পানি মুছতে মুছতে বেরিয়ে এসে বললেন ঃ আসলে এটাই সময়। এরপর বললেন ঃ যদি আমি আমার উম্মতের উপর কষ্টসাধ্য মনে না করতাম.....। আমর এ হাদীসটি আতা থেকে বর্ণনা করেন, সে সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নাম নেই। তবে আমর বলেছেন যে, তাঁর মাথা থেকে পানি টপকে পড়ছিল। আর ইব্ন জুরায়জ বলেন, তিনি তাঁর এক

banglainternet.com

পার্শ্ব থেকে পানি মুছছিলেন। আবার আমরের সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি আমি আমার উম্মতের উপর কষ্টসাধ্য মনে না করতাম। আর ইবন জুরায়জ বলেন, এটাই সময়। যদি আমি আমার উম্মতের উপর কষ্টসাধ্য মনে না করতাম.....। তবে ইবরাহীম ইবন মুনযির ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে হাদীসটি বর্ণিত আছে।

٦٧٤٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِى لاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ-

৬৭৪৬ ইয়াহ্ইয়া ইবন বুকায়র (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যদি আমার উম্মতের উপর কষ্টসাধ্য মনে না করতাম, তাহলে আমি তাদের মিস্ওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।

٦٧٤٧ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ وَاصَلَ النَّبِىُّ ﷺ اٰخِرَ الشَّهْرِ وَوَاصَلَ اُنَاسٌ مِنَ النَّاسِ فَبَلَغَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ لَوْ مُدَّ لِىَ الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ وِصَالاً يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُوْنَ تَعَمُّقَهُمْ اِنِّى لَسْتُ مِثْلَكُمْ اِنِّى اَظَلُّ يُطْعِمُنِى رَبِّىْ وَيَسْقِيْنِ. تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُغِيْرَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ -

৬৭৪৭ আইয়াস ইবন ওয়ালীদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, (একটি) মাসের শেষাংশে নবী ﷺ বিরতিহীন রোযা রাখলেন এবং আরো কতিপয় লোকও বিরতিহীনভাবে রোযা পালন করতে লাগল। এ সংবাদ নবী ﷺ-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন ঃ যদি আমার এ মাস দীর্ঘায়িত হত, তবুও আমি এভাবে বিরতিহীন রোযা রাখতাম। যাতে অধিক কষ্টকারীরা তাদের কষ্ট করা ছেড়ে দেয়। আমি তো তোমাদের মত নই, আমার প্রতিপালক আমাকে আহার করায় এবং পান করায়। সুলায়মান ইবন মুগীরা আনাস (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে হুমায়দ-এর অনুসরণ করেছেন।

٦٧٤٨ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ ح وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ . قَالُوْا فَاِنَّكَ تُوَاصِلُ . قَالَ اَيُّكُمْ مِثْلِىْ اِنِّىْ اَبِيْتُ يُطْعِمُنِىْ رَبِّىْ وَيَسْقِيْنِ . فَلَمَّا اَبَوْا اَنْ يَنْتَهُوْا وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَاَوُا الْهِلاَلَ فَقَالَ لَوْ تَاَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ-

banglainternet.com

৬৭৪৮ আবুল ইয়ামান (র) ও লাইছ (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিরতিহীন রোযা রাখতে নিষেধ করলেন। সাহাবাগণ বললেন, আপনি বিরতিহীন রোযা রাখছেন? তিনি

বললেন ঃ তোমাদের কে আছ আমার মতো? আমি তো রাত্রি যাপন করি এমতাবস্থায় যে, আমার প্রতিপালক আমাকে আহার করান ও পান করান। কিন্তু তারা যখন বিরত থাকতে অস্বীকার করলেন, তখন তিনি তাদেরসহ একদিন, তারপর আর একদিন রোযা রাখলেন। তারপর তারা নতুন চাঁদ দেখতে পেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেনঃ যদি চাঁদ আরো দেরীতে উদিত হত, তাহলে আমিও তোমাদের (রোযা) বাড়াতাম। তিনি যেন তাদেরকে শাসাচ্ছিলেন।

٦٧٤٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنَا اَشْعَثُ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَاَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْجَدْرِ اَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ ؟ قَالَ نَعَمْ . قُلْتُ فَمَالَهُمْ لَمْ يُدْخِلُوْهُ فِي الْبَيْتِ ؟ قَالَ اِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمِ النَّفَقَةُ . قُلْتُ فَمَا شَاْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا ؟ قَالَ فَعَلَ ذَاكِ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاؤُا . وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاؤُا لَوْلَا اَنَّ قَوْمَكِ حَدِيْثٌ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ فَاَخَافُ اَنْ تُنْكِرَ قُلُوْبُهُمْ اَنْ اَدْخِلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِ وَاَنْ اُلْصِقَ بَابَهُ فِي الْاَرْضِ-

৬৭৪৯ মুসাদ্দাদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে কা'বার বাইরের দেওয়াল (যাকে হাতীমে কা'বা বলা হয়) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, এটা কি কা'বা ঘরের অংশ ছিল? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। আমি বললাম, তাহলে তারা এ অংশকে (কা'বা) ঘরের ভিতরে শামিল করল না কেন? তিনি বললেন ঃ তোমার গোত্রের খরচে অনটন দেখা দিয়েছিল। আমি বললাম ঃ এর দরজাটা এত উচ্চে স্থাপিত হল কেন? তিনি বললেন ঃ এটা তোমার গোত্র এজন্য করেছিল, যাতে তারা যাকে ইচ্ছা প্রবেশ করতে দেবে এবং যাকে ইচ্ছা বাধা প্রদান করবে। তবে যদি তোমার গোত্র সদ্য জাহেলিয়াত মুক্ত না হত, এরপর তাদের অন্তর বিগড়িয়ে যাওয়ার ভয় না হত তাহলে আমি বহির্ভূত দেওয়ালকে কা'বা ঘরের মাঝে শামিল করে দিতাম এবং এর দরজাকে মাটির বরাবরে মিলিয়ে দিতাম।

٦٧٥٠ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَاً مِنَ الْاَنْصَارِ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتِ الْاَنْصَارُ وَادِيًا اَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْاَنْصَارِ اَوْ شِعْبَ الْاَنْصَارِ-

৬৭৫০ আবুল ইয়ামান (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যদি হিজরত না হত, তাহলে আমি আনসারদের অন্তর্ভুক্ত একজন হতাম। আর লোকেরা যদি এক উপত্যকা দিয়ে গমন করত আর আনসাররা যদি অন্য উপত্যকা দিয়ে কিংবা গিরিপথ দিয়ে গমন করত, তাহলে আমি আনসারদের উপত্যকা বা গিরিপথ দিয়েই গমন করতাম।

banglainternet.com

٦٧٥١ حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرًا مِنَ الْاَنْصَارِ . وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا اَوْ شِعْبًا ، لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْاَنْصَارِ وَشِعْبَهَا. تَابَعَهُ اَبُو التَّيَّاحِ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الشِّعْبِ-

৬৭৫১ মূসা (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়িদ (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন ঃ যদি হিজরত না হত, তাহলে আমি আনসারদের অন্তর্ভুক্ত একজন হতাম। আর লোকেরা যদি কোন এক উপত্যকা বা গিরিপথ দিয়ে গমন করত, তাহলে আমি আনসারদের উপত্যকা বা গিরিপথ দিয়ে গমন করতাম। আবূ তাইয়াহ্ (র) আনাস (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস 'উপত্যকার' কথা উল্লেখ করে আব্বাদ ইব্ন তামীম-এর অনুসরণ করেছেন।

banglainternet.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ أَخْبَارِ الْآحَادِ

খবরে ওয়াহিদ অধ্যায়

٣٠٦٨ بَابُ مَا جَاءَ فِي اِجَازَةِ خَبَرُ الْوَاحِدِ الصَّدُوْقِ فِي الْاَذَانِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْفَرَائِضِ وَالْاَحْكَامِ وَقَوْلِ اللّٰهِ : فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ، وَيُسَمَّى الرَّجُلُ طَائِفَةً لِقَوْلِهِ : وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا ، فَلَوِ اقْتَتَلَ رَجُلَانِ دَخَلَ فِيْ مَعْنَى الْاٰيَةِ وَقَوْلِهِ اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاءٍ فَتَبَيَّنُوْا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ وَكَيْفَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ اُمَرَاءَهُ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ فَاِنْ سَهَا اَحَدٌ مِنْهُمْ رُدَّ اِلَى السُّنَّةِ-

৩০৬৩ অনুচ্ছেদ ঃ সত্যবাদী বর্ণনাকারীর খবরে ওয়াহিদ আযান, নামায, রোযা, ফরয ও অন্যান্য আহ্কামের বিষয় গ্রহণযোগ্য। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "তাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বহির্গত হয় না কেন? যাতে তারা দীন সম্বন্ধে জ্ঞানানুশীলন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে, যাতে তারা সতর্ক হয় (৯ ঃ ১২২)

طائفة শব্দটি এক ব্যক্তিকেও বলা যায়। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ মু'মিনদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে..... (৪৯ ঃ ৯) অতএব যদি দুই ব্যক্তি দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় তবে তা এ আয়াতের অর্থের অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ যদি কোন পাপাচারী তোমাদের কাছে কোন বার্তা আনয়ন করে, তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত না কর..... (৪৯ ঃ ৬)। নবী ﷺ কিরূপে তাঁর আমীরদেরকে পর্যায়ক্রমে একজনের পর একজনকে পাঠাতেন- যেন তাদের কেউ ভুল করলে তাকে সুন্নাতের দিকে ফিরিয়ে আনা হয়

٦٧٥٢ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ اَبِيْ قِلَابَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ قَالَ اَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُوْنَ فَاَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَفِيْقًا فَلَمَّا ظَنَّ قَدِ اشْتَهَيْنَا اَهْلَنَا

banglainternet.com

اَوْ قَدِ اشْتَقْنَا سَاَلْنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا فَاَخْبَرْنَاهُ قَالَ ارْجِعُوا اِلَى اَهْلِيْكُمْ فَاَقِيْمُوْا فِيْهِمْ وَعَلِّمُوْهُمْ وَمُرُوْهُمْ وَذَكَرَ اَشْيَاءَ اَحْفَظُهَا اَوْلاَ اَحْفَظُهَا وَصَلُّوْا كَمَا رَاَيْتُمُوْنِىْ اُصَلِّىْ فَاِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ اَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمُّكُمْ اَكْبَرُكُمْ-

৬৭৫২ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... মালিক ইবন হুওয়ায়রিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ -এর কাছে এলাম। আমাদের সকলেই সমবয়সী যুবক ছিলাম। আমরা বিশ রাত পর্যন্ত তাঁর কাছে অবস্থান করলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছিলেন কোমল হৃদয়ের অধিকারী। তিনি যখন অনুমান করতে পারলেন যে আমরা আমাদের স্ত্রী-পরিজনের প্রতি আগ্রহী হয়ে পড়েছি, কিংবা আসক্ত হয়ে পড়েছি তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে, আমরা বাড়িতে কাদেরকে রেখে এসেছি। আমরা তাকে অবগত করলাম। তিনি বললেন ঃ তোমরা তোমাদের পরিজনের নিকট ফিরে যাও এবং তাদের মাঝে অবস্থান কর, আর তাদেরকে (দীন) শিক্ষা দিও। আর তাদের নির্দেশ দিও। তিনি (মালিক) কতিপয় বিষয়ের উল্লেখ করেছিলেন, যা আমি স্মরণ রেখেছি বা রাখতে পারিনি। (নবী ﷺ আরো বলেছিলেন) তোমরা আমাকে যেভাবে নামায আদায় করতে দেখছ সেভাবে নামায আদায় কর। যখন নামাযের সময় উপস্থিত হয়, তখন যেন তোমাদের কোন একজন তোমাদের উদ্দেশ্যে আযান দেয়, আর তোমাদের মধ্যে যে বড় সে যেন তোমাদের ইমামতি করে।

٦٧٥٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيٰى عَنِ التَّيْمِىِّ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَمْنَعَنَّ اَحَدَكُمْ اَذَانُ بِلاَلٍ مِنْ سَحُوْرِهِ فَاِنَّهُ يُؤَذِّنُ اَوْ قَالَ يُنَادِىْ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ وَلَيْسَ الْفَجْرُ اَنْ يَقُوْلَ هٰكَذَا ، وَجَمَعَ يَحْيٰى كَفَّيْهِ حَتّٰى يَقُوْلَ هٰكَذَا ، وَمَدَّ يَحْيٰى اِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ-

৬৭৫৩ মুসাদ্দাদ (র)..... ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ বিলালের আযান যেন তোমাদের কাউকে স্বীয় সাহরী খাওয়া থেকে বিরত না করে। কেননা, সে আযান দিয়ে থাকে, কিংবা বলেছিলেন ঘোষণা দিয়ে থাকে, তোমাদের যারা নামাযে নিরত ছিলে তারা যেন নামায থেকে বিরত হয় এবং যারা ঘুমিয়েছিলে তারা যেন জাগ্রত হয়। এরূপ হলে ফজর হয় না- এই বলে ইয়াহ্ইয়া উভয় হাতের তালুদ্বয়কে একত্রিত করলেন (অর্থাৎ আলো আকাশের দিকে দীর্ঘ হলে) বরং এরূপ হলে ফজর হয়, এ বলে ইয়াহ্ইয়া তার দুই তর্জনীকে ডানে-বামে প্রসারিত করলেন অর্থাৎ ভোরের আলো পূর্বাকাশে উত্তরে দক্ষিণে ছড়িয়ে পড়লে)।

٦٧٥٤ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ بِلاَلاً يُنَادِىْ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يُنَادِىَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ-

banglainternet.com

৬৭৫৪ মূসা ইবন ইসমাঈল (র)..... আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ বিলাল (রা) রাত থাকতে আযান দিয়ে থাকে, অতএব তোমরা পানাহার করতে পার যতক্ষণ না ইবন উম্মে মাকতূম (রা) আযান দেয়।

٦٧٥٥ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ صَلّٰى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيْلَ لَهُ اَزِيْدَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوْا صَلَّيْتَ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ-

৬৭৫৫ হাফস ইব্‌ন উমর (র).....আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের নিয়ে যুহরের নামায পড়তে পাঁচ রাকাত আদায় করলেন। তাকে বলা হল, নামায কি বর্ধিত করা হয়েছে? তিনি বললেন ঃ তোমার কি হয়েছে? তাঁরা বললেন, আপনি পাঁচ রাকাত আদায় করেছেন। তখন তিনি সালাম শেষে দুটো সিজ্‌দা (সিজ্‌দায়ে সাহু) দিলেন।

٦٧٥٦ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ انْصَرَفَ مِنِ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ اَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَمْ نَسِيْتَ فَقَالَ اَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ اُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ اَوْ اَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ ثُمَّ رَفَعَ-

৬৭৫৬ ইসমাঈল (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুই রাকাত আদায় করেই নামায শেষ করে দিলেন। তখন যুল ইয়াদাইন (রা) তাঁকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, নামায কি সংক্ষিপ্ত করে দেওয়া হয়েছে, না আপনি ভুলে গেছেন। তিনি বললেন ঃ যুল ইয়াদাইন কি সত্য বলছে? লোকেরা বলল, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়ালেন এবং অবশিষ্ট দু'রাকাত আদায় করলেন। তারপর তিনি সালাম ফিরালেন এবং তাকবীর বলে পূর্বের সিজ্‌দার ন্যায় কিংবা তার চেয়ে দীর্ঘ করে সিজ্‌দা করলেন এবং মাথা উঠালেন, তারপর আবার তাকবীর বলে পূর্বের ন্যায় সিজ্‌দা করলেন ও মাথা উঠালেন।

٦٧٥٧ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِيْ صَلَاةِ الصُّبْحِ اِذْ جَاءَهُمْ اٰتٍ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْاٰنٌ وَقَدْ اُمِرَ اَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوْهَا وَكَانَتْ وُجُوْهُهُمْ اِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوْا اِلَى الْكَعْبَةِ-

৬৭৫৭ ইসমাঈল (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা কু'বার মসজিদে ফজরের নামাযে নিরত ছিলেন, এমন সময় একজন আগন্তুক এসে বলল, (গত) রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উপর কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং কা'বাকে কিব্‌লা বানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা কা'বার দিকে মুখ করে দাঁড়াও। তখন তাদের চেহারা ছিল সিরিয়ার দিকে, তারপর তারা কা'বার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন।

banglainternet.com

٦٧٥٨ حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ ، صَلّٰى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ ، اَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ

شَهْرًا ، وَكَانَ يُحِبُّ اَنْ يُوَجَّهَ اِلَى الْكَعْبَةِ . فَاَنْزَلَ اللّٰهُ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ، فَوَجِّهْ نَحْوَ الْكَعْبَةِ وَصَلَّى مَعَهُ رَجُلٌ الْعَصْرَ ثُمَّ خَرَجَ فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ هُوَ يَشْهَدُ اَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَّهُ قَدْ وُجِّهَ اِلَى الْكَعْبَةِ فَانْحَرَفُوْا وَهُمْ رُكُوْعٌ فِىْ صَلاَةِ الْعَصْرِ-

৬৭৫৮ ইয়াহইয়া (র)..... বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনায় আগমন করেন, তখন ষোল অথবা সতের মাস বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায আদায় করলেন। আর তিনি কা'বার দিকে মুখ করে দাঁড়াতে খুবই আগ্রহী ছিলেন। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ "আকাশের দিকে তোমার বারবার তাকানোকে আমি অবশ্যই লক্ষ্য করছি। সুতরাং তোমাকে এমন কিবলার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি যা তুমি পছন্দ কর।" (২ ঃ ১৪৪) তখন তাঁকে কা'বার দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। আর তাঁর সাথে এক ব্যক্তি আসরের নামায আদায় করেছিল। এরপর সে বেরিয়ে আনসারীদের এক সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে গমন করল এবং সে সাক্ষ্য দিয়ে বলল যে, সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে নামায আদায় করে এসেছে আর কিবলা কা'বার দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তখন তাঁরা দিক পরিবর্তন করলেন। এ সময় তাঁরা আসরের নামাযে রুকূ' অবস্থায় ছিলেন।

٦٧٥٩ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ اَسْقِى اَبَا طَلْحَةَ الْاَنْصَارِىَّ وَاَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَاُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ شَرَابًا مِنْ فَضِيْخٍ وَهُوَ تَمْرٌ فَجَاءَهُمْ اٰتٍ فَقَالَ اِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ يَا اَنَسُ قُمْ اِلٰى هٰذِهِ الْجِرَارِ فَاكْسِرْهَا . قَالَ اَنَسٌ فَقُمْتُ اِلٰى مِهْرَاسٍ لَنَا فَضَرَبْتُهَا بِاَسْفَلِهِ حَتّٰى انْكَسَرَتْ-

৬৭৫৯ ইয়াহইয়া ইব্ন কাযাআ (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ তালহা আনসারী, আবূ উবায়দা ইব্ন জাররাহ্ ও উবাই ইব্ন কা'বকে আধাপাকা খেজুরের তৈরি শরাব পরিবেশন করছিলাম। তখন তাদের কাছে একজন আগন্তুক এসে বলল, নিঃসন্দেহে শরাব হারাম করে দেওয়া হয়েছে। আবূ তালহা (রা) বললেন, হে আনাস! তুমি গিয়ে এ মটকাগুলো ভেঙ্গে ফেল। আনাস (রা) বলেন, আমি উঠে গিয়ে আমাদের ঘটি দিয়ে তার তলায় আঘাত করলাম আর তা ভেঙ্গে গেল।

٦٧٦٠ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ صِلَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِاَهْلِ نَجْرَانَ لَاَبْعَثَنَّ اِلَيْكُمْ رَجُلاً اَمِيْنًا حَقَّ اَمِيْنٍ فَاسْتَشْرَفَ لَهَا اَصْحَابُ النَّبِىِّ ﷺ فَبَعَثَ اَبَا عُبَيْدَةَ-

banglainternet.com

৬৭৬০ সুলায়মান ইব্ন হারব (র).....হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নাজরানের অধিবাসীদের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ আমি তোমাদের জন্য এমন একজন লোক পাঠাব, যিনি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বস্ত। নবী ﷺ-এর সাহাবীরা এর জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। পরে তিনি আবূ উবায়দাকে পাঠালেন।

٦٧٦١ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ اَبِىْ قِلَابَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَمِيْنٌ وَاَمِيْنُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ -

৬৭৬১ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক উম্মতের মাঝে একজন বিশ্বস্ত লোক থাকে আর এ উম্মতের বিশ্বস্ত ব্যক্তিটি হল আবূ উবায়দা ইব্‌নুল জাররাহ্ (রা)।

٦٧٦٢ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ اِذَا غَابَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَشَهِدْتُهُ اَتَيْتُهُ بِمَا يَكُوْنُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاِذَا غِبْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَشَهِدَهُ وَاَتَانِىْ بِمَا يَكُوْنُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

৬৭৬২ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র)..... উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, জনৈক আনসারী সাহাবী ছিলেন, তিনি যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে অনুপস্থিত থাকতেন আমি তার কাছে উপস্থিত থাকতাম। তাহলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এখানে যা কিছু ঘটত তা আমি তাকে বর্ণনা করতাম। আর যদি আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুপস্থিত থাকতাম আর তিনি উপস্থিত থাকতেন, তাহলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে যা কিছু ঘটত তিনি এসে তা আমাকে বর্ণনা করতেন।

٦٧٦٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَلِىٍّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَعَثَ جَيْشًا وَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً فَاَوْقَدَ نَارًا فَقَالَ ادْخُلُوْهَا فَاَرَادُوْا اَنْ يَدْخُلُوْهَا فَقَالَ اٰخَرُوْنَ اِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْهَا فَذَكَرُوْا لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ لِلَّذِيْنَ اَرَادُوْا اَنْ يَدْخُلُوْهَا لَوْ دَخَلُوْهَا لَمْ يَزَالُوْا فِيْهَا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَقَالَ لِلْاٰخَرِيْنَ لاَ طَاعَةَ فِىْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ-

৬৭৬৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশশার (র)..... আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি ক্ষুদ্র সেনাদল প্রেরণ করলেন এবং এক ব্যক্তিকে তাঁদের আমীর নিযুক্ত করে দিলেন। তিনি (আমীর) অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করে বললেন, তোমরা এতে প্রবেশ কর। কতিপয় লোক (আমীরের আনুগত্যের মানসে) তাতে প্রবেশ করতে যাচ্ছিল। এ সময় অন্যরা বলল, আমরা তো (ইসলাম গ্রহণ করে) আগুন থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে চেয়েছি। পরে তারা এ ঘটনা নবী ﷺ-এর নিকট ব্যক্ত করলেন। তখন তিনি যাঁরা আগুনে প্রবেশ করতে চেয়েছিলেন তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ যদি তারা তাতে প্রবেশ করত তাহলে কিয়ামত পর্যন্তই সেখানে থাকত। আর অন্যদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ আল্লাহ্‌র নাফরমানীর কাজে কোনরূপ আনুগত্য নেই। আনুগত্য করতে হয় কেবলমাত্র বৈধ কাজে।

banglainternet.com

٦٧٦٤ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ اَخْبَرَاهُ

اَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْاَعْرَابِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اقْضِ لِيْ بِكِتَابِ اللّٰهِ فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ صَدَقَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اقْضِ لَهُ بِكِتَابِ اللّٰهِ وَاْذَنْ لِيْ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ قُلْ فَقَالَ اِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيْفًا عَلَى هٰذَا وَالْعَسِيْفُ الْاَجِيْرُ فَزَنَى بِامْرَاَتِهِ فَاَخْبَرُوْنِي اَنَّ عَلَى ابْنِيْ الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيْدَةٍ ثُمَّ سَاَلْتُ اَهْلَ الْعِلْمِ فَاَخْبَرُوْنِي اَنَّ عَلَى امْرَاَتِهِ الرَّجْمَ وَاِنَّمَا عَلَى ابْنِيْ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ فَقَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَاَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اَمَّا الْوَلِيْدَةُ وَالْغَنَمُ فَرَدٌّ وَعَلَى ابْنِكَ فَعَلَيْهِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ ، وَاَمَّا اَنْتَ يَا اُنَيْسُ لِرَجُلٍ مِنْ اَسْلَمَ فَاغْدُ عَلَى امْرَاَةِ هٰذَا فَاِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا ، فَغَدَا عَلَيْهَا اُنَيْسٌ فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا-

৬৭৬৪ যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) ও যায়িদ ইব্‌ন খালিদ (রা) বর্ণনা করেন যে, দু'ব্যক্তি নবী ﷺ -এর নিকট একটি মুকাদ্দামা দায়ের করল। তবে আবুল ইয়ামান (র) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে এ বর্ণনায় উল্লেখ করা হয় যে, তিনি (আবূ হুরায়রা রা) বলেছেন, আমরা নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় একজন বেদুঈন দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব অনুসারে আমার (বিচারের) ফায়সালা করে দিন। তখন তার প্রতিপক্ষ দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি ঠিকই বলেছেন, আল্লাহ্‌র কিতাব অনুসারে তার ফায়সালা করে দিন। এবং (অনুগ্রহ করে) আমাকে বলার অনুমতি দিন। নবী ﷺ তাকে বললেন ঃ তুমি বল। তখন সে বলল, আমার ছেলে এ লোকটির বাড়িতে মজুর ছিল। বর্ণনাকারী বলেন, হাদীসে উক্ত عسيفا শব্দটি শ্রমিকের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সে ছেলে এ লোকের স্ত্রীর সাথে যিনায় লিপ্ত হয়। কতিপয় লোক আমাকে বলল যে, আমার ছেলের উপর 'রজম' (প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা)-এর বিধান কার্যকর হবে। তখন আমি আমার ছেলের মুক্তিপণ হিসাবে (সেই মহিলাকে) একশ বকরী ও একটি দাসী দেই। এরপর আমি আলেমদের নিকট এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি। তাঁরা আমাকে বললেন যে, তাঁর স্ত্রীর উপর 'রজম'-এর হুকুম অবধারিত। আর আমার ছেলের জন্য রয়েছে একশ' বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য দেশান্তরের হুকুম। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ করে বলছি, অবশ্যই আমি তোমাদের দু'জনের মাঝে আল্লাহ্‌র কিতাব অনুসারে ফায়সালা করব। বকরী ও বাঁদী ফিরিয়ে নাও, আর তোমার ছেলের উপর একশ' বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য দেশান্তরের হুকুম কার্যকর হবে। এরপর তিনি আসলাম গোত্রের জনৈক ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বললেন, হে উনায়স! তুমি এর স্ত্রীর নিকট যাও, যদি সে স্বীকার করে তাহলে তাকে 'রজম' করো। উনায়স সেই স্ত্রীলোকটির নিকট গেলেন, সে স্বীকার করল, তখন তিনি তাকে রজম করলেন।

banglainternet.com

٣٠٦٩ بَابُ بَعْثِ النَّبِيِّ ﷺ الزُّبَيْرَ طَلِيْعَةً وَحْدَهُ

৩০৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ একা যুবায়র (রা)-কে শত্রুপক্ষের সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেছিলেন

٦٧٦٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ نَدَبَ النَّبِيُّ ﷺ النَّاسَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ثَلٰثًا فَقَالَ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ وَقَالَ سُفْيَانُ حَفِظْتُهُ مِنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، وَقَالَ لَهُ اَيُّوْبُ يَا اَبَا بَكْرٍ حَدِّثْهُمْ عَنْ جَابِرٍ فَاِنَّ الْقَوْمَ يُعْجِبُهُمْ اَنْ تُحَدِّثَهُمْ عَنْ جَابِرٍ فَقَالَ فِي ذٰلِكَ الْمَجْلِسِ سَمِعْتُ جَابِرًا فَقَتَابَعَ بَيْنَ اَحَادِيْثَ سَمِعْتُ جَابِرًا قُلْتُ لِسُفْيَانَ فَاِنَّ الثَّوْرِيَّ يَقُوْلُ يَوْمَ قُرَيْظَةَ . فَقَالَ كَذَا حَفِظْتُهُ مِنْهُ كَمَا اَنَّكَ جَالِسٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ قَالَ سُفْيَانُ هُوَ يَوْمٌ وَاحِدٌ . وَتَبَسَّمَ سُفْيَانُ-

৬৭৬৫ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, খন্দকের যুদ্ধে নবী ﷺ লোকদেরকে আহবান জানালেন। যুবায়র (রা) তাঁর আহবানে সাড়া দিলেন। তিনি আবার আহবান জানালেন। এবারও যুবায়র (রা) সাড়া দিলেন। তিনি পুনরায় আহবান জানালেন। এবারেও যুবায়র (রা) সাড়া দিলেন। তিনবার এরূপ হওয়ার পর তিনি বললেন ঃ প্রত্যেক নবীর একজন হাওয়ারী (সাহায্যকারী) থাকে, আর যুবায়র হল আমার হাওয়ারী।

সুফিয়ান (র) বলেন, আমি এ হাদীসটি মুহাম্মদ ইব্ন মুনকাদির থেকে হিফয করেছি। একবার আইউব তাকে বললেন, হে আবূ বকর (রা), আপনি জাবির (রা)-এর হাদীস বর্ণনা করুন। কেননা, লোকদের নিকট জাবির (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস খুবই পছন্দনীয়। তখন তিনি সে মজলিসে বললেন, আমি জাবির (রা) থেকে শুনেছি। এ বলে তিনি ধারাবাহিক অনেক হাদীস বর্ণনা করলেন, যেগুলো আমিও জাবির (রা) থেকে শুনছি। আমি সুফিয়ানকে বললাম যে, সাওরী বলেছেন যে, সেটা ছিল বনূ কুরায়যার যুদ্ধের দিন। তিনি বললেন, তুমি যেমন আমার কাছে বসা, ঠিক তেমনি কাছে বসে আমি মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির থেকে হিফয করেছি যে, সেটি ছিল খন্দকের দিন। সুফিয়ান বলেন, এটা একই দিন। তারপর তিনি মুচকি হাসি দিলেন।

٣٠٧٠. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ : لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّا اَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ فَاِذَا اُذِنَ لَهُ وَاحِدٌ جَازَ-

৩০৬৫ অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ ত'আলার বাণী ঃ হে মু'মিনগণ! তোমরা নবীর গৃহে প্রবেশ করো না, যদি না তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া হয়।..... (২৪ ঃ ২৭) যদি একজন তাকে অনুমতি দেয় তাহলে প্রবেশ করা বৈধ

٦٧٦٦ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ حَائِطًا فَاَمَرَنِيْ بِحِفْظِ الْبَابِ فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَاْذِنُ فَقَالَ اْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَاِذَا اَبُوْ بَكْرٍ . ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَقَالَ اْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ . ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ فَقَالَ اْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ -

banglainternet.com

৬৭৬৬ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র)..... আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একটি বাগানে প্রবেশ করলেন এবং আমাকে দরজায় পাহারাদারী করার জন্য নির্দেশ দিলেন। এক লোক এসে প্রবেশের অনুমতি চাইল। তিনি বললেন ঃ তাকে অনুমতি দাও এবং তাকে জান্নাতের খোশখবরী দাও। তিনি ছিলেন আবূ বকর (রা)। তারপর উমর (রা) আসলেন। তিনি বললেন ঃ তাকেও অনুমতি দাও এবং জান্নাতের খোশখবরী দাও। তারপর উসমান (রা) আসলেন। তিনি বললেন ঃ তাকেও অনুমতি দাও এবং জান্নাতের খোশখবরী দাও।

٦٧٦٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ جِئْتُ فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ مَشْرُبَةٍ لَهُ وَغُلَامٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَسْوَدُ عَلٰى رَأْسِ الدَّرَجَةِ فَقُلْتُ قُلْ هٰذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَاَذِنَ لِيْ -

৬৭৬৭ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)..... উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আসলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর দ্বিতল কক্ষে অবস্থানরত ছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কৃষ্ণকায় গোলামটি দরজার সম্মুখে দাঁড়ানো। আমি তাকে বললাম, তুমি বল এই উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) এসেছে। তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন।

٣٠٧١ بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَبْعَثُ مِنَ الْاُمَرَاءِ وَالرُّسُلِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ دَحْيَةَ الْكَلْبِيُّ بِكِتَابِهِ اِلٰى عَظِيْمِ بُصْرٰى اَنْ يَدْفَعَهُ اِلٰى قَيْصَرَ-

৩০৭১. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ আমীর ও দূতদেরকে পর্যায়ক্রমে একজনের পর একজন করে পাঠাতেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, নবী ﷺ দাহ্‌ইয়া কালবী (রা)-কে তাঁর চিঠি দিয়ে বসরার গভর্নরের নিকট পাঠিয়েছিলেন, যেন সে তা (রোম সম্রাট) কায়সারের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়

٦٧٦٨ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّهُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ بِكِتَابِهِ اِلٰى كِسْرٰى فَاَمَرَهُ اَنْ يَدْفَعَهُ اِلٰى عَظِيْمِ الْبَحْرَيْنِ يَدْفَعُهُ عَظِيْمُ الْبَحْرَيْنِ اِلٰى كِسْرٰى ، فَلَمَّا قَرَاَهُ كِسْرٰى مَزَّقَهُ فَحَسِبْتُ اَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُمَزَّقُوْا كُلَّ مُمَزَّقٍ-

৬৭৬৮ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (পারস্য সম্রাট) কিসরার নিকট তাঁর চিঠি পাঠালেন। তিনি দূতকে এ মর্মে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, সে যেন এ চিঠি নিয়ে বাহরাইনের শাসনকর্তার নিকট দেয়। আর বাহরাইনের শাসনকর্তা যেন তা (সম্রাট) কায়সারের

banglainternet.com

নিকট পৌঁছিয়ে দেয়। কায়সার এ চিঠি পাঠ করার পর তা টুকরা টুকরা করে ফেলল। ইবন শিহাব বলেন, আমার ধারণা ইবন মুসাইয়্যেব বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের প্রতি বদ দোয়া করেছিলেন, যেন তাদেরকেও আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ণরূপে টুকরা টুকরা করে দেন।

٦٧٦٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْاَكْوَعِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ اَسْلَمَ اَذِّنْ فِىْ قَوْمِكَ اَوْ فِى النَّاسِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ اَنَّ مَنْ اَكَلَ فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهٖ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ اَكَلَ فَلْيَصُمْ-

৬৭৬৯ মুসাদ্দাদ (র)..... সালামা ইবন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আশুরার দিন আসলাম কবীলার এক ব্যক্তিকে বললেন ঃ তোমার গোত্রে ঘোষণা কর, কিংবা বলেছিলেন ঃ লোকের মাঝে ঘোষণা কর যে, যারা আহার করে ফেলেছে তারা যেন অবশিষ্ট দিন পূর্ণ করে, আর যারা আহার করেনি তারা যেন রোযা পালন করে।

٣٠٧٢ بَابُ وِصَاةِ النَّبِىِّ ﷺ وُفُوْدَ الْعَرَبِ اَنْ يُبَلِّغُوْا مَنْ وَرَاءَهُمْ ، قَالَهُ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ

৩০৭২. অনুচ্ছেদ ঃ আরবের বিভিন্ন প্রতিনিধিদলের প্রতি নবী ﷺ এর ওসিয়ত ছিল, যেন তারা (তাঁর কথাগুলো) তাদের পরবর্তী লোকদের পৌঁছিয়ে দেয়। এ বিষয়টি মালিক ইবন হুওয়ারিস থেকে বর্ণিত

٦٧٧٠ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ قَالَ اَخْبَرَنَا النَّضْرُ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ جَمْرَةَ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُقْعِدُنِىْ عَلٰى سَرِيْرِهٖ فَقَالَ لِىْ اِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا اَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ الْوَفْدُ ؟ قَالُوْا رَبِيْعَةُ قَالَ مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ وَالْقَوْمِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامٰى قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارَ مُضَرَ فَمُرْنَا بِاَمْرٍ نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ وَنُخْبِرُ بِهٖ مَنْ وَرَاءَنَا فَسَاَلُوْا عَنِ الْاَشْرِبَةِ فَنَهَاهُمْ عَنْ اَرْبَعٍ وَاَمَرَهُمْ بِاَرْبَعٍ . اَمَرَهُمْ بِالْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ قَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا الْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ شَهَادَةُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاِقَامُ الصَّلَاةِ وَاِيْتَاءُ الزَّكَاةِ وَاَظُنُّ فِيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ . وَتُؤْتُوْا مِنَ الْمَغَانِمِ الْخُمُسَ . وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيْرِ . وَرُبَّمَا قَالَ الْمُقَيَّرِ قَالَ احْفَظُوْهُنَّ وَاَبْلِغُوْهُنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ

banglainternet.com

৬৭৭০ আলী ইবন জাদ (র) ও ইসহাক (র)..... আবূ জামরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবন আব্বাস (রা) আমাকে তার খাটে বসাতেন। তিনি আমাকে বললেন, আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধিদল

যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট আসল। তিনি বললেন ঃ এ কোন প্রতিনিধিদল? তারা বলল, আমরা রাবী'আ গোত্রের। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ গোত্র ও তার প্রতিনিধিদলকে ধন্যবাদ, যারা অপমানিত হয়নি এবং লজ্জিতও হয়নি। তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার ও আমাদের মাঝে মুদার গোত্রের কাফেররা (প্রতিবন্ধক) রয়েছে। সুতরাং আমাদের এমন নির্দেশ দিন, যাতে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি এবং আমাদের পরবর্তীদেরকেও অবহিত করতে পারি। তারা পানীয় দ্রব্য সংক্রান্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করল। তিনি তাদের চারটি বিষয় থেকে বারণ করলেন এবং চারটি বিষয়ের নির্দেশ দিলেন। তিনি তাদের আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনতে নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্র প্রতি ঈমান কি তোমরা জান? তারা বলল, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। তিনি বললেন ঃ এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। আর মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্র রাসূল এবং নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আমার মনে হয় তাতে রোযার কথাও ছিল। আর গনীমতের মাল থেকে এক-পঞ্চমাংশ প্রদান কর এবং তিনি তাদের দুব্বা (লাউয়ের খোলস থেকে তৈরি পাত্র), হান্তাম (মাটির সবুজ রঙের পাত্র), মুযাফ্ফাত (তৈলাক্ত পাত্র বিশেষ), নাকীর (কাঠের খোদাই করা পাত্র) থেকে নিষেধ করলেন। কোন কোন বর্ণনায় 'নাকীর'-এর স্থলে 'মুকাইয়ার' শব্দের উল্লেখ রয়েছে। এবং তিনি তাদের বললেন, এ কথাগুলো ভাল করে মনে রেখ এবং তোমাদের পিছনে যারা রয়েছে তাদের নিকট পৌঁছিয়ে দিও।

٣٠٧٣ بَابُ خَبَرِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ

৩০৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ একজন মাত্র মহিলা প্রদত্ত খবর

٦٧٧١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ قَالَ لِي الشَّعْبِيُّ أَرَأَيْتَ حَدِيْثَ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَاعَدْتُ ابْنَ عُمَرَ قَرِيْبًا مِنْ سَنَتَيْنِ أَوْ سَنَةٍ وَنِصْفٍ فَلَمْ أَسْمَعْهُ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ هٰذَا قَالَ كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْهِمْ سَعْدٌ فَذَهَبُوْا يَأْكُلُوْنَ مِنْ لَحْمٍ فَنَادَتْهُمُ امْرَأَةٌ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ فَأَمْسَكُوْا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُوْا أَوْ أَطْعِمُوْا فَإِنَّهُ حَلَالٌ أَوْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ شَكَّ فِيْهِ وَلٰكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِيْ-

৬৭৭১ মুহাম্মদ ইব্ন ওয়ালীদ (র)..... তাওবা আনবারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শা'বী আমাকে বললেন, নবী ﷺ থেকে হাসান (রা) বর্ণিত হাদীসের (সংখ্যাধিক্যের) বিষয়টি কি দেখতে পাচ্ছেন না? অথচ আমি ইব্ন উমর (রা)-এর সাথে দুই বছর কিংবা দেড় বছর অবস্থান করেছি। কিন্তু তাঁকে নবী ﷺ থেকে এই হাদীসটি ছাড়া অন্য কোন হাদীস বর্ণনা করতে শুনিনি। তিনি বলেছেন, নবী ﷺ-এর সাহাবীদের মাঝে কতিপয় ব্যক্তি সমবেত ছিলেন, তাদের মাঝে সা'দও ছিলেন, তারা গোশ্ত খাচ্ছিলেন। এমন সময় নবী ﷺ-এর সহধর্মিণীদের কেউ তাদের ডেকে বললেন যে, এটা গুই সাপের গোশ্ত। তারা (আহার থেকে) বিরত রইলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ খাও বা আহার কর, এটা হালাল। কিংবা তিনি বলেছিলেন ঃ এটা (খেতে) কোন অসুবিধা নেই। তবে এটা আমার খাদ্য নয়।

banglainternet.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْاِعْتِصَامِ

কুরআন ও সুন্নাহ্‌কে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা অধ্যায়

٣٠٧٤ بَابُ الْاِعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

৩০৭৪ অনুচ্ছেদ ঃ কিতাব (কুরআন) ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা

٦٧٧٢ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ وَغَيْرِهِ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ لِعُمَرَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَوْ اَنَّ عَلَيْنَا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةَ : اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا لَا تَّخَذْنَا ذٰلِكَ الْيَوْمَ عِيْدًا فَقَالَ عُمَرُ اِنِّيْ لَا عْلَمُ اَيَّ يَوْمٍ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ نَزَلَتْ يَوْمَ عَرَفَةَ فِيْ يَوْمِ جُمُعَةٍ سَمِعَ سُفْيَانُ مِنْ مِسْعَرٍ وَمِسْعَرُ قَيْسًا وَقَيْسٌ طَارِقًا-

৬৭৭২ হুমায়দী (র) ..... তারিক ইব্‌ন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ইহুদী উমর (রা)-কে বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমাদের উপর যদি এই আয়াতঃ "আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম" (৫ ঃ ৩) অবতীর্ণ হত, তাহলে সে দিনটিকে আমরা ঈদ (উৎসবের) দিন হিসাবে গণ্য করতাম। উমর (রা) বললেন, আমি অবশ্যই জানি এ আয়াতটি কোন্ দিন অবতীর্ণ হয়েছিল। আরাফার দিন জুমু'আ দিবসে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল। হাদীসটি সুফিয়ান (র) মিসআর (র) থেকে, মিস্‌আর কায়স থেকে, কায়স (র) তারিক থেকে শুনেছেন।

٦٧٧٣ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ الْغَدَ حِيْنَ بَايَعَ الْمُسْلِمُوْنَ اَبَا بَكْرٍ وَاسْتَوٰى عَلٰى مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَشَهَّدَ قَبْلَ اَبِيْ بَكْرٍ فَقَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاخْتَارَ اللّٰهُ لِرَسُوْلِهِ

banglainternet.com

الَّذِيْ عِنْدَهُ عَلَى الَّذِيْ عِنْدَكُمْ . وَهٰذَا الْكِتَابُ الَّذِيْ هَدَى اللّٰهُ بِهِ رَسُوْلَكُمْ فَخُذُوْا بِهِ تَهْتَدُوْا مَا هَدَى اللّٰهُ بِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ -

৬৭৭৩ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, দ্বিতীয় দিবসে যখন মুসলিমরা আবূ বকর (রা)-এর বায়'আত গ্রহণ করেছিল এবং তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মিম্বরের উপর উপবিষ্ট ছিলেন; উমর (রা)-কে আবূ বকর (রা)-এর পূর্বে হামদ ও ছানা ও কালেমা শাহাদাত পাঠ করতে তিনি (আনাস) শুনেছেন। তিনি বললেন, এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলের জন্য তোমাদের কাছে যা ছিল তার চেয়ে তার নিকট যা আছে সেটাকেই পছন্দ করেছেন। আর এই সে কিতাব যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের রাসূল ﷺ -কে হেদায়েত করেছেন। সুতরাং একে তোমরা আঁকড়িয়ে ধর। তাহলে এর দ্বারা আল্লাহ্ তাঁর রাসূল ﷺ -কে যে হেদায়েত দান করেছিলেন তোমরাও সেই হেদায়েত লাভ করবে।

٦٧٧٤ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ضَمَّنِى النَّبِىُّ ﷺ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ-

৬৭৭৪ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র)..... ইব্ন আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ (তাঁর দেহের সাথে) আমাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন ঃ হে আল্লাহ্! একে কিতাবের জ্ঞান দান কর।

٦٧٧٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَبَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ عَوْفًا اَنَّ اَبَا الْمِنْهَالِ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا بَرْزَةَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يُغْنِيْكُمْ اَوْ نَعْشَكُمْ بِالْاِسْلَامِ وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ -

৬৭৭৫ আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাব্বাহ্ (র) ..... আবূ বারযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে ইসলাম ও মুহাম্মদ ﷺ -এর দ্বারা অমুখাপেক্ষী করেছেন। কিংবা বলেছেন, পরিপূর্ণ করেছেন।

٦٧٧٦ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَتَبَ اِلٰى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يُبَايِعُهُ وَاَقَرَّ لَهُ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ عَلٰى سُنَّةِ اللّٰهِ وَسُنَّةِ رَسُوْلِهِ ﷺ فِيْمَا اسْتَطَعْتُ-

৬৭৭৬ ইসমাঈল (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন দীনার (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের বায়আত গ্রহণ প্রসঙ্গে লিখলেন ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ﷺ সুন্নাতের ভিত্তিতে আমার সাধ্যানুসারে (আপনার নির্দেশ) শোনা ও মানার অঙ্গীকার করছি।

banglainternet.com

٣٠٧٥ بَابُ قَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ

৩০৭৫. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর বাণী ঃ আমি 'জাওয়ামিউল কালিম' (ব্যাপক মর্মজ্ঞাপক সংক্ষিপ্ত বাক্য) সহ প্রেরিত হয়েছি

٦٧٧٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ ، وَبَيْنَا اَنَا نَائِمٌ رَاَيْتُنِىْ اُتِيْتُ بِمَفَاتِيْحِ خَزَائِنِ الْاَرْضِ فَوُضِعَتْ فِىْ يَدَىَّ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقَدْ ذَهَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنْتُمْ تَلْغَثُوْنَهَا اَوْ تَرْغَثُوْنَهَا اَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا-

৬৭৭৭ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি 'জাওয়ামিউল কালিম' (ব্যাপক অর্থবোধক সংক্ষিপ্ত বাক্য) সহ প্রেরিত হয়েছি এবং আমাকে প্রভাব দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। একবার আমি ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে পেলাম, পৃথিবীর ভাণ্ডারসমূহের চাবি আমাকে দান করা হয়েছে এবং তা আমার হাতে রেখে দেওয়া হয়েছে। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইন্তিকাল করে গেছেন। আর তোমরা তা ব্যবহার করছ কিংবা বলেছিলেন তোমরা তা থেকে উপকৃত হচ্ছ কিংবা তিনি অনুরূপ কোন বাক্য বলেছিলেন।

٦٧٧٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ نَبِىٌّ اِلاَّ اُعْطِىَ مِنَ الْاٰيَاتِ مَا مِثْلُهُ اُوْمِنَ اَوْ اٰمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ ، وَاِنَّمَا كَانَ الَّذِىْ اُوْتِيْتُ وَحْيًا اَوْحَاهُ اللّٰهُ اِلَىَّ فَاَرْجُوْ اَنِّىْ اَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

৬৭৭৮ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ প্রত্যেক নবীকেই কোন-না-কোন বিশেষ নিদর্শন প্রদান করা হয়েছে। যার অনুরূপ তাঁর উপর ঈমান আনা হয়েছে, কিংবা লোকেরা তাঁর উপর ঈমান এনেছে। আর আমাকে যা দেওয়া হয়েছে, সে হল ওহী, যা আল্লাহ্ তা'আলা আমার উপর অবতীর্ণ করেছেন। সুতরাং আমি আশা করি যে, কিয়ামতের দিন আমার অনুসারীর সংখ্যা তাদের তুলনায় সর্বাধিক হবে।

٣٠٧٦ بَابُ الْاِقْتِدَاءِ بِسُنَنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَوْلُ اللّٰهِ : وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ، قَالَ اَىِمَّةً نَقْتَدِىْ بِمَنْ قَبْلَنَا ، وَيَقْتَدِىْ بِنَا مَنْ بَعْدَنَا ، وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ ثَلاَثٌ اُحِبُّهُنَّ لِنَفْسِىْ وَلِاِخْوَانِىْ هٰذِهِ السُّنَّةُ اَنْ يَتَعَلَّمُوْهَا وَيَسْاَلُوْا عَنْهَا وَالْقُرْاٰنُ اَنْ يَتَفَهَّمُوْهُ وَيَسْاَلُوْا عَنْهُ وَيَدَعُوا النَّاسَ اِلاَّ مِنْ خَيْرٍ-

banglainternet.com

৩০৭৬. অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সুন্নাতের অনুসরণ বাঞ্ছনীয়। আর আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য আদর্শস্বরূপ কর (২৫ ঃ ৭৪)। জনৈক বর্ণনাকারী বলেছেন, এরূপ ইমাম যে আমরা আমাদের পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করব, আর আমাদের পরবর্তীরা আমাদের অনুসরণ করবে। ইব্ন

আউন বলেন, তিনটি জিনিস আমি আমার নিজের জন্য ও আমার ভাইদের জন্য পছন্দ করি। (তার একটি হল) এই সুন্নাত, যা শিখবে এবং জানবার জন্য এর সম্পর্কে প্রশ্ন করবে। (দ্বিতীয়টি হল) কুরআন যা তারা ভালভাবে বুঝতে চেষ্টা করবে এবং জানবার জন্য এর সম্পর্কে প্রশ্ন করবে। এবং কল্যাণ ব্যতীত লোকদের থেকে পৃথক থাকবে (অর্থাৎ কল্যাণের প্রতি আহ্বান করবে)

٦٧٧٩ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ قَالَ جَلَسْتُ اِلَى شَيْبَةَ فِيْ هٰذَا الْمَسْجِدِ قَالَ جَلَسَ اِلَيَّ عُمَرُ فِيْ مَجْلِسِكَ هٰذَا فَقَالَ هَمَمْتُ اَنْ لَا اَدَعَ فِيْهَا صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ اِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ . قُلْتُ مَا اَنْتَ بِفَاعِلٍ . قَالَ لِمَ قُلْتُ لَمْ يَفْعَلْهُ صَاحِبَاكَ . قَالَ هُمَا الْمَرْاَنِ يُقْتَدٰى بِهِمَا-

৬৭৭৯ আমর ইবন আব্বাস (রা) ..... আবূ ওয়ায়েল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এই মসজিদে শায়বার (র) কাছে উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি বললেন, তুমি যেরূপ (আমার কাছে) বসে আছ, উমর (রা) অনুরূপভাবে এ জায়গায় বসা ছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন, আমি ইচ্ছা করছি যে, এতে সোনা ও রূপার কোন কিছুই অবশিষ্ট রাখব না বরং সবকিছু মুসলমানদের মাঝে বন্টন করে দিয়ে দিব। আমি বললাম, আপনার জন্য এটা করা ঠিক হবে না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কেন? আমি বললাম, আপনার সঙ্গীদ্বয় (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবূ বকর (রা)) এটা করেননি। তিনি বললেন, তাঁরা দু'জন অনুসরণ করার মত ব্যক্তিই ছিলেন।

٦٧٨٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَاَلْتُ الْاَعْمَشَ فَقَالَ عَنْ زَيْدِ ابْنِ وَهْبٍ سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُوْلُ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ الْاَمَانَةَ نَزَلَتْ مِنَ السَّمَاءِ فِيْ جَذْرِ قُلُوْبِ الرِّجَالِ وَنَزَلَ الْقُرْاٰنُ فَقَرَؤُا الْقُرْاٰنَ وَعَلِمُوْا مِنَ السُّنَّةِ-

৬৭৮০ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) ..... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, আমানত আসমান থেকে মানুষের অন্তর্মূলে অবগামী হয়েছে, তারপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং মানুষ তা পাঠ করেছে এবং সুন্নাত শিক্ষা করেছে।

٦٧٨١ حَدَّثَنَا اٰدَمُ بْنُ اَبِيْ اِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيَّ يَقُوْلُ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اَنَّ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ . وَاَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرُّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا . وَاِنَّ مَا تُوْعَدُوْنَ لَاٰتٍ وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ-

banglainternet.com

৬৭৮১ আদাম ইবন আবূ ইয়াস (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, সর্বোত্তম কালাম হল আল্লাহ্‌র কিতাব, আর সর্বোত্তম আদর্শ হল মুহাম্মদ ﷺ-এর আদর্শ। আর সবচেয়ে নিকৃষ্টতম বিষয় হল

কুসংস্কারসমূহ। তোমাদের কাছে যা ঘোষণা করা হচ্ছে তা বাস্তবায়িত হবেই, তোমরা ব্যর্থ করতে পারবে না (৬ ঃ ১৩৪)।

٦٧٨٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالاَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لاَ قْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ.

৬৭৮২ মুসাদ্দাদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) ও যায়িদ ইব্‌ন খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, আমরা নবী ﷺ -এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। (এ সময়) তিনি বললেন ঃ অবশ্যই আমি আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব অনুযায়ী তোমাদের মাঝে ফায়সালা করব।

٦٧٨٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِلاَلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُلُّ اُمَّتِيْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ اِلاَّ مَنْ اَبَى . قَالُوْا وَمَنْ اَبَى ؟ قَالَ مَنْ اَطَاعَنِيْ دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ اَبَى-

৬৭৮৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন সিনান (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার সকল উম্মতই জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু যে অস্বীকার করে। তারা বললেন, কে অস্বীকার করবে। তিনি বললেন ঃ যারা আমার অনুসরণ করে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে আমার অবাধ্য হবে সে-ই অস্বীকার করল।

٦٧٨٤ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا سَلِيْمُ بْنُ حَيَّانَ وَاَثْنَى عَلَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ مِيْنَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا اَوْ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ جَاءَتْ مَلاَئِكَةٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ نَائِمٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّهُ نَائِمٌ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبُ يَقْظَانُ . فَقَالُوْا اِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هٰذَا مَثَلاً . فَاضْرِبُوْا لَهُ مَثَلاً . فَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّهُ نَائِمٌ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ ، وَالْقَلْبُ يَقْظَانُ ، فَقَالُوْا مَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا وَجَعَلَ فِيْهَا مَاْدُبَةً وَبَعَثَ دَاعِيًا ، فَمَنْ اَجَابَ الدَّاعِيَ دَخَلَ الدَّارَ وَاَكَلَ مِنَ الْمَاْدُبَةِ ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَاْكُلْ مِنَ الْمَاْدُبَةِ. فَقَالُوْا اَوِّلُوْهَا لَهُ يَفْقَهْهَا . فَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّهُ نَائِمٌ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبُ يَقْظَانُ . فَقَالُوْا الدَّارُ الْجَنَّةُ وَالدَّاعِيْ مُحَمَّدٌ ﷺ فَمَنْ اَطَاعَ مُحَمَّدًا ﷺ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا ﷺ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَمُحَمَّدٌ ﷺ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ تَابَعَهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ هِلاَلٍ عَنْ جَابِرٍ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ -

banglainternet.com

৬৭৮৪ মুহাম্মদ ইবন আবাদা (র) ..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদল ফেরেশ্‌তা নবী ﷺ -এর কাছে আগমন করলেন। তিনি তখন ঘুমন্ত ছিলেন। একজন ফেরেশ্‌তা বললেন, তিনি (নবী ﷺ) নিদ্রিত। অপর একজন বললেন, চক্ষু নিদ্রিত বটে, কিন্তু অন্তর জাগ্রত। তখন তারা বললেন, তোমাদের এ সাথীর একটি উপমা আছে। সুতরাং তাঁর উপমাটি তোমরা বর্ণনা কর। তখন তাদের কেউ বলল- তিনি তো নিদ্রিত, আর কেউ বলল, চক্ষু নিদ্রিত তবে অন্তরাত্মা জাগ্রত। তখন তারা বলল, তাঁর উপমা হল সেই ব্যক্তির মত, যে একটি গৃহ নির্মাণ করল। তারপর সেখানে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করল এবং একজন আহ্বানকারীকে (লোকদের ডাকতে) পাঠাল। যারা আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দিল, তারা গৃহে প্রবেশ করে খানা খাওয়ার সুযোগ লাভ করল। আর যারা আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দিল না, তারা গৃহেও প্রবেশ করতে পারল না এবং খানাও খেতে পারল না। তখন তারা বললেন, উপমাটির ব্যাখ্যা করুন, যাতে তিনি বুঝতে পারেন। তখন কেউ বলল, তিনি তো নিদ্রিত, আর কেউ বলল, চক্ষু নিদ্রিত, তবে অন্তরাত্মা জাগ্রত। তখন তারা বললেন, গৃহটি হল জান্নাত, আহ্বানকারী হলেন মুহাম্মদ ﷺ। যারা মুহাম্মদ ﷺ -এর অনুসরণ করল, তারা আল্লাহ্‌র আনুগত্য করল। আর যারা মুহাম্মদ ﷺ -এর অবাধ্যতা করল, তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌রই অবাধ্যতা করল। মুহাম্মদ ﷺ হলেন মানুষের মাঝে পার্থক্যের মানদণ্ড। কুতায়বা-জাবির (রা) থেকে অনুরূপ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি "নবী ﷺ আমাদের কাছে বের হয়ে আসলেন" এই বাক্যটি বলছেন।

٦٧٨٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ يَامَعْشَرَ الْقُرَّاءِ اسْتَقِيْمُوْا فَقَدْ سَبَقْتُمْ سَبْقًا بَعِيْدًا وَاِنْ اَخَذْتُمْ يَمِيْنًا وَشِمَالاً لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلاَلاً بَعِيْدًا-

৬৭৮৫ আবূ নুআয়ম (র) ..... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে কুরআন পাঠকারী সমাজ! তোমরা (কুরআন ও সুন্নাহ্‌র উপর) সুদৃঢ় থাক। নিশ্চয়ই তোমরা অনেক পিছনে পড়ে আছ। আর যদি তোমরা (সিরাতে মুস্তাকীম থেকে সরে গিয়ে) ডান কিংবা বামের পথ অনুসরণ কর তাহলে তোমরা (হেদায়েত থেকে) অনেক দূরে সরে যাবে।

٦٧٨٦ حَدَّثَنِى اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ اَبِى مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّمَا مَثَلِى وَمَثَلُ مَابَعَثَنِى اللّٰهُ بِهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اَتٰى قَوْمًا فَقَالَ يَاقَوْمِ اِنِّى رَاَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَىَّ وَاِنِّى اَنَا النَّذِيْرُ الْعُرْيَانُ فَالنَّجَاءَ فَاَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَاَدْلَجُوْا وَانْطَلَقُوْا عَلٰى مَهَلِهِمْ فَنَجَوْا وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَاَصْبَحُوْا مَكَانَهُمْ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَاَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ فَذٰلِكَ مَثَلُ مَنْ اَطَاعَنِى فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِى وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ

banglainternet.com

৬৭৮৬ আবূ কুরায়ব (র) ..... আবূ মূসা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমার ও আমাকে আল্লাহ্ যা কিছু দিয়ে প্রেরণ করেছেন তার উপমা হল এমন যে, এক ব্যক্তি কোন এক

সম্প্রদায়ের নিকট এসে বলল, হে কাওম! আমি নিজের চোখে সেনাবাহিনীকে দেখে এসেছি। আমি সুস্পষ্ট সতর্ককারী। সুতরাং তোমরা আত্মরক্ষার চেষ্টা কর। কাওমের কিছু লোক তার কথা মেনে নিল, সুতরাং রাতের প্রথম ভাগে তারা সে স্থান ছেড়ে রওনা হল এবং একটি নিরাপদ স্থানে গিয়ে পৌছল। ফলে তারা রক্ষা পেল। তাদের থেকে আর একদল লোক তার কথা অবিশ্বাস করল, ফলে তারা নিজেদের আবাসস্থলেই রয়ে গেল। প্রভাতে শত্রুবাহিনী তাদের উপর আক্রমণ করল, তাদেরকে ধ্বংস করে দিল এবং তাদেরকে নির্মূল করে দিল। এটাই হল তাদের উপমা, যারা আমার আনুগত্য করে এবং আমি যা নিয়ে এসেছি তার অনুসরণ করে। আর যারা আমার নাফরমানী করে এবং আমি যে সত্য নিয়ে এসেছি তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

٦٧٨٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاسْتُخْلِفَ اَبُوْ بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ ، قَالَ عُمَرُ لاَبِىْ بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ، فَمَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ عَصَمَ مِنِّىْ مَالَهُ وَنَفْسَهُ اِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ فَقَالَ وَاللّٰهِ لاُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ فَاِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللّٰهِ لَوْ مَنَعُوْنِىْ كَذَا كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ فَقَالَ عُمَرُ فَوَاللّٰهِ مَا هُوَ اِلاَّ اَنْ رَاَيْتُ اللّٰهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ اَبِىْ بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ الْحَقُّ وَقَالَ لِىْ ابْنُ بُكَيْرٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عُقَيْلٍ عِنَاقًا وَهُوَ اَصَحُّ وَعِقَالاً هٰهُنَا لاَ يَجُوْزُ وَعِقَالاً فِىْ حَدِيْثِ الشَّعْبِىِّ مُرْسَلٌ وَكَذَا قَالَ قُتَيْبَةُ عِقَالاً وَرَوَاهُ النَّاسُ عِنَاقًا-

৬৭৮৭ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইন্তিকাল করলেন। আর তাঁর পরে আবূ বকর (রা)-কে খলীফা নির্বাচন করা হলো এবং আরবের যারা কাফের হওয়ার তারা কাফের হয়ে গিয়েছিল। তখন উমর (রা) আবূ বকর (রা)-কে বললেন, আপনি কি করে লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন, অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি মানুষের সাথে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলার পূর্ব পর্যন্ত যুদ্ধ করে যাওয়ার জন্য নির্দেশিত হয়েছি। অতএব যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলে ফেলল, সে তার জান ও মাল আমার থেকে নিরাপদ ও সংরক্ষিত করে ফেলল। তবে ইসলামী বিধানের আওতায় পড়ে গেলে সে ভিন্ন কথা। তাদের প্রকৃত হিসাব আল্লাহ্‌র কাছে হবে। আবূ বকর (রা) বললেন, যারা নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে, আমি অবশ্যই তাদের সাথে যুদ্ধ করব। কেননা, যাকাত হল সম্পদের হক (অবশ্য পালনীয় বিধান)। আল্লাহ্‌র শপথ! যদি তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট যা আদায় করত, এখন তা (সেভাবে) দিতে অস্বীকার করে, তাহলেও আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করব। উমর (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি দেখছিলাম যে, যুদ্ধ করার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা আবূ বকরের সিনা উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। সুতরাং আমি বুঝতে পারলাম এ সিদ্ধান্তই সঠিক। (ইমাম বুখারী (র) বলেন) ইব্‌ন বুকায়র ও

banglainternet.com

আবদুল্লাহ্ (র) লায়ছ-এর সূত্রে উকায়ল থেকে বর্ণনা করতে গিয়ে لو منعونى كذا (যদি তারা এই পরিমাণ দিতে অস্বীকার করে)-এর স্থলে لو منعونى عناقا (যদি তারা একটি ছোট উটের বাচ্চাও দিতে অস্বীকার করে) উল্লেখ করেছেন। আর এটিই বিশুদ্ধতম। আর এটিকে লোকেরা عناقا বর্ণনা করেছেন। عز وجل বস্তুত এ স্থানে عقالا পড়াটা বৈধ নয়। আর عقالا শব্দটি শা'বী-এর হাদীসে মুরসাল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপভাবে কুতায়বা (র) عقالا বলেছেন।

٦٧٨٨ حَدَّثَنِى اِسْمٰعِيْلُ حَدَّثَنِى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ عُيَيْنَةُ ابْنُ حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ بَدْرٍ فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ اَخِيْهِ الْحُرِّ بْنِ قَيْسِ بْنِ حِصْنٍ ، وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِيْنَ يُدْنِيْهِمْ عُمَرُ وَكَانَ الْقُرَّاءُ اَصْحَابَ مَجْلِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ كُهُوْلاً كَانُوْا اَوْ شُبَّانًا ، فَقَالَ عُيَيْنَةُ لِابْنِ اَخِيْهِ يَا ابْنَ اَخِى هَلْ لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هٰذَا الْاَمِيْرِ فَتَسْتَاْذِنَ لِى عَلَيْهِ ، قَالَ سَاَسْتَاْذِنُ لَكَ عَلَيْهِ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَاسْتَاْذَنَ لِعُيَيْنَةَ فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ وَاللّٰهِ مَا تُعْطِيْنَا الْجَزْلَ وَمَا تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ فَغَضِبَ عُمَرُ حَتّٰى هَمَّ بِاَنْ يَقَعَ بِهِ فَقَالَ الْحُرُّ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّ اللّٰهَ قَالَ لِنَبِيِّهِ ﷺ خُذِ الْعَفْوَ ، وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ ، وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ ، وَاِنَّ هٰذَا مِنَ الْجَاهِلِيْنَ ، فَوَاللّٰهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِيْنَ تَلاَهَا عَلَيْهِ ، وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللّٰهِ -

৬৭৮৮ ইসমাঈল (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উয়ায়না ইব্ন হিস্ন ইব্ন হুযায়ফা ইব্ন বাদর (র) তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হুর ইব্ন কায়স ইব্ন হিস্ন-এর নিকট এলেন। উমর (রা) যাদের নিজের সান্নিধ্যে রাখতেন, হুর ইব্ন কায়স (র) ছিলেন তাদেরই একজন। যুবক হোক কিংবা বৃদ্ধ কারী (আলিম) ব্যক্তিরাই উমর (রা)-এর মজলিসের সভাসদ ও পরামর্শদাতা ছিলেন। উয়ায়না তার ভাতিজাকে বললেন, হে ভাতিজা! তোমার কি আমীরের নিকট এতটুকু প্রভাব আছে যে আমার জন্য সাক্ষাতের অনুমতি গ্রহণ করতে পারবে? সে বলল, আমি আপনার ব্যাপারে তাঁর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করব। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, তিনি (হুর) উয়ায়নার জন্য অনুমতি চাইলেন। তারপর যখন উয়ায়না (রা) উমর (রা)-এর নিকট গেলেন, তখন সে বলল, হে ইব্ন খাত্তাব! আপনি আমাদের (প্রচুর পরিমাণে) মাল দিচ্ছেন না, আবার ইনসাফের ভিত্তিতে আমাদের মাঝে ফায়সালাও করছেন না। তখন উমর (রা) রাগান্বিত হলেন, এমন কি তিনি তাকে প্রহার করতে উদ্যত হলেন। তখন হুর বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন। আল্লাহ্ তাঁর নবী ﷺ -কে বলেছেন ঃ তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন কর, সৎকাজের নির্দেশ দাও, আর অজ্ঞদেরকে উপেক্ষা কর। (৭ ঃ ১৯৯)। এ লোকটি নিঃসন্দেহে একজন মূর্খ। আল্লাহ্র শপথ! উমর (রা) এর সামনে এই আয়াতটি পাঠ করা হলে তিনি মোটেও তা লংঘন করলেন না। বস্তুত তিনি মহান আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবের বড়ই অনুগত ছিলেন।

banglainternet.com

٦٧٨٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِى بَكْرٍ اَنَّهَا قَالَتْ اَتَيْتُ عَائِشَةَ حِيْنَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ وَالنَّاسُ قِيَامٌ وَهِىَ قَائِمَةٌ تُصَلِّى ، فَقُلْتُ مَا لِلنَّاسِ ؟ فَاَشَارَتْ بِيَدِهَا نَحْوَ السَّمَاءِ فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللّٰهِ ، فَقُلْتُ اٰيَةٌ ؟ قَالَتْ بِرَاْسِهَا اَىْ نَعَمْ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ شَيْئٍ لَمْ اَرَهُ اِلاَّ وَقَدْ رَاَيْتُهُ فِى مَقَامِىْ هٰذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ ، وَاُوْحِىَ اِلَىَّ اَنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِى الْقُبُوْرِ قَرِيْبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ ، فَاَمَّا الْمُؤْمِنُ اَوِ الْمُسْلِمُ لاَ اَدْرِى اَىَّ ذٰلِكَ قَالَتْ اَسْمَاءُ فَيَقُوْلُ مُحَمَّدٌ ﷺ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ فَاَجَبْنَا وَاٰمَنَّا ، فَيُقَالُ نَمْ صَالِحًا عَلِمْنَا اَنَّكَ مُوْقِنٌ ، وَاَمَّا الْمُنَافِقُ اَوِ الْمُرْتَابُ لاَ اَدْرِى اَىَّ ذٰلِكَ قَالَتْ اَسْمَاءُ ، فَيَقُوْلُ لاَ اَدْرِى سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ-

৬৭৮৯ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র) ..... আসমা বিন্‌ত আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার সূর্যগ্রহণের সময় আমি আয়েশা (রা)-র নিকট এলাম। লোকেরা তখন (নামাযে) দাঁড়িয়েছিল এবং তিনিও দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, লোকদের কি হল? তিনি হাত দিয়ে আসমানের দিকে ইশারা করলেন এবং বললেন, সুবহানাল্লাহ্! আমি বললাম, এটা কি কোন নিদর্শন? তখন তিনি মাথা দুলিয়ে হাঁ বললেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন নামায শেষ করলেন, তখন (প্রথমে) তিনি আল্লাহ্‌র হামদ্ ও ছানা পাঠ করলেন। তারপর বললেন, আমি যা দেখিনি তার সবকিছুই আজকের এই স্থানে দেখেছি। এমন কি জান্নাত ও জাহান্নামও দেখেছি। আর আমার নিকট ওহী প্রেরণ করা হয়েছে যে, কবরে তোমাদের পরীক্ষায় ফেলা হবে, যা প্রায় দাজ্জালের পরীক্ষার ন্যায়ই (কঠিন) হবে। তবে যারা মু'মিন হবে, অথবা (বলেছিলেন) মুসলিম হবে। বর্ণনাকারী বলেন, আসমা (রা) 'মু'মিন' বলেছিলেন, না 'মুসলিম' বলেছিলেন তা আমার স্মরণ নেই। তারা বলবে, মুহাম্মদ ﷺ আমাদের কাছে সুস্পষ্ট দলীল নিয়ে এসেছিলেন, আমরা তাঁর আহবানে সাড়া দিয়েছি এবং ঈমান এনেছি। তখন তাকে বলা হবে, তুমি আরামে ঘুমিয়ে থাক, আমরা জানি তুমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী ছিলে। আর যারা মুনাফিক হবে অথবা (বলেছিলেন) সন্দেহকারী হবে, বর্ণনাকারী বলেন, আসমা 'মুনাফিক' বলেছিলেন না 'সন্দেহকারী' বলেছিলেন তা আমার মনে নেই। তারা বলবে, আমি কিছুই জানি না, আমি মানুষকে কিছু কথা বলতে শুনেছি, আমিও তাই বলেছি।

٦٧٩٠ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ دَعُوْنِى مَا تَرَكْتُكُمْ اِنَّمَا اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سُؤَالُهُمْ وَاخْتِلاَفُهُمْ عَلَى اَنْبِيَائِهِمْ فَاِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَىْءٍ فَاجْتَنِبُوْهُ ، وَاِذَا اَمَرْتُكُمْ بِاَمْرٍ فَاْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ-

banglainternet.com

৬৭৯০ ইসমাঈল (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ তোমরা আমাকে প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাক, যতক্ষণ না আমি তোমাদের কিছু বলি। কেননা, তোমাদের পূর্বে যারা ছিল, তারা তাদের নবীদের অধিক প্রশ্ন করা ও নবীদের সাথে মতবিরোধ করার কারণেই ধ্বংস হয়েছে। তাই আমি যখন তোমাদের কোন বিষয়ে নিষেধ করি, তখন তা থেকে বেঁচে থাক। আর যদি কোন বিষয়ে আদেশ করি তাহলে সাধ্যমত পালন কর।

٣٠٧٧ بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ كَثْرَةِ السُّؤَالِ وَتَكَلُّفِ مَالاَ يَعْنِيْهِ ، وَقَوْلُهُ لاَ تَسْأَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُؤْكُمْ

৩০৭৭. অনুচ্ছেদ ঃ অধিক প্রশ্ন করা এবং অনর্থক কষ্ট করা নিন্দনীয় এবং আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ তোমরা সেসব বিষয়ে প্রশ্ন করো না, যা প্রকাশিত হলে তোমরা দুঃখিত হবে (৫ ঃ ১০১)

٦٧٩١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ حَدَّثَنِى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِى وَقَّاصٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنَّ اَعْظَمَ الْمُسْلِمِيْنَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَىْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ مِنْ اَجْلِ مَسْأَلَتِهِ-

৬৭৯১ আবদুল্লাহ্ ইবন ইয়াযীদ মুকরী (র).....আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ মুসলিমদের সবচেয়ে বড় অপরাধী সেই ব্যক্তি যে এমন বিষয়ে প্রশ্ন করে যা পূর্বে হারাম ছিল না। কিন্তু তার প্রশ্নের কারণে তা হারাম হয়ে গেছে।

٦٧٩٢ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا النَّضْرِ يُحَدِّثُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اتَّخَذَ حُجْرَةً فِى الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيْرٍ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْهَا لَيَالِىَ حَتّٰى اجْتَمَعَ اِلَيْهِ نَاسٌ ثُمَّ فَقَدُوْا صَوْتَهُ لَيْلَةً وَظَنُّوْا اَنَّهُ قَدْ نَامَ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحْنَحُ لِيَخْرُجَ اِلَيْهِمْ فَقَالَ مَا زَالَ بِكُمُ الَّذِىْ رَاَيْتُ مِنْ صَنِيْعِكُمْ حَتّٰى خَشِيْتُ اَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ فَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ فَصَلُّوْا اَيُّهَا النَّاسُ فِى بُيُوْتِكُمْ فَاِنَّ اَفْضَلَ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِى بَيْتِهِ اِلاَّ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوْبَةَ-

৬৭৯২ ইসহাক (র) ..... যায়িদ ইবন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ চাটাই দিয়ে মসজিদে একটি কামরা তৈরি করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাতে কয়েক রাত নামায আদায় করলেন। এতে লোকেরা তাঁর সঙ্গে সমবেত হত। তারপর এক রাতে তারা তাঁর আওয়ায শুনতে পেল না এবং তারা মনে করল, তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাদের কেউ কেউ গলা খাকার দিতে শুরু করল, যেন তিনি তাদের কাছে বেরিয়ে আসেন। তখন তিনি (নবী ﷺ) বললেন ঃ তোমাদের নিত্য দিনের কার্যকলাপ আমি লক্ষ্য করছি, তাতে আমার ভয় হচ্ছে যে, তোমাদের উপর তা ফরয করে দেওয়া হয়। কিন্তু যদি তোমাদের উপর ফরয করে দেওয়া হয়

banglainternet.com

তাহলে তোমরা তা কায়েম করবে না। অতএব হে লোকেরা! তোমরা নিজ নিজ ঘরে নামায আদায় করো। কেননা, ফরয নামায ছাড়া একজন লোকের সবচেয়ে উত্তম নামায হল যা সে তার ঘরে আদায় করে।

٦٧٩٣ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا. فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ الْمَسْئَلَةَ غَضِبَ وَقَالَ سَلُونِي فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبِي قَالَ أَبُوكَ حُذَافَةُ ثُمَّ قَامَ اخَرُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبِي فَقَالَ أَبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَةَ فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ مَا بِوَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْغَضَبِ قَالَ إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللَّهِ-

৬৭৯৩ ইউসুফ ইবন মূসা (র) ..... আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এমন কতিপয় বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হল যা তিনি অপছন্দ করেন। কিন্তু লোকেরা যখন তাঁকে বেশি বেশি প্রশ্ন করতে শুরু করল, তিনি রাগান্বিত হলেন এবং বললেন ঃ আমাকে প্রশ্ন কর। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতা কে? তিনি বললেন ঃ তোমার পিতা হল হুযাফা। এরপর আর একজন দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতা কে? তিনি বললেন ঃ তোমার পিতা শায়বার আযাদকৃত গোলাম সালিম। উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চেহারায় রাগের লক্ষণ দেখতে পেয়ে বললেন, আমরা আল্লাহ্র নিকট তাওবা করছি।

٦٧٩٤ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ اكْتُبْ إِلَيَّ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ. وَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ. وَوَأْدِ الْبَنَاتِ. وَمَنْعٍ وَهَاتِ -قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ كَانُوا يَقْتُلُونَ بَنَاتِهِمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَحَرَّمَ اللَّهُ ذَلِكَ-

banglainternet.com

৬৭৯৪ মূসা (র) ..... মুগীরা ইবন শুবা (রা)-এর কাতিব (কেরানী) ওয়াররাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআবিয়া (রা) মুগীরা (রা)-র নিকট এ মর্মে লিখে পাঠালেন যে, তুমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে যা কিছু শুনেছ তা আমাকে লিখে পাঠাও। তিনি বলেন, তিনি তাকে লিখলেন যে, আল্লাহ্র নবী ﷺ প্রতি নামাযের

পর বলতেন ঃ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, সাম্রাজ্য কেবলমাত্র তাঁরই, আর সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁরই জন্য, তিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ্! তুমি যা দান করবে তাকে ঠেকাবার মত কেউ নেই, আর তুমি যে বিষয়ে বাধা প্রদান করবে তা দেওয়ার মত কেউ নেই। ধন-প্রাচুর্য তোমার দরবারে প্রাচুর্যধারীদের কোনই উপকারে আসবে না। তিনি আরো লিখেছিলেন যে, নবী ﷺ তর্ক-বিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়া, অধিক প্রশ্ন করা ও ধন-সম্পদ অনর্থক বিনষ্ট করা থেকে নিষেধ করতেন। আর তিনি মায়েদের অবাধ্যতা, কন্যা সন্তানদের জীবন্ত প্রোথিত করা ও প্রাপকের প্রাপ্য দিতে হাত গুটিয়ে নেওয়া এবং আদায়ের ব্যাপারে হাত বাড়িয়ে দেওয়া থেকে নিষেধ করতেন। আবূ আবদুল্লাহ্ (বুখারী) (র) বলেন, তারা (কাফের) জাহিলিয়াতের যুগে স্বীয় কন্যাদেরকে হত্যা করতেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তা হারাম করে দেন।

٦٧٩٥ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ نُهِيْنَا عَنِ التَّكَلُّفِ-

৬৭৯৫ সুলায়মান ইব্ন হারব (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উমর (রা)-এর কাছে (উপবিষ্ট) ছিলাম। তখন তিনি বললেন ঃ আমাদের কৃত্রিমতা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

٦٧٩٦ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَحَدَّثَنِي مَحْمُوْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ حِيْنَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى الظُّهْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ السَّاعَةَ وَذَكَرَ اَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا اُمُوْرًا عِظَامًا ، ثُمَّ قَالَ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَسْاَلَ عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْاَلْ عَنْهُ فَوَاللّٰهِ لاَ تَسْاَلُوْنِيْ عَنْ شَيْءٍ اِلاَّ اَخْبَرْتُكُمْ بِهِ مَادُمْتُ فِيْ مَقَامِيْ هٰذَا قَالَ اَنَسٌ فَاَكْثَرَ النَّاسُ الْبُكَاءَ وَاَكْثَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَقُوْلَ سَلُوْنِيْ قَالَ اَنَسٌ فَقَامَ اِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ اَيْنَ مَدْخَلِيْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ النَّارُ، فَقَامَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حُذَافَةَ فَقَالَ مَنْ اَبِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَبُوْكَ حُذَافَةُ قَالَ ثُمَّ اَكْثَرَ اَنْ يَقُوْلَ سَلُوْنِيْ سَلُوْنِيْ قَالَ فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلاَمِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً قَالَ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ قَالَ عُمَرُ ذٰلِكَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَوَلَى وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَقَدْ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ انِفًا فِيْ عُرْضِ هٰذَا الْحَائِطِ وَاَنَا اُصَلِّيْ فَلَمْ اَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ-

banglainternet.com

৬৭৯৬ আবুল ইয়ামান (র) ও মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। দ্বিপ্রহরের পর নবী ﷺ বেরিয়ে আসলেন এবং যুহরের নামায আদায় করলেন। সালাম ফিরানোর পর তিনি

মিম্বরে উঠে দাঁড়ালেন এবং কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি উল্লেখ করলেন যে, কিয়ামতের পূর্বে অনেক বড় বড় ঘটনা সংঘটিত হবে। তারপর তিনি বললেন ঃ কেউ যদি আমাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে ভাল মনে করে, তাহলে সে তা করতে পারবে। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি এখানে অবস্থান করা পর্যন্ত তোমরা আমাকে যে বিষয়েই জিজ্ঞাসা করবে, আমি তা তোমাদের অবহিত করব। আনাস (রা) বলেন, এতে লোকেরা খুব কাঁদতে থাকল। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ খুব বলতে থাকলেন। তোমরা আমার কাছে প্রশ্ন কর। আনাস (রা) বলেন, তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! আমার আশ্রয়স্থল কোথায়? তিনি বললেন, জাহান্নাম। তারপর আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন হুযাফা (রা) দাঁড়িয়ে বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! আমার পিতা কে? তিনি বললেনঃ তোমার পিতা হুযাফা। আনাস (রা) বলেন, তারপর তিনি বার বার বলতে থাকলেন ঃ তোমরা আমার কাছে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর। তোমরা আমার কাছে প্রশ্ন কর। এতে উমর (রা) হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন এবং বললেন, আমরা আল্লাহ্‌কে রব হিসাবে মেনে, ইসলামকে দীন হিসাবে গ্রহণ করে এবং মুহাম্মদ ﷺ -কে রাসূল হিসাবে বিশ্বাস করে সন্তুষ্ট আছি। আনাস (রা) বলেন, উমর (রা) যখন এ কথা বললেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নীরব হয়ে গেলেন। তারপর নবী ﷺ বললেন ঃ উত্তম! যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম করে বলছি, এইমাত্র আমি যখন নামাযে ছিলাম তখন এই দেয়ালের প্রস্থে জান্নাত ও জাহান্নাম আমার সম্মুখে পেশ করা হয়েছিল। আজকের ন্যায় এমন কল্যাণ ও অকল্যাণ আমি আর দেখিনি।

٦٧٩٧ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ قَالَ اَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مُوْسَى بْنُ اَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ رَجُلٌ يَانَبِيَّ اللّٰهِ مَنْ اَبِيْ قَالَ اَبُوْكَ فُلَانٌ . وَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْاَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ اَلْاٰيَةَ-

৬৭৯৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহীম (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহ্‌র নবী! কে আমার পিতা? তিনি বললেন ঃ তোমার পিতা অমুক। তারপর এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (মহান আল্লাহ্‌র বাণী) ঃ হে মু'মিনরা! তোমরা সেসব বিষয়ে প্রশ্ন করবে না, যা প্রকাশিত হলে তোমরা দুঃখিত হবে ..... (৫ ঃ ১০১)।

٦٧٩٨ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَنْ يَبْرَحَ النَّاسُ يَتَسَاءَلُوْنَ هٰذَا اللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَمَنْ خَلَقَ اللّٰهَ-

৬৭৯৮ হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেন ঃ লোকেরা পরস্পরে প্রশ্ন করতে থাকবে যে, ইনি (আল্লাহ্‌) সবকিছুরই স্রষ্টা, তবে আল্লাহ্‌কে কে সৃষ্টি করলেন?

banglainternet.com

٦٧٩٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسٰى بْنُ يُوْنُسَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِى حَرْثٍ بِالْمَدِيْنَةِ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلٰى عَسِيْبٍ فَمَرَّ بِنَفَرٍ مِنَ الْيَهُوْدِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ سَلُوْهُ عَنِ الرُّوْحِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَسْأَلُوْهُ لَا يُسْمِعُكُمْ مَا تَكْرَهُوْنَ فَقَامُوْا اِلَيْهِ فَقَالُوْا يَا اَبَا الْقَاسِمِ اَخْبِرْنَا عَنِ الرُّوْحِ فَقَامَ سَاعَةً يَنْظُرُ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ يُوْحٰى اِلَيْهِ فَتَاَخَّرْتُ عَنْهُ حَتّٰى صَعِدَ الْوَحْىُ ثُمَّ قَالَ وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ-

৬৭৯৯ মুহাম্মদ ইবন উবায়দ ইবন মায়মূন (র) ..... ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর সঙ্গে মদীনার এক শস্যক্ষেত্রে ছিলাম। তিনি একটি খেজুরের ডালে ভর দিয়ে হাঁটছিলেন। এ সময় ইহুদীদের একটি দলের নিকট দিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন। তাদের কেউ বলল, তাকে রূহ (আত্মা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। আর কেউ বলল তাঁকে জিজ্ঞাসা করো না, এতে তোমাদের অপছন্দনীয় উত্তর শুনতে হতে পারে। তারপর তারা তাঁর কাছে উঠে গিয়ে বলল, হে আবুল কাসিম! আমাদের রূহ সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলেন। আমি বুঝতে পারলাম, তাঁর কাছে ওহী নাযিল হচ্ছে, আমি তাঁর থেকে একটু পিছু সরে দাঁড়ালাম। ওহী অবতরণ শেষ হল। তারপর তিনি বললেন ঃ (মহান আল্লাহ্র বাণী) ঃ তোমাকে তারা রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, 'রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশ.....' (১৭ ঃ ৮৫)।

٣٠٧٨ بَابُ الْاِقْتِدَاءِ بِاَفْعَالِ النَّبِيِّ ﷺ

৩০৭৮. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর কাজকর্মের অনুসরণ

٦٨٠٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنِّى اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَنَبَذَهُ وَقَالَ اِنِّىْ لَنْ اَلْبَسَهُ اَبَدًا فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَهُمْ-

৬৮০০ আবূ নুআয়ম (র).....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ একটি স্বর্ণের আংটি বানিয়েছিলেন। (তাঁর দেখাদেখি) লোকেরাও স্বর্ণের আংটি বানিয়েছিল। এরপর (একদিন) নবী ﷺ বললেন ঃ আমি অবশ্য স্বর্ণের আংটি বানিয়েছিলাম- তারপর তিনি তা ছুড়ে ফেলে দিলেন এবং বললেন ঃ আমি আর কোন দিনই তা পরিধান করব না। ফলে লোকেরা তাদের আংটিগুলো ছুড়ে ফেলে দিল।

banglainternet.com

٣٠٧٩ بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّعَمُّقِ وَالتَّنَازُعِ وَالْغُلُوِّ فِى الدِّيْنِ وَالْبِدَعِ لِقَوْلِهِ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوْا فِى دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ

৩০৭৯. অনুচ্ছেদ ঃ দীনের ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত কঠোরতা অবলম্বন, তর্ক-বিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়া, বাড়াবাড়ি করা এবং বিদ্‌আত অপছন্দনীয়। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ হে কিতাবীরা! তোমরা দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহ্ সম্পর্কে সত্য ব্যতীত বলো না ..... (৪ ঃ ১৭১)

٦٨٠١ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ تُوَاصِلُوْا قَالُوْا اِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ اِنِّيْ لَسْتُ مِثْلَكُمْ اِنِّيْ اَبِيْتُ يُطْعِمُنِيْ رَبِّيْ وَيَسْقِيْنِيْ فَلَمْ يَنْتَهُوْا عَنِ الْوِصَالِ قَالَ فَوَاصَلَ بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَيْنِ اَوْ لَيْلَتَيْنِ ثُمَّ رَاَوُا الْهِلاَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ تَاَخَّرَ الْهِلاَلُ لَزِدْتُكُمْ كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ-

৬৮০১ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা (ইফতার না করে) লাগাতার রোযা পালন করো না। সাহাবীরা বললেন, আপনি তো (ইফতার না করে) লাগাতার রোযা পালন করেন। তিনি বললেন ঃ আমি তোমাদের মতো নই। আমি এভাবে রাত যাপন করি যে, আমার প্রভু আমাকে পানাহার করান। কিন্তু তাঁরা লাগাতার রোযা পালন করা থেকে বিরত হলো না। ফলে তাদের সঙ্গে নবী ﷺ ও দুইদিন অথবা (বর্ণনাকারী বলেছিলেন) দুই রাত লাগাতার রোযা পালন করেন। এরপর তাঁরা (ঈদের) চাঁদ দেখতে পেলেন। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ যদি চাঁদ (আরও কয়েক দিন) দেরী করে উদিত হত, তাহলে আমিও (লাগাতার রোযা পালন করে) তোমাদের রোযার সময়কে দীর্ঘায়িত করতাম, যেন তিনি তাঁদের কাজকে পছন্দ করলেন না।

٦٨٠٢ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي اِبْرَاهِيْمُ التَّيْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ قَالَ خَطَبَنَا عَلِيٌّ عَلَى مِنْبَرٍ مِنْ اَجُرٍّ وَعَلَيْهِ سَيْفٌ فِيْهِ صَحِيْفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَقَالَ وَاللّٰهِ مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ يُقْرَأُ اِلاَّ كِتَابُ اللّٰهِ وَمَا فِيْ هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ فَنَشَرَهَا فَاِذَا فِيْهَا اَسْنَانُ الْاِبِلِ وَاِذَا فِيْهَا الْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ مِنْ عَيْرٍ اِلَى كَذَا فَمَنْ اَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً وَاِذَا فِيْهِ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ يَسْعٰى بِهَا اَدْنَاهُمْ فَمَنْ اَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً وَاِذَا فِيْهَا مَنْ وَالٰى قَوْمًا بِغَيْرِ اِذْنِ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً

banglainternet.com

৬৮০২ উমর ইব্‌ন হাফস ইব্‌ন গিয়াস (র) ..... ইবরাহীম তায়মী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা বর্ণনা করেছেন যে, একবার আলী (রা) পাকা ইটে নির্মিত একটি মিম্বরে আরোহণ করে আমাদের

উদ্দেশ্যে খুতবা পাঠ করলেন। তাঁর সঙ্গে একটি তরবারী ছিল, যার মাঝে একটি সহীফা ঝুলন্ত ছিল। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমাদের নিকট আল্লাহ্‌র কিতাব এবং যা এই সহীফাতে লিপিবদ্ধ আছে এ ছাড়া অন্য এমন কোন কিতাব নেই যা পাঠ করা যেতে পারে। তারপর তিনি তা খুললেন। তাতে উটের বয়স সম্পর্কে লেখা ছিল এবং লেখা ছিল যে, 'আয়র' (পর্বত) থেকে অমুক স্থান পর্যন্ত মদীনা হারাম (পবিত্র এলাকা) বলে বিবেচিত হবে। যে কেউ এখানে কোন অন্যায় করবে তার উপর আল্লাহ্, ফেরেশ্‌তাকুল ও সমস্ত মানব সম্প্রদায়ের অভিসম্পাত। আর আল্লাহ্ তা'আলা তার ফরয ও নফল কোন ইবাদতই কবূল করবেন না এবং তাতে আরও ছিল যে, এখানকার সকল মুসলমানের নিরাপত্তা একই পর্যায়ের। একজন নিম্ন পর্যায়ের ব্যক্তিও (অন্য কাউকে) নিরাপত্তা প্রদান করতে পারবে। যদি কোন ব্যক্তি অপর একজন মুসলমানের প্রদত্ত নিরাপত্তাকে লংঘন করে, তাহলে তার উপর আল্লাহ্‌র, ফেরেশ্‌তাকুলের ও সমস্ত মানব সম্প্রদায়ের লানত (অভিসম্পাত)। আল্লাহ্ তা'আলা তার ফরয ও নফল কোন ইবাদতই কবূল করবেন না। তাতে আরও ছিল, যদি কোন ব্যক্তি তার (আযাদকারী) মনিবের অনুমতি ছাড়া অন্য কাউকে নিজের (গোলাম থাকাকালীন সময়ের) মনিব বলে উল্লেখ করে, তাহলে তার উপর আল্লাহ্‌র, ফেরেশ্‌তাকুলের ও সমস্ত মানব সম্প্রদায়ের অভিসম্পাত। আর আল্লাহ্ তা'আলা তার ফরয, নফল কোন ইবাদতই গ্রহণ করবেন না।

٦٨٠٣ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ صَنَعَ النَّبِىُّ ﷺ شَيْئًا تَرَخَّصَ فِيْهِ وَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ ﷺ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ اَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُوْنَ عَنِ الشَّىْءِ اَصْنَعُهُ فَوَاللّٰهِ اِنِّى لَاَعْلَمُهُمْ بِاللّٰهِ وَاَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً۔

৬৮০৩ উমর ইব্‌ন হাফ্‌স (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ নিজে একটি কাজ করলেন এবং তাতে তিনি অবকাশ দিলেন। তবে কিছু লোক এর থেকে বিরত রইল। নবী ﷺ -এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছল। তিনি আল্লাহ্‌র হামদ ও ছানা পাঠ করলেন, তারপর বললেন ঃ লোকদের কি হল যে, তারা এমন কাজ থেকে বিরত থাকে যা আমি নিজে করি। আল্লাহ্‌র কসম! আমি আল্লাহ্ সম্পর্কে তাদের থেকে অধিক জানি এবং আমি তাদের তুলনায় আল্লাহ্‌কে অধিক ভয় করি।

٦٨٠٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ كَادَ الْخَيِّرَانِ اَنْ يَهْلِكَا اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ لَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ وَفْدُ بَنِىْ تَمِيْمٍ اَشَارَ اَحَدُهُمَا بِالْاَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِىِّ اَخِىْ بَنِىْ مُجَاشِعٍ وَاَشَارَ الْاٰخَرُ بِغَيْرِهِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ لِعُمَرَ اِنَّمَا اَرَدْتَ خِلَافِىْ فَقَالَ عُمَرُ مَا اَرَدْتُ خِلَافَكَ فَارْتَفَعَتْ اَصْوَاتُهُمَا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَنَزَلَتْ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِىِّ اِلٰى قَوْلِهِ عَظِيْمٌ وَقَالَ ابْنُ اَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَكَانَ عُمَرُ بَعْدَ

banglainternet.com

وَلَمْ يَذْكُرْ ذٰلِكَ عَنْ اَبِيْهِ يَعْنِى اَبَا بَكْرٍ اِذَا حَدَّثَ النَّبِىَّ ﷺ بِحَدِيْثٍ حَدَّثَهُ كَاَخِى السِّرَارِ لَمْ يُسْمِعْهُ حَتّٰى يَسْتَفْهِمَهُ-

৬৮০৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল (র) ..... ইব্‌ন আবূ মুলায়কা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুইজন অতি ভাল লোক ধ্বংসের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন। তাঁরা হলেন আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)। বনী তামীমের প্রতিনিধি দল যখন নবী ﷺ-এর কাছে আসল, তখন তাদের একজন [উমর (রা)] আকরা ইব্‌ন হাবিস হানযালী নামে বনী মুজাশে গোত্রের ভ্রাতা জনৈক ব্যক্তির দিকে ইশারা করলেন, অপরজন [আবূ বকর (রা)] অন্য আর একজনের প্রতি ইশারা করলেন। এতে আবূ বকর (রা) উমর (রা)-কে বললেন, আপনার ইচ্ছা হল আমার বিরোধিতা করা। উমর (রা) বললেন, আমি আপনার বিরোধিতার ইচ্ছা করিনি। নবী ﷺ-এর সামনে তাঁদের দু'জনেরই আওয়াজ বুলন্দ হয়ে যায়। ফলে (নিম্নোক্ত আয়াতটি) নাযিল হয় ঃ হে মু'মিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করবে না..... (৪৯ ঃ ২)। ইব্‌ন আবূ মুলায়কা বলেন, ইব্‌ন যুবায়র (রা) বর্ণনা করেন যে, এরপরে উমর (রা) যখন নবী ﷺ-এর সাথে কোন কথা বলতেন, তখন গোপন বিষয়ের আলাপকারীর ন্যায় চুপে চুপে বলতেন, এমন কি তা শোনা যেত না, যতক্ষণ নবী ﷺ তার থেকে পুনরায় জিজ্ঞাসা না করতেন। এ হাদীসের রাবী ইব্‌ন যুবায়র তাঁর পিতা অর্থাৎ নানা আবূ বকর (রা) থেকে উল্লেখ করেননি।

٦٨٠٥ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِى مَرَضِهِ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ ، قُلْتُ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ اِذَا قَامَ فِى مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ فَقَالَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قُوْلِىْ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ اِذَا قَامَ فِى مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ، فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّكُنَّ لَاَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ مَا كُنْتُ لِاُصِيْبَ مِنْكِ خَيْرًا-

৬৮০৫ ইসমাঈল (র)..... উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর অসুস্থতার সময় বললেন ঃ তোমরা আবূ বকরকে বল, লোকদের নিয়ে যেন সালাত আদায় করে নেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম যে, আবূ বকর (রা) যদি আপনার স্থানে দাঁড়ান তাহলে কান্নার কারণে মানুষকে তার আওয়াজ শোনাতে পারবেন না। সুতরাং আপনি উমর (রা)-কে নির্দেশ দিন, তিনি যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। তিনি পুনরায় বললেন, তোমরা আবূ বকরকে বল, যেন তিনি লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি হাফসা (রা)-কে বললাম, তুমি বল যে, আবূ বকর আপনার জায়গায় দাঁড়ালে কান্নার কারণে লোকদের তার আওয়াজ শোনাতে পারবেন না। সুতরাং আপনি উমর (রা)-কে নির্দেশ দিন। তিনি যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। হাফসা (রা) তাই করলেন। তখন

banglainternet.com

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমরা তো ইউসুফ (আ)-এর (বিভ্রান্তকারিণী) মহিলাদের ন্যায়। আবূ বকরকে বল, তিনি যেন লোকদের নিয়ে নামায আদায় করেন। হাফসা (রা) আয়েশা (রা)-কে বললেন, আমি আপনার কাছ থেকে কখনই ভাল কিছু পাওয়ার মত নই।

٦٨٠٦ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ اَبِي ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ السَّاعِدِيِّ قَالَ جَاءَ عُوَيْمِرٌ اِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ اَرَاَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ اَهْلِهِ رَجُلاً فَيَقْتُلُهُ اَتَقْتُلُوْنَهُ بِهِ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلَهُ فَكَرِهَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَسَائِلَ وَعَابَ فَرَجَعَ عَاصِمٌ فَاَخْبَرَهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَرِهَ الْمَسَائِلَ فَقَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللّٰهِ لاَنْتَهِيَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَجَاءَ وَقَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ خَلْفَ عَاصِمٍ فَقَالَ لَهُ قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْكُمْ قُرْاٰنًا فَدَعَا مَا فَتَقَدَّمَا فَتَلاَعَنَا ثُمَّ قَالَ عُوَيْمِرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ اَمْسَكْتُهَا فَفَارَقَهَا وَلَمْ يَاْمُرْهُ النَّبِيُّ ﷺ بِفِرَاقِهَا فَجَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْمُتَلاَعِنَيْنِ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اُنْظُرُوْهَا فَاِنْ جَاءَتْ بِهِ اَحْمَرَ قَصِيْرًا مِثْلَ وَحَرَةٍ فَلاَ اُرَاهُ اِلاَّ قَدْ كَذَبَ ، وَاِنْ جَاءَتْ بِهِ اَسْحَمَ اَعْيَنَ ذَا اَلْيَتَيْنِ فَلاَ اَحْسِبُ اِلاَّ قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الْاَمْرِ الْمَكْرُوْهِ-

৬৮০৬ আদাম (র)..... সাহল ইব্ন সাদ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উওয়ায়মির (রা) আসিম ইব্ন আদীর কাছে এসে বলল, আচ্ছা বলুন তো, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে অন্য কাউকে পায় এবং তাকে হত্যা করে ফেলে, তাহলে এর জন্য (কিসাস হিসাবে) আপনারা কি তাকে হত্যা করবেন? হে আসিম! আপনি আমার জন্য এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করুন। তিনি জিজ্ঞাসা করলে নবী ﷺ এহেন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করাকে অপছন্দ করলেন এবং দূষণীয় মনে করলেন। আসিম (রা) ফিরে এসে তাকে জানাল যে, নবী ﷺ বিষয়টিকে খারাপ মনে করেছেন। উওয়ায়মির (রা) বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি নিজেই নবী ﷺ-এর নিকট যাব। তারপর তিনি আসলেন। আসিম (রা) চলে যাওয়ার পরেই আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন নাযিল করেছেন। নবী ﷺ তাকে বললেন ঃ তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের আয়াত নাযিল করেছেন। তিনি তাদের দু'জনকেই (সে ও তার স্ত্রী) ডাকলেন। তারা উপস্থিত হল এবং 'লি'আন' করল। তারপর উওয়ায়মির (রা) বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি আমি তাকে আটকিয়ে রাখি তাহলে তো আমি তার উপর মিথ্যারোপ করেছি, এ বলে তিনি তার সাথে বিবাহ বন্ধনকে ছিন্ন করলেন। অবশ্য নবী ﷺ তাকে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করতে বলেননি। পরে 'লি'আন'কারীদের মাঝে (বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করার) এ প্রথাই প্রচলিত হয়ে পড়ে। নবী ﷺ (মহিলাটি সম্পর্কে) বললেন ঃ একে লক্ষ্য রেখ, যদি সে খাটো ওয়াহারার (এক জাতীয় পোকা) ন্যায় লালচে সন্তান প্রসব করে, তাহলে আমি মনে করব উওয়ায়মির মিথ্যাই বলেছে। আর যদি সে কাল চোখবিশিষ্ট ও অপেক্ষাকৃত বৃহৎ নিতম্বধারী সন্তান প্রসব করে, তাহলে মনে করব উওয়ায়মির তার সম্পর্কে সত্যই বলেছে। পরে সে অবাঞ্ছিত সন্তানই প্রসব করে।

banglainternet.com

٦٨٠٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ اَوْسٍ النَّصْرِيُّ وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ذَكَرَ لِي ذِكْرًا مِنْ ذٰلِكَ ، فَدَخَلْتُ عَلٰى مَالِكٍ فَسَاَلْتُهُ ، فَقَالَ انْطَلَقْتُ حَتّٰى اَدْخُلَ عَلٰى عُمَرَ اَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَا فَقَالَ هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ يَسْتَاْذِنُوْنَ قَالَ نَعَمْ فَدَخَلُوْا فَسَلَّمُوْا وَجَلَسُوْا قَالَ هَلْ لَكَ فِي عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَاَذِنَ لَهُمَا قَالَ الْعَبَّاسُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ الظَّالِمِ اسْتَبَّا فَقَالَ الرَّهْطُ عُثْمَانَ وَاَصْحَابُهُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْضِ بَيْنَهُمَا وَاَرِحْ اَحَدَهُمَا مِنَ الْاٰخَرِ ، فَقَالَ اتَّئِدُوْا اَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ الَّذِي بِاِذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ هَلْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَا نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ يُرِيْدُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَفْسَهُ ، قَالَ الرَّهْطُ قَدْ قَالَ ذٰلِكَ ، فَاَقْبَلَ عُمَرُ عَلٰى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ اَنْشُدُكُمَا بِاللّٰهِ هَلْ تَعْلَمَانِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ذٰلِكَ ؟ قَالَا نَعَمْ ، قَالَ عُمَرُ فَاِنِّي مُحَدِّثُكُمْ عَنْ هٰذَا الْاَمْرِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ خَصَّ رَسُوْلَهُ ﷺ فِي هٰذَا الْمَالِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ اَحَدًا غَيْرَهُ ، قَالَ اللّٰهُ : مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مِنْهُمْ فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ الْاٰيَةَ ، فَكَانَتْ هٰذِهِ خَالِصَةً لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ وَاللّٰهِ مَا احْتَازَهَا دُوْنَكُمْ وَلَا اسْتَاْثَرَهَا عَلَيْكُمْ وَقَدْ اَعْطَاكُمُوْهَا وَبَثَّهَا فِيْكُمْ حَتّٰى بَقِيَ مِنْهَا هٰذَا الْمَالُ ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُنْفِقُ عَلٰى اَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هٰذَا الْمَالِ ، ثُمَّ يَاْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللّٰهِ ، فَعَمِلَ النَّبِيُّ ﷺ بِذٰلِكَ حَيَاتَهُ اَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ هَلْ تَعْلَمُوْنَ ذٰلِكَ ؟ قَالُوْا نَعَمْ ، ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ اَنْشُدُكُمَا بِاللّٰهِ هَلْ تَعْلَمَانِ ذٰلِكَ ؟ قَالَا نَعَمْ ، ثُمَّ تَوَفَّى اللّٰهُ نَبِيَّهُ ﷺ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَنَا وَلِيُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَبَضَهَا اَبُوْ بَكْرٍ فَعَمِلَ فِيْهَا بِمَا عَمِلَ فِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنْتُمَا حِيْنَئِذٍ فَاَقْبَلَ عَلٰى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ تَزْعُمَانِ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ فِيْهَا كَذَا وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَنَّهُ فِيْهَا صَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ، ثُمَّ تَوَفَّى اللّٰهُ اَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ اَنَا وَلِيُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبِي بَكْرٍ فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ اَعْمَلُ فِيْهَا بِمَا عَمِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ ثُمَّ جِئْتُمَانِي وَكَلِمَتُكُمَا عَلٰى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ وَاَمْرُكُمَا جَمِيْعٌ ، جِئْتَنِي تَسْاَلُنِي نَصِيْبَكَ مِنِ ابْنِ اَخِيْكَ ، وَاَتَانِي هٰذَا يَسْاَلُنِي نَصِيْبَ امْرَاَتِهِ مِنْ اَبِيْهَا فَقُلْتُ اِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهَا اِلَيْكُمَا حَتّٰى اَنَّ عَلَيْكُمَا

banglainternet.com

عَهْدَ اللّٰهِ وَمِيْثَاقَهُ تَعْمَلاَنِ فِيْهِ بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَبِمَا عَمِلَ فِيْهَا اَبُوْ بَكْرٍ ، وَبِمَا عَمِلْتُ فِيْهَا مُنْذُ وَلِيْتُهَا ، وَاِلاَّ فَلاَ تُكَلِّمَانِى فِيْهَا ، فَقُلْتُمَا ادْفَعْهَا اِلَيْنَا بِذٰلِكَ ، فَدَفَعْتُهَا اِلَيْكُمَا بِذٰلِكَ ، اَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ هَلْ دَفَعْتُهَا اِلَيْهِمَا بِذٰلِكَ ، قَالَ الرَّهْطُ نَعَمْ ، فَاَقْبَلَ عَلَى عَلِىٍّ وَعَبَّاسٍ ، فَقَالَ اَنْشُدُكُمَا بِاللّٰهِ هَلْ دَفَعْتُهَا اِلَيْكُمَا بِذٰلِكَ ؟ قَالاَ نَعَمْ ، قَالَ اَفَتَلْتَمِسَانِ مِنِّىْ قَضَاءً غَيْرَ ذٰلِكَ ، فَوَالَّذِى بِاِذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ لاَ اَقْضِىْ فِيْهَا قَضَاءً غَيْرَ ذٰلِكَ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ فَاِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا اِلَىَّ فَاَنَا اَكْفِيْكُمَاهَا-

৬৮০৭ আবদুল্লাহ্ ইবন ইউসুফ (র)..... ইবন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মালিক ইবন আওস নাযরী (র) আমাকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অবশ্য মুহাম্মদ ইবন জুবায়র ইবন মুতঈম এ সম্পর্কে কিছু কথা বলেছিলেন। পরে আমি মালিকের নিকট যাই এবং তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তখন তিনি বলেন, উমর (রা)-এর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে তাঁর দরবারে উপস্থিত হলাম। এমন সময় তাঁর দ্বাররক্ষক ইয়ারফা এসে বলল, উসমান, আবদুর রহমান, যুবাইর এবং সা'দ (রা) আসতে চাচ্ছেন। আপনার পক্ষ থেকে অনুমতি আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারপর তাঁরা প্রবেশ করলেন এবং সালাম দিয়ে আসন গ্রহণ করলেন। দ্বাররক্ষক (পুনরায় এসে) বলল, আলী এবং আব্বাসের ব্যাপারে আপনার অনুমতি আছে কি? তিনি তাদের উভয়কে অনুমতি দিলেন। আব্বাস (রা) এসে বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার ও সীমালংঘনকারীর মাঝে ফায়সালা করে দিন। এবং তারা পরস্পরে গালমন্দ করলেন। তখন দলটি বললেন উসমান ও তাঁর সঙ্গীরা, হে আমীরুল মু'মিনীন! এ দু'জনের মাঝে ফায়সালা করে দিয়ে একজনকে অপরজন থেকে শান্তি দিন। উমর (রা) বললেন, আপনারা একটু ধৈর্য ধরুন। আমি আপনাদেরকে সেই আল্লাহ্র কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি যার হুকুমে আসমান ও যমীন স্বস্থানে বিদ্যমান, আপনারা কি এ কথা জানেন? যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন ঃ আমাদের সম্পদ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন হয় না, আমরা যা রেখে যাই তা সাদাকা হিসাবে গণ্য হয়। এ কথা দ্বারা নবী ﷺ নিজেকেই উদ্দেশ্য করেছিলেন। (আগত) দলের সকলেই বললেন, হ্যাঁ তিনি এ কথা বলেছিলেন। তারপর উমর (রা) আলী ও আব্বাস (রা)-এর দিকে ফিরে বললেন, আপনাদের দু'জনকে আল্লাহ্র কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, আপনারা কি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ কথা বলেছিলেন? তাঁরা দু'জনেই বললেন, হ্যাঁ। উমর (রা) বললেন, আমি আপনাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা এই সম্পদের একাংশ তাঁর রাসূল ﷺ-এর জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন, অপর কারো জন্য দেওয়া হয়নি। এ মর্মে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহ্ ইহুদীদের কাছ থেকে তাঁর রাসূলকে যে ফায় দিয়েছেন তার জন্য তোমরা ঘোড়া কিংবা উটে আরোহণ করে যুদ্ধ করনি.....(৫৯ ঃ ৬)। সুতরাং এ সম্পদ একমাত্র রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। তারপর আল্লাহ্র কসম! তিনি আপনাদেরকে বাদ দিয়ে এককভাবে নিজের জন্য তা সঞ্চিত করে রাখেননি, কিংবা এককভাবে আপনাদেরকেও দিয়ে দেননি। বরং তিনি আপনাদের সকলকেই তা থেকে প্রদান করেছেন এবং সকলের মাঝে

banglainternet.com

বন্টন করে দিয়েছেন। অবশেষে তা থেকে এই পরিমাণ সম্পদ অবশিষ্ট রয়েছে। নবী ﷺ এই সম্পদ থেকে তাঁর পরিবার-পরিজনের জন্য তাদের বছরের খরচ দিতেন। এরপর যা অবশিষ্ট থাকত তা আল্লাহ্‌র মাল যে পথে ব্যয় হয় সে পথে ব্যয়ের জন্য রেখে দিতেন। নবী ﷺ তাঁর জীবদ্দশায় এরূপ করতেন। আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি! আপনারা কি এ সম্পর্কে অবগত আছেন? সকলেই বললেন, হ্যাঁ। তারপর আলী (রা) ও আব্বাস (রা) -কে লক্ষ্য করে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে আপনাদের দু'জনকে জিজ্ঞাসা করছি! আপনারা কি এ সম্পর্কে জানেন? তারা দু'জনেই বললেন, হ্যাঁ। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী ﷺ -কে ওফাত দান করলেন। তখন আবূ বকর (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর স্থলাভিষিক্ত। অতএব তিনি সে সম্পদ অধিগ্রহণ করলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে খাতে এ সম্পদ খরচ করতেন তিনিও হুবহু সেভাবেই খরচ করতেন। আপনারা তখন ছিলেন। তারপর আলী (রা) ও আব্বাস (রা)-এর দিকে ফিরে বললেন, আপনারা দু'জন তখনও মনে করতেন যে আবূ বকর (রা) এ ব্যাপারে এরূপ ছিলেন। আল্লাহ্ জানেন তিনি এ ব্যাপারে সত্যবাদী, সৎপরায়ণ, ন্যায়নিষ্ঠ ও হক্কের অনুসারী ছিলেন। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা আবূ বকর (রা)-কেও ওফাত দিলেন। তখন আমি বললাম, এখন আমি আবূ বকর ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর স্থলাভিষিক্ত। সুতরাং দু'বছর আমি তা আমার তত্ত্বাবধানে রাখলাম এবং আবূ বকর (রা) ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা যে খাতে ব্যয় করতেন, আমিও অনুরূপ করতে লাগলাম। তারপর আপনারা দু'জন আমার কাছে এলেন। আপনাদের দু'জনের একই কথা ছিল, দাবিও ছিল অভিন্ন। আপনি এসেছিলেন স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র থেকে নিজের অংশ আদায় করে নেওয়ার দাবি নিয়ে, আর ইনি (আলী) এসেছিলেন তাঁর স্ত্রীর পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত অংশ আদায় করে নেওয়ার দাবি নিয়ে। আমি বললাম, যদি আপনারা চান তাহলে আমি আপনাদেরকে তা দিয়ে দিতে পারি, তবে এ শর্তে যে, আপনারা আল্লাহ্‌র নামে এই অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হবেন যে, এ সম্পদ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও আবূ বকর (রা) যে ভাবে ব্যয় করতেন এবং আমি এর দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর যেভাবে তা ব্যয় করেছি, আপনারাও অনুরূপভাবে ব্যয় করবেন। তখন আপনারা দু'জনে বলেছিলেন, এ শর্তেই আপনি তা আমাদের হাতে অর্পণ করুন। ফলে আমি তা আপনাদের কাছে সোপর্দ করে দিয়েছিলাম। আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করছি : আমি কি সেই শর্তের উপর এদের কাছে সে সম্পদ দিয়ে দেইনি? সকলেই বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি আলী (রা) ও আব্বাস (রা)-এর দিকে ফিরে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে আপনাদের দু'জনকে জিজ্ঞাসা করছি! আমি কি ঐ শর্তে আপনাদেরকে সে সম্পদ দিয়ে দেইনি? তাঁরা দু'জন বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, আপনারা কি আমার কাছ থেকে এর ভিন্ন কোন মিমাংসা পেতে চান? সে সত্তার কসম করে বলছি, যাঁর নির্দেশে আকাশ ও যমীন স্বস্থানে বিদ্যমান, কিয়ামতের পূর্বে আমি এ ব্যাপারে নতুন কোন মিমাংসা করব না। যদি আপনারা এর তত্ত্বাবধানে অক্ষম হন, তাহলে তা আমার নিকট ফিরিয়ে দিন। আপনাদের দু'জনের স্থলে আমি একাই এর তত্ত্বাবধানের জন্য যথেষ্ট।

٣٠٨٠. بَابُ اِثْمِ مَنْ اٰوٰى مُحْدِثًا ، رَوَاهُ عَلِيٌّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৩০৮০. অনুচ্ছেদ ঃ বিদআত-এর প্রবর্তকদের আশ্রয়দানকারীর অপরাধ। আলী (রা) নবী ﷺ থেকে এ মর্মে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন

banglainternet.com

٦٨٠٨ حَدَّثَنَا مُوسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قُلْتُ لِاَنَسٍ اَحَرَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ ؟ قَالَ نَعَمْ مَا بَيْنَ كَذَا اِلٰى كَذَا لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا

مَنْ اَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ، قَالَ عَاصِمٌ فَاَخْبَرَنِى مُوْسَى بْنُ اَنَسٍ اَنَّهُ قَالَ اَوْ اٰوٰى مُحْدِثًا-

৬৮০৮ মূসা ইবন ইসমাঈল (র)..... আসিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, নবী ﷺ কি মদীনাকে হারাম (সংরক্ষিত এলাকা) হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন। উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, অমুক স্থান থেকে অমুক স্থান পর্যন্ত। এ এলাকার কোন গাছ কাটা যাবে না, আর যে ব্যক্তি এখানে বিদ্‌আত সৃষ্টি করবে। তার উপর আল্লাহ্ তা'আলা, ফেরেশ্‌তা ও সকল মানব সম্প্রদায়ের লানত। আসিম বলেন, আমাকে মূসা ইবন আনাস বলেছেন, বর্ণনাকারী -اواوى محدثا কিংবা বিদ্‌আত সৃষ্টিকারীকে আশ্রয় দেয় বলেছেন।

٣٠٨١ بَابُ مَا يُذْكَرُ مِنْ ذَمِّ الرَّأْيِ وَتَكَلُّفِ الْقِيَاسِ وَقَوْلُ اللّٰهِ وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

৩০৮১. অনুচ্ছেদ ঃ মনগড়া মত ও ভিত্তিহীন কিয়াস নিন্দনীয়। আর আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার অনুসরণ করো না....(১৭ ঃ ৩৬)।

٦٨٠٩ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ تَلِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ شُرَيْحٍ وَغَيْرُهُ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ حَجَّ عَلَيْنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَنْزِعُ الْعِلْمَ بَعْدَ اَنْ اَعْطَاكُمُوْهُ انْتِزَاعًا . وَلٰكِنْ يَنْتَزِعُهُ مِنْهُمْ مَعَ قَبْضِ الْعُلَمَاءِ بِعِلْمِهِمْ فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَّالٌ يُسْتَفْتَوْنَ فَيُفْتُوْنَ بِرَأْيِهِمْ فَيَضِلُّوْنَ وَيُضِلُّوْنَ فَحَدَّثْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ اِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو حَجَّ بَعْدُ فَقَالَتْ يَا ابْنَ اُخْتِى انْطَلِقْ اِلَى عَبْدِ اللّٰهِ فَاسْتَثْبِتْ لِى مِنْهُ الَّذِى حَدَّثَنِى عَنْهُ فَجِئْتُهُ فَسَاَلْتُهُ فَحَدَّثَنِى بِهِ كَنَحْوِ مَا حَدَّثَنِى فَاَتَيْتُ عَائِشَةَ فَاَخْبَرْتُهَا فَعَجِبَتْ فَقَالَتْ وَاللّٰهِ لَقَدْ حَفِظَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو-

৬৮০৯ সাঈদ ইবন তালীদ (র) ..... উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইবন আমর (রা) আমাদের এ দিক দিয়ে হজ্জে যাচ্ছিলেন। আমি শুনতে পেলাম, তিনি বলছেন যে, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে যে ইল্‌ম দান করেছেন, তা হঠাৎ করে ছিনিয়ে নেবেন না বরং ইল্‌মের বাহক উলামায়ে কিরামকে তাদের ইল্‌মসহ ক্রমশ তুলে নেবেন। তখন শুধুমাত্র মূর্খ লোকেরা অবশিষ্ট থাকবে। তাদের কাছে ফাত্‌ওয়া চাওয়া হবে। আর মনগড়া ফাত্‌ওয়া দেবে। ফলে নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে, অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে। উরওয়া (রা) বলেন, আমি এ হাদীসটি নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা)-কে বললাম। তারপর আবদুল্লাহ্ ইবন আমর (রা) পুনরায় হজ্জ করতে এলেন। তখন আয়েশা (রা) আমাকে বললেন, হে ভাগ্নে! তুমি আবদুল্লাহর কাছে যাও এবং তার থেকে যে হাদীসটি তুমি আমাকে বর্ণনা

banglainternet.com

করেছিলে, তার সত্যাসত্য পুনরায় তাঁর নিকট থেকে যাচাই করে আস। আমি তাঁর নিকট গেলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমাকে ঠিক সে রূপই বর্ণনা করলেন, যেরূপ পূর্বে বর্ণনা করেছিলেন। আমি আয়েশা (রা)-র কাছে ফিরে এসে এ কথা জানালাম। তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন এবং বললেন, আল্লাহর কসম! আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) ঠিকই স্মরণ রেখেছে।

٦٨١٠ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْاَعْمَشَ قَالَ سَاَلْتُ اَبَا وَائِلٍ هَلْ شَهِدْتَ صِفِّيْنَ ؟ قَالَ نَعَمْ . فَسَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ يَقُوْلُ ح وَحَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ قَالَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّهِمُوْا رَاْيَكُمْ عَلَى دِيْنِكُمْ لَقَدْ رَاَيْتُنِىْ يَوْمَ اَبِىْ جَنْدَلٍ وَلَوْ اَسْتَطِيْعُ اَنْ اَرُدَّ اَمْرَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَرَدَدْتُهُ وَمَا وَضَعْنَا سُيُوْفَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا اِلَى اَمْرٍ يُفْظِعُنَا اِلاَّ اَسْهَلْنَ بِنَا اِلَى اَمْرٍ نَعْرِفُهُ غَيْرَ هٰذَا الْاَمْرِ قَالَ وَقَالَ اَبُوْ وَائِلٍ شَهِدْتُ صِفِّيْنَ وَبِئْسَتْ صِفُّوْنَ- قَالَ اَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ اتَّهِمُوْا رَاْيَكُمْ يَقُوْلُ مَالَمْ يَكُنْ فِيْهِ كِتَابٌ وَلاَ سُنَّةٌ وَلاَ يَنْبَغِىْ لَهُ اَنْ يُفْتِىَ-

৬৮১০ আবদান (র)..... আমাস (র) বলেন। আমি আবূ ওয়ায়েলকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল... সাহল ইব্‌ন হুনায়ফ (রা) বলেন, হে লোকেরা! দীনের ব্যাপারে তোমাদের মনগড়া মতামতকে নির্ভরযোগ্য মনে করো না। কেননা আবূ জান্দাল দিবসে (হুদায়বিয়ার দিবসে) আমার এমন মনে হচ্ছিল যে, যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করতে পারতাম, তাহলে অবশ্যই আমি তা প্রত্যাখ্যান করতাম। যে কোন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির জন্য আমরা যখনই তরবারী কাঁধে ধারণ করেছি, তখনই তরবারী আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের দিকে পথ সুগম করে দিয়েছে। বর্তমান বিষয়টি স্বতন্ত্র। রাবী বলেন, আবূ ওয়ায়েল (রা) বলেছেন, আমি সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে শরীক ছিলাম; বড়ই মন্দ ছিল সিফ্‌ফীনের লড়াই।

٣٠٨٢ بَابُ مَا كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُسْاَلُ مِمَّا لَمْ يُنْزَلْ عَلَيْهِ الْوَحْىُ فَيَقُوْلُ لاَ اَدْرِىْ اَوْ لَمْ يُجِبْ حَتّٰى يُنْزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْىُ وَلَمْ يَقُلْ بِرَاْىٍ وَلاَ بِقِيَاسٍ ، لِقَوْلِهِ بِمَا اَرَاكَ اللّٰهُ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ سُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ عَنِ الرُّوْحِ فَسَكَتَ حَتّٰى نَزَلَتْ

৩০৮২. অনুচ্ছেদ ঃ ওহী অবতীর্ণ হয়নি এমন কোন বিষয়ে নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন ঃ আমি জানি না কিংবা সে ব্যাপারে ওহী অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কোন জবাব দিতেন না এবং তিনি ব্যক্তিগত মতের উপর ভিত্তি করে কিংবা অনুমান করে কিছু বলতেন না। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ আল্লাহ্ আপনাকে যা কিছু জানিয়ে দিয়েছেন তার দ্বারা (ফয়সালা করুন)। ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, নবী ﷺ -কে রূহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে ওহী অবতীর্ণ হওয়া পর্যন্ত তিনি চুপ ছিলেন

banglainternet.com

٦٨١١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ مَرِضْتُ فَجَاءَنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُنِي وَأَبُوْ بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَانِ فَأَتَانِي وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ فَتَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ صَبَّ وَضُوْءَهُ عَلَيَّ فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ فَقُلْتُ أَيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي ، كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي ، قَالَ فَمَا أَجَابَنِي بِشَيْءٍ حَتّٰى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيْرَاثِ-

৬৮১১ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অসুস্থ ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবূ বকর (রা) আমাকে দেখতে এলেন। তাঁরা দুজনেই হেঁটে এসেছিলেন। তাঁরা যখন আমার কাছে আসলেন, তখন আমি বেহুঁশ অবস্থায় ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ ওযূ করলেন এবং ওযূর পানি আমার উপর ঢেলে দিলেন। ফলে আমি হুঁশ ফিরে পেলাম। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বর্ণনাকারী সুফিয়ান কোন কোন সময় বলতেন হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমার সম্পদের ব্যাপারে কি ফায়সালা করব? আমার সম্পদগুলো কি করব? তিনি আমাকে কোন জবাব দিলেন না, অবশেষে মীরাসের আয়াত নাযিল হল।

٣٠٨٣ بَابُ تَعْلِيْمِ النَّبِيِّ ﷺ أُمَّتَهُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مِمَّا عَلَّمَهُ اللّٰهُ لَيْسَ بِرَأْيٍ وَلَا تَمْثِيْلٍ

৩০৮৩. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তাঁর উম্মতদেরকে সে বিষয়েরই শিক্ষা দিতেন, যা আল্লাহ্ তাঁকে শিখিয়ে দিতেন, ব্যক্তিগত মত বা দৃষ্টান্তের উপর ভিত্তি করে নয়

٦٨١٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيْثِكَ ، فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيْكَ فِيْهِ ، تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللّٰهُ ، فَقَالَ اجْتَمِعْنَ فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا فَاجْتَمَعْنَ فَأَتَاهُنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللّٰهُ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلَاثَةً إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اثْنَيْنِ قَالَ فَأَعَادَتْهَا مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ-

৬৮১২ মুসাদ্দাদ (র)..... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈকা মহিলা নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার হাদীস তো কেবলমাত্র পুরুষ শুনতে পায়। সুতরাং আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করে দিন, যে দিন আমরা আপনার নিকট আসব, আল্লাহ্ আপনাকে যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেন তা থেকে আপনি আমাদের শিক্ষা দেবেন। তিনি বললেন ঃ তোমরা অমুক অমুক দিন

banglainternet.com

অমুক অমুক স্থানে সমবেত হবে। তারপর (নির্দিষ্ট দিনে) তাঁরা সমবেত হলেন এবং নবী ﷺ তাদের কাছে এলেন এবং আল্লাহ তাঁকে যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেন তা থেকে তাদের শিক্ষা দিলেন। এবং বললেন ঃ তোমাদের কেউ যদি সন্তানদের থেকে তিনটি সন্তান আগে পাঠিয়ে দেয় (মৃত্যুবরণ করে) তাহলে এ সন্তানরা তার জন্য জাহান্নামের পথে অন্তরায় হয়ে যাবে। তাদের মাঝ থেকে একজন মহিলা জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি দু'জন হয়? বর্ণনাকারী বলেন, মহিলা কথাটি পরপর দুইবার জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর নবী ﷺ বললেনঃ দু'জন হলেও, দু'জন হলেও, দু'জন হলেও।

٣٠٨٤ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ

৩০৮৪. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর বাণী ঃ আমার উম্মতের মাঝে এক জামাআত সর্বদাই হকের উপর বিজয়ী থাকবেন। আর তাঁরা হলেন আহলে ইল্‌ম (দীনি ইল্‌মে বিশেষজ্ঞ)

٦٨١٣ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِيْنَ حَتّٰى يَاتِيَهُمْ أَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ ظَاهِرُوْنَ-

৬৮১৩ উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মূসা (র)..... মুগীরা ইব্‌ন শুবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র হুকুম অর্থাৎ কিয়ামত আসা পর্যন্ত আমার উম্মতের এক জামাআত সর্বদাই বিজয়ী থাকবে। আর তাঁরা হলেন (সেই দল যারা প্রতিপক্ষের উপর) প্রভাবশালী।

٦٨١٤ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَخْطُبُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ وَاِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَيُعْطِي اللّٰهُ وَلَنْ يَزَالَ أَمْرُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ مُسْتَقِيْمًا حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ أَوْ حَتّٰى يَاتِيَ أَمْرُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ-

৬৮১৪ ইসমাঈল (র)..... মুআবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা যার কল্যাণ চান, তাকে দীনের জ্ঞান দান করেন। আমি তো (ইলমের) বন্টনকারী মাত্র; আল্লাহ্ তা প্রদান করে থাকেন। এ উম্মতের কর্মকাণ্ড কিয়ামত পর্যন্ত কিংবা বলেছিলেন, মহান আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম আসা পর্যন্ত (সত্যের উপর) সুদৃঢ় থাকবে।

٣٠٨٥ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ : أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا

৩০৮৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ অথবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতে..... (৬ ঃ ৬৫)

banglainternet.com

٦٨١٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ لَمَّا نَزَلَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰى أَنْ يَبْعَثَ

عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ قَالَ اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ قَالَ اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ : اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ قَالَ هَاتَانِ اَهْوَنُ اَوْ اَيْسَرُ-

৬৮১৫ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর এই আয়াত ঃ বল, তিনি সক্ষম তোমাদের উর্ধ্বদেশ থেকে শাস্তি প্রেরণ করতে.... নাযিল হল, তখন তিনি বললেন ঃ (হে আল্লাহ!) আমি আপনার কাছে (এহেন আযাব থেকে) আশ্রয় প্রার্থনা করি (তারপর যখন নাযিল হল) অথবা তোমাদের পায়ের নিচে থেকে। তখনও তিনি বললেন ঃ (হে আল্লাহ!) আমি আপনার নিকট (এহেন আযার থেকে) আশ্রয় প্রার্থনা করি। এরপর যখন অবতীর্ণ হল ঃ অথবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতে এবং একদলকে অপর দলের সংঘর্ষের আস্বাদ গ্রহণ করাতে তখন তিনি বললেন ঃ এ দুটি অপেক্ষাকৃত নরম অথবা বলেছেন ঃ সহজ।

٣٠٨٦ بَابُ مَنْ شَبَّهَ اَصْلاً مَعْلُوْمًا بِاَصْلٍ مُبَيَّنٍ قَدْ بَيَّنَ اللّٰهُ حُكْمَهَا لِيُفْهِمَ السَّائِلَ

৩০৮৬ অনুচ্ছেদ ঃ কোন বিষয় সম্পর্কে প্রশ্নকারীকে সুস্পষ্টরূপে বুঝিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) সুস্পষ্ট হুকুম বর্ণিত আছে এরূপ কোন বিষয়ের সাথে অন্য আর একটি বিষয়ের নিয়ম মোতাবেক তুলনা করা

٦٨١٦ حَدَّثَنَا اَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ اَعْرَابِيًّا اَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ امْرَاَتِىْ وَلَدَتْ غُلاَمًا اَسْوَدَ وَاِنِّى اَنْكَرْتُهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ لَكَ مِنْ اِبِلٍ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَمَا اَلْوَانُهَا قَالَ حُمْرٌ ، قَالَ هَلْ فِيْهَا مِنْ اَوْرَقَ ؟ قَالَ اِنَّ فِيْهَا لَوُرْقًا ، قَالَ فَاَنَّى تُرَى ذٰلِكَ جَاءَهَا قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ عِرْقٌ نَزَعَهَا قَالَ وَلَعَلَّ هٰذَا عِرْقٌ نَزَعَهُ وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِى الاِنْتِفَاءِ مِنْهُ-

৬৮১৬ আসবাগ ইবন ফারজ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে বলল, আমার স্ত্রী একটি কালো সন্তান প্রসব করেছে। আর আমি তাকে (আমার সন্তান হিসাবে) অস্বীকার করছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমার কি উট আছে? সে বলল, হ্যাঁ আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সেগুলোর কি রঙ? সে বলল, লাল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সেগুলোর মাঝে সাদা কালো মিশ্রিত রঙের কোন উট আছে কি? সে বলল, হ্যাঁ, সাদা কালো মিশ্রিত রঙের অনেকগুলোই আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন এ রং কি করে এল বলে তুমি মনে কর? সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বংশের পূর্ব সূত্রের প্রভাবে এরূপ হয়েছে। তিনি বললেন ঃ সম্ভবত তোমার সন্তানও বংশের পূর্ব সূত্রের প্রভাবে এরূপ হয়েছে (অর্থাৎ পূর্বপুরুষের কারো বর্ণ কালো ছিল বলে এ সন্তান কালো হয়েছে) এবং তিনি এ সন্তানকে অস্বীকার করার অনুমতি তাকে দিলেন না।

banglainternet.com

٦٨١٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ امْرَاَةً جَاءَتْ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَتْ اِنَّ اُمِّىْ نَذَرَتْ اَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ قَبْلَ اَنْ تَحُجَّ . اَفَاَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ نَعَمْ حُجِّىْ عَنْهَا اَرَاَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى اُمِّكِ دَيْنٌ اَكُنْتِ قَاضِيَةً ؟ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ وَاقْضُوا الَّذِىْ لَهُ فَاِنَّ اللّٰهَ اَحَقُّ بِالْوَفَاءِ-

৬৮১৭ মুসাদ্দাদ (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈকা মহিলা নবী ﷺ -এর নিকট এসে বলল, আমার মাতা হজ্জ করার মানত করেছিলেন। এরপর তিনি হজ্জ করার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন। এখন আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করে দেব? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করে দাও। মনে কর যদি তার উপর ঋণ থাকত তাহলে কি তুমি তা আদায় করতে? সে বলল, নিশ্চয়ই। তিনি বললেন ঃ অতএব তার উপর যে মানত রয়েছে তা তুমি আদায় করে দাও। আল্লাহ্ তা'আলা অধিক হক্‌দার, তাঁর মানত পূর্ণ করার।

٣٠٨٧ بَابُ مَا جَاءَ فِى اجْتِهَادِ الْقُضَاةِ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ لِقَوْلِهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ، وَمَدَحَ النَّبِىُّ ﷺ صَاحِبَ الْحِكْمَةِ حِيْنَ يَقْضِىْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا لاَ يَتَكَلَّفُ مِنْ قِبَلِهِ وَمُشَاوَرَةِ الْخُلَفَاءِ وَسُؤَالِهِمْ اَهْلَ الْعِلْمِ-

৩০৮৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যা অবতীর্ণ করেছেন, তার আলোকে ফায়সালার মধ্যে ইজ্‌তিহাদ করা। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই যালিম..... (৫ ঃ ৪৫)। যারা হিক্‌মতের সাথে বিচার করে ও হেক্‌মতের তালীম দেন এবং মনগড়া কোন ফায়সালা করেন না, (এরূপ হিক্‌মতের অধিকারী ব্যক্তির) নবী ﷺ প্রশংসা করেছেন। খলীফাদের সাথে পরামর্শ করা এবং বিচারকদের আহলে ইল্‌মদের কাছে জিজ্ঞাসা করা

٦٨١٨ حَدَّثَنِىْ شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ حَسَدَ اِلاَّ فِى اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِى الْحَقِّ ، وَاٰخَرُ اٰتَاهُ اللّٰهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا-

৬৮১৮ শিহাব ইব্ন আব্বাদ (র).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ দু'রকম লোক ছাড়া কারো প্রতি ঈর্ষা করা বৈধ নয়। (এক) যাকে আল্লাহ্ তা'আলা সম্পদ দিয়েছেন এবং ন্যায়পথে ব্যয় করার ক্ষমতা দান করেছেন। (দুই) যাকে আল্লাহ্ তা'আলা হিক্‌মাত (শরয়ী বিচক্ষণতা) দান করেছেন, আর সে এর আলোকে বিচার করে এবং তা অপরকে শিক্ষা দেয়।

٦٨١٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ سَاَلَ عُمَرُ ابْنَ الْخَطَّابِ عَنْ اِمْلاَصِ الْمَرْاَةِ وَهِىَ الَّتِىْ يُضْرَبُ بَطْنُهَا فَتُلْقِىْ جَنِيْنًا فَقَالَ اَيُكُمْ سَمِعَ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ فِيْهِ شَيْئًا ؟ فَقُلْتُ اَنَا . فَقَالَ مَا هُوَ ؟ قُلْتُ

banglainternet.com

سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ فِيْهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ اَوْ اَمَةٌ . فَقَالَ لاَ تَبْرَحْ حَتَّى تَجِيْئَنِى بِالْمَخْرَجِ فِيْمَا قُلْتَ فَخَرَجْتُ فَوَجَدْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ فَجِئْتُ بِهِ فَشَهِدَ مَعِى اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ فِيْهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ اَوْ اَمَةٌ . تَابَعَهُ ابْنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ-

৬৮১৯ মুহাম্মদ (র)..... মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা) মহিলাদের গর্ভপাত সংক্রান্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, অর্থাৎ তার পেটে আঘাত করা হয়, যার ফলে সন্তানের গর্ভপাত ঘটে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে কে নবী ﷺ থেকে এ ব্যাপারে কিছু শুনেছ? আমি বললাম, আমি শুনেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কি শুনেছ? আমি বললাম, নবী ﷺ-কে এ ব্যাপারে আমি বলতে শুনেছি যে, এ কারণে গুররা অর্থাৎ একটি দাস কিংবা দাসী প্রদান করতে হবে। এ শুনে তিনি বললেন, তুমি যে হাদীস বর্ণনা করেছ এর প্রমাণ উপস্থিত না করা পর্যন্ত তুমি এখান থেকে যেও না। তারপর আমি বের হলাম এবং মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা)-কে পেলাম। আমি তাকে নিয়ে উপস্থিত হলাম, সে আমার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করল যে, তিনিও নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, এতে গুররা অর্থাৎ একটি গোলাম কিংবা বাঁদী প্রদান করতে হবে। ইবন আবূ যিনাদ..... মুগীরা (রা) থেকে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٠٨٨ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَتَتْبَعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ

৩০৮৮. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর বাণী ঃ অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের আচার-আচরণের অনুকরণ করতে থাকবে

٦٨٢٠ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَاْخُذَ اُمَّتِى بِاَخْذِ الْقُرُوْنِ قَبْلَهَا شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَفَارِسَ وَالرُّوْمِ . فَقَالَ وَمَنِ النَّاسُ اِلاَّ اُولٰئِكَ-

৬৮২০ আহমাদ ইবন ইউনুস (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ কিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ না আমার উম্মাত পূর্বযুগীয়দের আচার-অভ্যাসকে বিঘতে বিঘতে, হাতে হাতে গ্রহণ না করবে। জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! পারস্য ও রোমকদের মত কি? তিনি বললেন ঃ লোকদের মধ্যে আর কারা? এরাই তো!

٦٨٢١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عُمَرَ الصَّنْعَانِىُّ مِنَ الْيَمَنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِى سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَتَتْبَعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا ذِرَاعًا حَتَّى لَوْ دَخَلُوْا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوْهُمْ . قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى قَالَ فَمَنْ -

banglainternet.com

৬৮২১ মুহাম্মদ ইবন আবদুল আযীয (র)..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন ঃ নিশ্চয় তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের আচার-আচরণকে বিঘতে বিঘতে, হাতে হাতে অনুকরণ করবে। এমনকি তারা যদি গুইসাপের গর্তেও প্রবেশ করে থাকে, তাহলে তোমরাও এতে তাদের অনুকরণ করবে। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এরা কি ইহুদী ও নাসারা? তিনি বললেন ঃ আর কারা?

٣٠٨٩ بَابُ اِثْمِ مَنْ دَعَا اِلَى ضَلاَلَةٍ ، اَوْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً لِقَوْلِ اللّٰهِ وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ

৩০৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ গোমরাহীর দিকে আহবান করা অথবা কোন খারাপ তরীকা প্রবর্তনের অপরাধ। কারণ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ এবং পাপভার তাদেরও যাদের তারা অজ্ঞতাহেতু বিভ্রান্ত করেছে..... (১৬ ঃ ২৫)

٦٨٢٢ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا اِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ اٰدَمَ الْاَوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ مِنْ دَمِهَا لاَنَّهُ سَنَّ الْقَتْلَ اَوَّلاً-

৬৮২২ হুমায়দী (র) .....আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে কোন ব্যক্তিকেই অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়, তার পাপের হিস্যা আদাম (আ)-এর প্রথম (হত্যাকারী) পুত্রের উপরও বর্তাবে। রাবী সুফিয়ান من دمها তার রক্তপাত ঘটানোর অপরাধ তার উপরেও বর্তাবে উল্লেখ করেছেন। কারণ সেই সর্বপ্রথম হত্যার রীতি প্রবর্তন করে।

٣٠٩٠ بَابُ مَا ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ وَحَضَّ عَلَى اتِّفَاقِ اَهْلِ الْعِلْمِ وَمَا اَجْمَعَ عَلَيْهِ الْحَرَمَانِ مَكَّةُ وَالْمَدِيْنَةُ وَمَا كَانَ بِهَا مِنْ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَمُصَلَّى النَّبِيِّ ﷺ وَالْمِنْبَرِ وَالْقَبْرِ

৩০৯০. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ যা বলেছেন এবং আলেমদেরকে ঐক্যের প্রতি যে উৎসাহ প্রদান করেছেন। আর যেসব বিষয়ে হারামাঈন মক্কা ও মদীনার আলেমগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। মদীনায় নবী করীম ﷺ মুহাজির ও আনসারদের স্মৃতিচিহ্ন এবং নবী ﷺ এর নামাযের স্থান, মিম্বর ও কবর সম্পর্কে

٦٨٢٣ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ السُّلَمِيِّ اَنَّ اَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْاِسْلاَمِ فَاَصَابَ الْاَعْرَابِيَّ وَعْكٌ بِالْمَدِيْنَةِ فَجَاءَ الْاَعْرَابِيُّ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَقِلْنِيْ بَيْعَتِيْ فَاَبَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ اَقِلْنِيْ بَيْعَتِيْ فَاَبَى ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ اَقِلْنِيْ

banglainternet.com

بَيْعَتِى فَأَبَى فَخَرَجَ الأَعْرَابِىُّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّمَا الْمَدِيْنَةُ كَالْكِيْرِ تَنْفِى خَبَثَهَا وَتَنْصَعُ طِيْبُهَا-

৬৮২৩ ইসমাঈল (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ সালামী (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ইসলামের উপর বায়'আত গ্রহণ করল। এরপর সে মদীনায় জ্বরে আক্রান্ত হল। বেদুঈন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে হাযির হয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার বায়'আত প্রত্যাহার করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। পুনরায় সে এসে বলল, আমার বায়'আত প্রত্যাহার করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ অস্বীকৃতি জানালেন। এরপর সে আবার এসে বলল, আমার বায়'আত প্রত্যাহার করুন। এবারও নবী ﷺ অস্বীকৃতি জানালে বেদুঈন বেরিয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ মদীনা হয়েছে কামারের হাঁপরের মত। সে তার মধ্যকার আবর্জনাকে বিদূরিত করে এবং খাঁটিটুকু ধরে রাখে।

٦٨٢٤ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ أُقْرِئُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ ، فَلَمَّا كَانَ آخِرُ حَجَّةٍ حَجَّهَا عُمَرُ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بِمِنًى لَوْ شَهِدْتَ أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَتَاهُ رَجُلٌ قَالَ اِنَّ فُلاَنًا يَقُوْلُ لَوْ مَاتَ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ لَبَايَعْنَا فُلاَنًا قَالَ عُمَرُ لأَقُوْمَنَّ الْعَشِيَّةَ فَأُحَذِّرُ هٰؤُلاَءِ الرَّهْطَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَغْصِبُوْهُمْ ، قُلْتُ لاَ تَفْعَلْ فَاِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ وَيَغْلِبُوْنَ عَلَى مَجْلِسِكَ فَأَخَافُ أَلاَّ يُنْزِلُوْهَا عَلَى وَجْهِهَا فَيَطِيْرَ بِهَا كُلُّ مَطِيْرٍ فَأَمْهِلْ حَتّٰى تَقْدَمَ الْمَدِيْنَةَ دَارَ الْهِجْرَةِ وَدَارَ السُّنَّةِ فَتَخْلُصَ بِأَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ وَيَحْفَظُوْا مَقَالَتَكَ وَيُنْزِلُوْهَا عَلَى وَجْهِهَا فَقَالَ وَاللّٰهِ لأَقُوْمَنَّ بِهِ فِى أَوَّلِ مَقَامٍ أَقُوْمُهُ بِالْمَدِيْنَةِ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ ، فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ فِيْمَا أَنْزَلَ آيَةُ الرَّجْمِ-

৬৮২৪ মূসা ইবন ইসমাঈল (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা)-কে পবিত্র কুরআনের তালীম দিতাম। উমর (রা) যখন জীবনের সর্বশেষ হজ্জ পালন করতে আসলেন, তখন আবদুর রহমান (রা) মিনায় আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি আজ আমীরুল মু'মিনীনদের নিকট থাকলে দেখতে পেতে যে, তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, জনৈক ব্যক্তি বলেছে, যদি আমীরুল মু'মিনীন মারা যেতেন, তাহলে আমরা অমুক ব্যক্তির হাতে বায়'আত নিতে পারতাম। উমর (রা) বললেন, আজ বিকেলে দাঁড়িয়ে আমি তাদেরকে সতর্ক করব, যারা মুসলমানদের অধিকারকে ছিনিয়ে নিতে চায়। আমি বললাম, আপনি এটি করবেন না। কেননা, এখন হজ্জের মৌসুম। এখন সাধারণ লোকের উপস্থিতির সময়। তারা আপনার মজলিসকে ঘিরে ফেলবে। আমার ভয় হচ্ছে যে, তারা আপনার বক্তব্য

banglainternet.com

যথাযথভাবে অনুধাবন করবে না। রদ-বদল করে চারদিকে ছড়িয়ে দেবে। বরং এখন আপনি হিজরত ও সুন্নাতের আবাসগৃহ মদীনায় পৌছা পর্যন্ত একটু অপেক্ষা করুন। এরপর একমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুহাজির ও আনসার সাহাবাদের নিকট আপনার বক্তব্য পেশ করুন। তারা আপনার বক্তব্য সংরক্ষণ করবে এবং তার যথাযথ মর্যাদা প্রদান করবে। উমর (রা) বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি মদীনায় পৌছলে সবচেয়ে আগে এটি করব। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, আমরা মদীনায় উপস্থিত হলাম। তখন উমর (রা) ভাষণ প্রসঙ্গে বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ ﷺ-কে সত্য বাণী দিয়ে প্রেরণ করেছেন, তাঁর উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। তন্মধ্যে 'রজম' (তথা পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা)-এর আয়াতও রয়েছে।

٦٨٢٥ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَشَّقَانِ مِنْ كَتَّانٍ فَتَمَخَّطَ فَقَالَ بَخٍ بَخٍ أَبُوْ هُرَيْرَةَ يَتَمَخَّطُ فِي الْكَتَّانِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَأَخِرُّ فِيمَا بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ مَغْشِيًّا فَيَجِيءُ الْجَائِي فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى عُنُقِي وَيُرَى أَنِّي مَجْنُوْنٌ وَمَا بِي مِنْ جُنُوْنٍ مَابِي إِلاَّ الْجُوْعُ۔

৬৮২৫ সুলায়মান ইবন হারব (র) ..... মুহাম্মদ ইবন সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিকটে ছিলাম। তিনি লাল রঙের দু'টি কাতান পরিহিত ছিলেন। এরপর তিনি নাক পরিষ্কার করলেন এবং বললেন, বাহঃ! বাহঃ! আবূ হুরায়রা আজ কাতান দ্বারা নাক পরিষ্কার করছে। অথচ আমি এমন অবস্থায়ও ছিলাম, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মিম্বর ও আয়েশা (রা)-এর হুজরার মধ্যবর্তী স্থানে বেহুঁশ অবস্থায় পড়ে থাকতাম। আগন্তুক আসত, তার স্বীয় পা আমার গর্দানে রাখত, মনে হতো আমি যেন পাগল। অথচ আমার কিঞ্চিতও পাগলামী ছিল না। একমাত্র ক্ষুধার যন্ত্রণায় এমনটি হত।

٦٨٢٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَابِسٍ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَشَهِدْتَ الْعِيْدَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نَعَمْ وَلَوْلَا مَنْزِلَتِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ مِنَ الصِّغَرِ فَأَتَى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَذَانًا وَلَا إِقَامَةً ثُمَّ أَمَرَ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَ النِّسَاءُ يُشِرْنَ إِلَى آذَانِهِنَّ وَحُلُوْقِهِنَّ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَتَاهُنَّ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ۔

৬৮২৬ মুহাম্মদ ইবন কাসীর (র) .... আবদুর রহমান ইবন আবিস (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আপনি কি নবী ﷺ -এর সাথে কোন ঈদে অংশ গ্রহণ করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। যদি তাঁর দরবারে আমার বিশেষ একটা অবস্থান না থাকত তবে এত অল্প বয়সে তাঁর সাথে যোগদানের সুযোগ পেতাম না। নবী ﷺ কাসীর ইবন সালতের বাড়ির নিকটস্থ স্থানের পতাকার কাছে তশরীফ আনলেন। এরপর ঈদের নামায আদায় করলেন। তারপর তিনি ভাষণ প্রদান করলেন। রাবী আযান এবং ইকামত-এর উল্লেখ করেননি। নবী ﷺ শ্রোতাদেরকে সাদাকা আদায়ের হুকুম করলেন। নারীরা

banglainternet.com

স্বীয় কান ও গলার (অলংকার) দিকে ইঙ্গিত করলে নবী ﷺ বিলাল (রা) -কে (তাদের কাছে যাওয়ার জন্য) নির্দেশ দিলেন। বিলাল (রা) (তাদের নিকট থেকে অলংকারাদি নিয়ে) নবী ﷺ -এর কাছে ফিরে এলেন।

٦٨٢٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَاْتِي قُبَاءً مَاشِيًا وَرَاكِبًا-

৬৮২৭ আবূ নুআয়ম (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ কুবার মসজিদে কখনো পায়ে হেঁটে আবার কখনো সাওয়ার হয়ে আসতেন।

٦٨٢٨ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ اِدْفِنِّي مَعَ صَوَاحِبِي وَلَا تَدْفِنِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْبَيْتِ فَاِنِّي اَكْرَهُ اَنْ اُزَكّٰى وَعَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عُمَرَ اَرْسَلَ اِلٰى عَائِشَةَ اِئْذَنِي لِي اَنْ اُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيَّ فَقَالَتْ اَيْ وَاللّٰهِ قَالَ وَكَانَ الرَّجُلُ اِذَا اَرْسَلَ اِلَيْهَا مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَتْ لَا وَاللّٰهِ لَا اُوْثِرُهُمْ بِاَحَدٍ اَبَدًا-

৬৮২৮ উবায়দ ইব্ন ইসমাঈল (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রকে বললেন, আমার মৃত্যুর পর আমাকে আমার অন্যান্য সঙ্গিনী (উম্মাহাতুল মু'মিনীন)-দের সাথে দাফন করবে। আমাকে নবী ﷺ -এর সাথে হুজরায় দাফন করবে না। কেননা তাতে আমাকে প্রাধান্য দেয়া হবে, আমি তা পছন্দ করি না। বর্ণনাকারী হিশাম তাঁর পিতা উরওয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেন, উমর (রা) আয়েশা (রা)-এর নিকট লোক পাঠালেন, আমাকে আমার দুই সঙ্গী তথা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও আবূ বকর (রা)-এর সাথে দাফন হওয়ার অনুমতি দিন। আয়েশা (রা) বললেন, হ্যাঁ। আল্লাহ্র কসম! বর্ণনাকারী আরো বলেন, আয়েশা (রা) -এর নিকট যখনই সাহাবাদের কেউ এই অনুমতির জন্য কাউকে পাঠাতেন, তখনি তিনি বলতেন, না। আল্লাহ্র কসম! আমি তাঁদের সঙ্গে কাউকে প্রাধান্য দেব না।

٦٨٢٩ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِي اُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ اَخْبَرَنِيْ اَنَسُ ابْنُ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ فَنَاْتِي الْعَوَالِيَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ زَادَ اللَّيْثُ عَنْ يُوْنُسَ وَبُعْدُ الْعَوَالِي اَرْبَعَةُ اَمْيَالٍ اَوْ ثَلَاثَةٌ-

৬৮২৯ আইউব ইব্ন সুলায়মান (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসরের নামায আদায় করতেন। অতঃপর আমরা 'আওয়ালী' (মদীনার পার্শ্বে উচ্চ টিলাবিশিষ্ট স্থান) যেতাম। তখন সূর্য উপরে থাকত। বর্ণনাকারী লায়স (র) ইউনুস (র) হতে আরো বর্ণনা করেছেন যে, 'আওয়ালী' মদীনা হতে চার অথবা তিন মাইল দূরে অবস্থিত।

banglainternet.com

٦٨٣٠ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ الْجُعَيْدِ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ مُدًّا وَثُلُثًا بِمُدِّكُمُ الْيَوْمَ وَقَدْ زِيدَ فِيهِ سَمِعَ الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْجُعَيْدَ-

৬৮৩০ আমর ইবন যুরারা (র)..... সাইব ইবন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর যুগের সা' তোমাদের বর্তমানের এক মুদ ও এক মুদের এক-তৃতীয়াংশের বরাবর ছিল। অবশ্য (পরবর্তীকালে) তা বৃদ্ধি পেয়েছে। (উক্ত হাদীসটি) কাসিম ইবন মালিক (র) যুআয়দ (র) থেকে শুনেছেন।

٦٨٣١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اَبِي طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ يَعْنِي اَهْلَ الْمَدِينَةِ-

৬৮৩১ আবদুল্লাহ্ ইবন মাসালামা (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই বলে দোয়া করেছেন ঃ হে আল্লাহ্! মদীনাবাসীদের পরিমাপে বরকত দান করুন, বরকত দান করুন তাদের সা' এবং মুদে।

٦٨٣٢ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو ضَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ الْيَهُودَ جَاؤُا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِرَجُلٍ وَامْرَاَةٍ زَنَيَا فَاَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا قَرِيبًا مِنْ حَيْثُ تُوضَعُ الْجَنَائِزُ عِنْدَ الْمَسْجِدِ-

৬৮৩২ ইবরাহীম ইবন মুনযির (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইহুদীগণ নবী ﷺ-এর খিদমতে এক ব্যভিচারী পুরুষ এবং এক ব্যভিচারিণী মহিলাকে নিয়ে উপস্থিত হল। তখন তিনি তাদের উভয়কে শাস্তি দানের হুকুম দিলে মসজিদে নববীর জানাযা রাখার নিকটবর্তী স্থানে তাদেরকে পাথর নিক্ষেপ (রজম) করে মারা হয়।

٦٨٣٣ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَلَعَ لَهُ اُحُدٌ فَقَالَ هٰذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ اَللّٰهُمَّ اِنَّ اِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَاِنِّي اُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا، تَابَعَهُ سَهْلٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي اُحُدٍ-

৬৮৩৩ ইসমাঈল (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা (পথিমধ্যে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উহুদ পাহাড় দেখতে পেয়ে বললেন ঃ এই পাহাড় আমাদেরকে ভালবাসে আর আমরাও এই পাহাড়কে ভালবাসি। হে আল্লাহ্! ইবরাহীম (আ) মক্কাকে হারামের মর্যাদা প্রদান করেছেন, আর আমি এই মদীনার দু'টি প্রস্তরময় প্রান্তের মধ্যবর্তী স্থানকে সেই মর্যাদা প্রদান করছি। উহুদের বিষয়ে নবী ﷺ থেকে এই হাদীস বর্ণনায় সাহাল (রাবী) আনাস (রা) -এর অনুসরণ করেছেন।

banglainternet.com

٦٨٣٤ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ اَنَّهُ كَانَ بَيْنَ جِدَارِ الْمَسْجِدِ مِمَّا يَلِى الْقِبْلَةَ وَبَيْنَ الْمِنْبَرِ مَمَرُّ الشَّاةِ-

৬৮৩৪ ইবন আবূ মারিয়াম (র)..... সাহল (রা) থেকে বর্ণিত যে, মসজিদে নববীর কিবলার দিকের প্রাচীর ও মিম্বরের মধ্যে মাত্র একটি বকরী যাতায়াতের স্থান ছিল।

٦٨٣٥ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا بَيْنَ بَيْتِىْ وَمِنْبَرِىْ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِىْ عَلٰى حَوْضِىْ-

৬৮৩৫ আমর ইবন আলী (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমার গৃহ ও আমার মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থান বেহেশ্‌তের বাগানগুলোর থেকে একটি বাগান। আর আমার মিম্বর আমার হাওযের উপর।

٦٨٣٦ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَابَقَ النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَ الْخَيْلِ فَاُرْسِلَتِ الَّتِىْ اُضْمِرَتْ مِنْهَا وَاَمَدُهَا الْحَفْيَاءُ اِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَالَّتِىْ لَمْ تُضْمَرْ اَمَدُهَا ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ اِلٰى مَسْجِدِ بَنِىْ زُرَيْقٍ وَاَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ كَانَ فِيْمَنْ سَابَقَ-

৬৮৩৬ মূসা ইবন ইসমাঈল (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতা করিয়েছিলেন। তীব্র গমনের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়াগুলোর প্রতিযোগিতার স্থান ছিল হাফয়া হতে সানীয়্যাতুল বিদা পর্যন্ত। আর প্রশিক্ষণবিহীনগুলোর স্থান ছিল সানীয়্যাতুল বিদা হতে বনী যুরায়ক--এর মসজিদ পর্যন্ত। আবদুল্লাহও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

٦٨٣٧ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى وَابْنُ اِدْرِيْسَ وَابْنُ اَبِىْ غَنِيَّةَ عَنْ اَبِىْ حَيَّانَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ عَلٰى مِنْبَرِ النَّبِىِّ ﷺ -

৬৮৩৭ ইসহাক (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মিম্বরে দাঁড়িয়ে (খুতবা দিতে) শুনেছি।

٦٨٣٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِى السَّائِبُ بْنُ يَزِيْدَ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ خَطَبَنَا عَلٰى مِنْبَرِ النَّبِىِّ ﷺ -

banglainternet.com

৬৮৩৮ আবুল ইয়ামান (র) ..... সাইব ইবন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসমান ইবন আফ্‌ফান (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুত্‌বা দিতে শুনেছি।

٦٨٣٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ أَنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدْ كَانَ يُوضَعُ لِي وَلِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ هٰذَا الْمِرْكَنُ فَنَشْرَعُ فِيهِ جَمِيعًا-

৬৮৩৯ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর গোসল করার জন্য এই পাত্রটি রাখা হত। আমরা সকলে এর থেকে গোসল করতাম।

٦٨٤٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ أَنَسٍ حَالَفَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ الْأَنْصَارِ وَقُرَيْشٍ فِي دَارِي الَّتِي بِالْمَدِينَةِ وَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ-

৬৮৪০ মুসাদ্দাদ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ আনসার ও মুহাজিরদেরকে আমার মদীনার বাড়িতে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন এবং বনী সুলায়মের গোত্রের জন্য বদদোয়া করার নিমিত্ত এক মাস কাল যাবত তিনি (ফজরের নামাযে) কুনূত (নাযিলা) পড়েছেন।

٦٨٤١ حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ فَقَالَ لِي انْطَلِقْ إِلَى الْمَنْزِلِ فَأَسْقِيَكَ فِي قَدَحٍ شَرِبَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتُصَلِّيَ فِي مَسْجِدٍ صَلَّى فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَأَسْقَانِي سَوِيقًا وَأَطْعَمَنِي تَمْرًا وَصَلَّيْتُ فِي مَسْجِدِهِ-

৬৮৪১ আবূ কুরায়ব (র)..... আবূ বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনায় আগমন করলে আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা) আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি আমাকে বললেন, চলুন ঘরে যাই। আমি আপনাকে এমন একটি পাত্রে পান করাবো, যেটিতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পান করেছেন। আপনি ঐ নামাযের জায়গাটিতে নামায আদায় করতে পারবেন, যেখানে নবী ﷺ নামায আদায় করেছিলেন। এরপর আমি তার সঙ্গে গেলাম। তিনি আমাকে ছাতুর শরবত পান করালেন এবং খেজুর খাওয়ালেন। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নামায আদায়ের স্থানটিতে নামায আদায় করে নিলাম।

٦٨٤٢ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِي النَّبِيُّ ﷺ قَالَ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي وَهُوَ بِالْعَقِيقِ أَنْ صَلِّ فِي هٰذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ وَقَالَ هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ-

banglainternet.com

৬৮৪২ সাঈদ ইব্ন রাবী' (র)..... উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে বলেছেনঃ আকীক নামক স্থানে অবস্থানকালে এক রাতে আমার পরওয়ারদিগারের নিকট থেকে একজন আগন্তুক

(ফেরেশতা) আমার কাছে এলেন। তিনি বললেন, এই বরকতময় প্রান্তরে নামায আদায় করুন এবং বলুন- উমরা ও হজ্জের নিয়ত করছি। এদিকে হারুন ইবন ইসমাঈল (র) বলেন, আলী (রা) আমার কাছে হজ্জের সাথে 'উমরার নিয়ত করুন' শব্দ বর্ণনা করেছেন।

٦٨٤٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَقَّتَ النَّبِيُّ ﷺ قَرْنًا لِاَهْلِ نَجْدٍ . وَالْجُحْفَةَ لِاَهْلِ الشَّامِ . وَذَا الْحُلَيْفَةِ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ . قَالَ سَمِعْتُ هٰذَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَبَلَغَنِي اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِنَّ لِاَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ . وَذَكَرَ الْعِرَاقَ . فَقَالَ لَمْ تَكُنْ عِرَاقٌ يَوْمَئِذٍ-

৬৮৪৩ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মীকাত নির্ধারণ করেছেন নজদবাসীদের জন্য কারনকে, সিরিয়াবাসীদের জন্য জুহ্ফাকে এবং মদীনাবাসীদের জন্য যুল হুলায়ফাকে। ইবন উমর (রা) বলেন, আমি এগুলো (স্বয়ং) নবী ﷺ থেকে শুনেছি। আমার কাছে আরো সংবাদ পৌঁছেছে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ ইয়ামানবাসীদের মীকাত হচ্ছে ইয়ালামলাম এবং ইরাকের কথা উল্লেখ করা হলে ইবন উমর (রা) বলেন, তখন তো ইরাক ছিল না।

٦٨٤٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ اُرِيَ وَهُوَ فِي مُعَرَّسِهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ . فَقِيْلَ لَهُ اِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ-

৬৮৪৪ আবদুর রহমান ইবন মুবারাক (র)..... আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি যুল হুলায়ফা নামক স্থানে রাতের শেষ প্রহরে অবস্থানকালে তাকে বলা হলো আপনি একটি বরকতময় স্থানে রয়েছেন।

٣٠٩١ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ

৩০৯১. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণীঃ (হে আমার হাবীব!) চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব আপনার নয়

٦٨٤٥ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فِي الْاٰخِرَةِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا . فَاَنْزَلَ اللّٰهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ-

banglainternet.com

৬৮৪৫ আহমাদ ইবন মুহাম্মদ (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ -কে ফজরের নামাযের শেষে রুকু থেকে মাথা উঠানোর সময় বলতে শুনেছেন, ربنا ولك الحمد الخ (হে আল্লাহ্! আমাদের প্রতিপালক, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আপনারই জন্য। তিনি আরো বললেন, হে আল্লাহ্! আপনি

অমুক অমুক ব্যক্তির প্রতি লানত করুন। এরপর আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতখানা অবতীর্ণ করেন ঃ (হে নবী) চূড়ান্তভাবে কোন কিছুর সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব আপনার হাতে নেই। আল্লাহ হয়ত তাদেরকে তাওবার তাওফীক দেবেন, নয়ত তাদেরকে শাস্তি দেবেন। কেননা তারা সীমালংঘনকারী।

٣٠٩٢ بَابُ قَوْلِهِ وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَىْءٍ جَدَلاً، وَقَوْلِهِ وَلاَ تُجَادِلُوْا اَهْلَ الْكِتَابِ اَلاٰيَةَ

৩০৯২. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্কপ্রিয় (১৮ ঃ ৫৪)। মহান আল্লাহর বাণী ঃ তোমরা কিতাবীদের সাথে বিতর্ক করবে না ... (২৯ ঃ ৪৬)

٦٨٤٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيْرٍ عَنْ اِسْحٰقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَلِىُّ بْنُ حُسَيْنٍ اَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِىٍّ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَلِىَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُوْلِ ﷺ فَقَالَ لَهُمْ اَلاَ تُصَلُّوْنَ قَالَ عَلِىٌّ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَنْفُسَنَا بِيَدِ اللّٰهِ فَاِذَا شَاءَ اَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا فَانْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ قَالَ لَهُ ذَالِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ اِلَيْهِ شَيْئًا ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُدْبِرٌ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَهُوَ يَقُوْلُ وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَىْءٍ جَدَلاً قَالَ اَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ مَا اَتَاكَ لَيْلاً فَهُوَ طَارِقٌ ، وَيُقَالُ الطَّارِقُ النَّجْمُ ، وَالثَّاقِبُ الْمُضِىْءُ يُقَالُ اَثْقِبْ نَارَكَ لِلْمُوْقِدِ-

৬৮৪৬ আবুল ইয়ামান ও মুহাম্মদ ইব্ন সালাম (র)..... আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর এবং রাসূল-কন্যা ফাতিমা (রা)-এর নিকট আসলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা নামায আদায় করেছ কি? আলী (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের জীবন তো আল্লাহর কুদরতের হাতে। তিনি আমাদেরকে যখন (নামাযের জন্য ঘুম থেকে) জাগিয়ে দিতে চান, জাগিয়ে দেন। আলী (রা)-এর এ কথা বলার সাথে সাথেই রাসূলুল্লাহ ﷺ চলে গেলেন, আলীর কথার কোন প্রতিউত্তর তিনি আর দিলেন না। আলী (রা) বলেন, আমি শুনতে পেলাম, তিনি চলে যাচ্ছেন, আর উরুতে হাত মেরে মেরে বললেন ঃ মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্কপ্রিয়। আবূ আবদুল্লাহ (বুখারী) (র) বলেন, তোমার কাছে রাতে যে আগন্তুক আসে তাকে 'তারিক' বা নৈশ অতিথি বলে। 'তারিক' একটি নক্ষত্রকেও বলা হয়। আর 'ছাকিব' অর্থ হল জ্যোতিষ্মান। এইজন্যই আগুন যে জ্বালায় তাকে লক্ষ্য করে সাধারণত বলা হয়ে থাকে, তুমি আগুন জ্বালিয়ে তোল।

٦٨٤٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ فِى الْمَسْجِدِ خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ انْطَلِقُوْا اِلَى يَهُوْدَ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتّٰى جِئْنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ فَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ فَنَادَاهُمْ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ يَهُوْدَ اَسْلِمُوْا تَسْلَمُوْا فَقَالُوْا قَدْ بَلَّغْتَ يَا اَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ اُرِيْدُ اَسْلِمُوْا تَسْلَمُوْا فَقَالُوْا قَدْ بَلَّغْتَ يَا اَبَا

banglainternet.com

الْقَاسِمِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذٰلِكَ أُرِيْدُ ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةَ فَقَالَ اعْلَمُوْا أَنَّمَا الْأَرْضُ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَإِنِّي أُرِيْدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ مِنْ هٰذِهِ الْأَرْضِ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ وَإِلَّا فَاعْلَمُوْا أَنَّمَا الْأَرْضُ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ-

৬৮৪৭ কুতায়বা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা মসজিদে নববীতে ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদ থেকে বের হয়ে আমাদেরকে বললেনঃ তোমরা চলো ইহুদীদের সেখানে যাই। আমরা তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে এলাম। অবশেষে আমরা বায়তুল মিদরাসে (তাদের শিক্ষাগারে) পৌঁছলাম। তারপর নবী ﷺ সেখানে দাঁড়িয়ে তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ হে ইহুদী সম্প্রদায়! তোমরা ইসলাম কবূল কর, এতে তোমরা নিরাপদে থাকবে। ইহুদীরা বলল, হে আবুল কাসিম! আপনার পৌঁছানোর দায়িত্ব আপনি পালন করেছেন। এরপর তিনি বললেন ঃ আমার ইচ্ছা তোমরা ইসলাম কবূল কর এবং শান্তিতে থাক। তারাও আবার বলল, হে আবুল কাসিম! আপনার পৌঁছানোর দায়িত্ব আপনি পালন করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে বললেন ঃ আমি এরূপই ইচ্ছা রাখি। তৃতীয়বারেও তিনি তাই বললেন। পরিশেষে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ জেনে রেখো, যমীন একমাত্র আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের। আমি তোমাদেরকে এই এলাকা থেকে উচ্ছেদ করে দিতে চাই। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যাদের অস্থাবর সম্পত্তি আছে, তা যেন সে বিক্রি করে দেয়। অন্যথায় জেনে রেখো যমীন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের।

٣٠٩٣ بَابُ قَوْلِهِ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَمَا أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ بِلُزُوْمِ الْجَمَاعَةِ وَهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ

৩০৯৩. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ হবে। (২ ঃ ১৪৩) নবী ﷺ জামাআতকে আঁকড়ে ধরে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। আর জামাআত বলতে আলেমদের জামাআতকেই বলা হয়েছে

٦٨٤٨ حَدَّثَنِي إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَيُجَاءُ بِنُوْحٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيُقَالُ لَهُ هَلْ بَلَّغْتَ ؟ فَيَقُوْلُ نَعَمْ يَارَبِّ ، فَتُسْئَلُ أُمَّتُهُ هَلْ بَلَّغَكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ مَا جَاءَنَا مِنْ نَذِيْرٍ فَيَقُوْلُ مَنْ شُهُوْدُكَ فَيَقُوْلُ مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَيُجَاءُ بِكُمْ فَتَشْهَدُوْنَ ثُمَّ قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ، قَالَ عَدْلاً لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ، وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَوْنٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا-

banglainternet.com

৬৮৪৮ ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র).....আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন নূহ্ (আ)-কে (আল্লাহ্‌র সমীপে) হাযির করে জিজ্ঞাসা করা হবে, তুমি কি (দীনের দাওয়াত) পৌঁছে দিয়েছ? তখন তিনি বলবেন, হ্যাঁ। হে আমার পরওয়ারদিগার। এরপর তাঁর উম্মতকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমাদের কাছে নূহ্ (দাওয়াত) পৌঁছিয়েছে কি? তারা সবাই বলে উঠবে, আমাদের কাছে কোন ভীতি প্রদর্শকই (নবী ও রাসূল) আসেনি। তখন নূহ্ (আ)-কে বলা হবে, তোমার (দাবির পক্ষে) কোন সাক্ষী আছে কি? তিনি বলবেন, মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর উম্মতগণই (আমার সাক্ষী)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তোমাদেরকে তখন নিয়ে আসা হবে এবং তোমরা [নূহ্ (আ)-এর পক্ষে] সাক্ষ্য দেবে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আল্লাহ্ পাকের নিম্নোক্ত বাণী পাঠ করলেন ঃ এভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী উম্মত নির্ধারণ করেছেন। (وسط অর্থ ভারসাম্যপূর্ণ) তাহলে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষী হতে পারবে আর রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হবেন। জাফর ইব্‌ন আউন (র)..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) নবী ﷺ সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٠٩٤ بَابُ اِذَا اجْتَهَدَ الْعَامِلُ اَوِ الْحَاكِمُ فَاَخْطَاَ خِلاَفَ الرَّسُوْلِ ﷺ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ فَحُكْمُهُ مَرْدُوْدٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ اَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ-

৩০৯৪. অনুচ্ছেদ ঃ কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী কিংবা বিচারক অজ্ঞতাবশত ইজ্‌তিহাদে ভুল করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মতের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত দিলে তা অগ্রাহ্য হবে। কেননা, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যদি এমন কাজ করে, যার আমি নির্দেশ করিনি তা অগ্রাহ্য

٦٨٤٩ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ عَنْ اَخِيْهِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيْدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَنَّهُ سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ اَنَّ اَبَا سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيَّ وَاَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَاهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ اَخَا بَنِيْ عَدِيِّ الْاَنْصَارِيَّ وَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى فَقَدِمَ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هٰكَذَا قَالَ لاَ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنَ الْجَمْعِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَفْعَلُوْا وَلٰكِنْ مِثْلاً بِمِثْلٍ اَوْ بِيْعُوْا هٰذَا وَاشْتَرُوْا بِثَمَنِهِ مِنْ هٰذَا وَكَذٰلِكَ الْمِيْزَانُ-

৬৮৪৯ ইসমাঈল (র)..... আবূ সাঈদ খুদরী ও আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বনী আদী আনসারী গোত্রের জনৈক ব্যক্তিকে খায়বারের কর্মকর্তা নিয়োগ করে পাঠালেন। এরপর সে প্রত্যাবর্তন করল উন্নতমানের খেজুর নিয়ে। তখন নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, খায়বারের সব খেজুরই কি এত উন্নতমানের হয়? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্‌র কসম! সব খেজুরই এমন নয়। আমরা দুই সা' মন্দ খেজুরের বিনিময়ে এরূপ এক সা' ভাল খেজুর খরিদ করেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এমনটি করো না। বরং সমানে সমানে ক্রয়-বিক্রয় করো। কিংবা এগুলো বিক্রয় করে এর মূল্য দ্বারা সেগুলো খরিদ করো। যেসব জিনিস ওযন করে কেনাবেচা হয়, সেসব ক্ষেত্রেও এই আদেশ সমভাবে প্রযোজ্য।

banglainternet.com

٣٠٩٥ بَابُ أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ

৩০৯৫. অনুচ্ছেদ ঃ বিচারক ইজ্‌তিহাদে সঠিক কিংবা ভুল সিদ্ধান্ত নিলেও তার প্রতিদান রয়েছে

٦٨٥٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدُ الْمَقْرِى الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ ابْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِىْ قَيْسٍ مَوْلٰى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ ، قَالَ فَحَدَّثْتُ هٰذَا الْحَدِيْثَ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقَالَ هٰكَذَا حَدَّثَنِىْ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ بَكْرٍ عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ-

৬৮৫০ আবদুল্লাহ্ ইবন ইয়াযীদ (র)..... আমর ইবন আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এই কথা বলতে শুনেছেন, কোন বিচারক ইজ্‌তিহাদে সঠিক সিদ্ধান্ত নিলে তার জন্য রয়েছে দু'টি পুরস্কার। আর যদি কোন বিচারক ইজ্‌তিহাদে ভুল করেন তার জন্যও রয়েছে একটি পুরস্কার। রাবী বলেন, আমি হাদীসটি আবূ বকর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হাযিম (র)-এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি বললেন, আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুর রহমান আবূ হুরায়রা (রা) থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন এবং আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব ..... আবূ সালামা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٠٩٦ بَابُ الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّ أَحْكَامَ النَّبِىِّ ﷺ كَانَتْ ظَاهِرَةً وَمَا كَانَ يَغِيْبُ بَعْضُهُمْ عَنْ مَشَاهِدِ النَّبِىِّ ﷺ وَأُمُوْرِ الْإِسْلَامِ-

৩০৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ প্রমাণ তাদের উক্তির বিরুদ্ধে, যারা বলে নবী ﷺ -এর সব কাজই সুস্পষ্ট ছিল। কোন কোন সাহাবী নবী ﷺ -এর দরবার থেকে অনুপস্থিত থাকা যে স্বাভাবিক ছিল যদ্দরুন তাঁদের জন্য ইসলামের বিধিবিধান থেকে লাওয়াকিফ থাকাও স্বাভাবিক ছিল এর প্রমাণ

٦٨٥١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ اسْتَأْذَنَ أَبُوْ مُوْسٰى عَلٰى عُمَرَ فَكَأَنَّهُ وَجَدَهُ مَشْغُوْلًا فَرَجَعَ فَقَالَ عُمَرُ أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ ائْذَنُوْا لَهُ . فَدُعِىَ لَهُ . فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلٰى مَا صَنَعْتَ فَقَالَ إِنَّا كُنَّا نُؤْمَرُ بِهٰذَا قَالَ فَأْتِنِىْ عَلٰى هٰذَا بِبَيِّنَةٍ أَوْ لَأَفْعَلَنَّ بِكَ فَانْطَلَقَ إِلٰى مَجْلِسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالُوْا لَا يَشْهَدُ إِلَّا أَصْغَرُنَا فَقَامَ أَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىُّ فَقَالَ قَدْ كُنَّا نُؤْمَرُ بِهٰذَا فَقَالَ عُمَرُ خَفِىَ عَلَىَّ هٰذَا مِنْ أَمْرِ النَّبِىِّ ﷺ أَلْهَانِىَ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ-

banglainternet.com

৬৮৫১ মুসাদ্দাদ (র).....উবায়দ ইব্‌ন উমায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ মূসা (রা) উমর (রা)-এর কাছে আসার অনুমতি চাইলেন। আবূ মূসা (রা) তাঁকে যেন কোন কাজে ব্যস্ত ভেবে ফিরে যাচ্ছিলেন। উমর (রা) বললেন, আমি কি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কায়স-এর আওয়ায শুনিনি? তাকে এখানে আসার অনুমতি দাও। এরপর তাঁকে ডেকে আনা হলে উমর (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, কি জিনিস আপনাকে ফিরে যেতে বাধ্য করল? আবূ মূসা (রা) বললেন, আমাদেরকে এরূপই করার নির্দেশ দেয়া হত। উমর (রা) বললেন, আপনার উক্তির সপক্ষে প্রমাণ পেশ করুন, অন্যথায় আপনার সাথে মোকাবেলা করব। এরপর তিনি আনসারদের এক মজলিসে চলে গেলেন। তারা বলে উঠল, আমাদের বালকরাই এর পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। এরপর আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, হ্যাঁ, আমাদেরকে এরূপ করারই নির্দেশ দেওয়া হত। এরপর উমর (রা) বললেন, নবী ﷺ -এর এমন আদেশটি আমার অজানা রয়ে গেল। বাজারের বেচাকেনার ব্যস্ততা আমাকে এ কথা জানা থেকে বঞ্চিত রেখেছে।

٦٨٥٢ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنَ الْأَعْرَجِ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهُ الْمَوْعِدُ إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مِسْكِينًا أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى مِلْءِ بَطْنِي، وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ يَشْغَلُهُمُ الْقِيَامُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ فَشَهِدْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ مَنْ يَبْسُطْ رِدَاءَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي ثُمَّ يَقْبِضْهُ فَلَنْ يَنْسَى شَيْئًا سَمِعَهُ مِنِّي فَبَسَطْتُ بُرْدَةً كَانَتْ عَلَيَّ فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا نَسِيتُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْهُ-

৬৮৫২ আলী (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের ধারণা আবূ হুরায়রা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনায় বাড়াবাড়ি করছে। আল্লাহ্‌র কাছে একদিন আমাদেরকে হাযির হতে হবে। আমি ছিলাম একজন মিসকীন। খেয়ে না খেয়েই আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সান্নিধ্যে লেগে থাকতাম। মুহাজিরদেরকে বাজারের বেচাকেনা লিপ্ত রাখত। আর আনসারগণকে ব্যস্ত রাখত তাঁদের ধন দৌলতের ব্যবস্থাপনা। একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আমার কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত যে ব্যক্তি স্বীয় চাদর বিছিয়ে তারপর তা গুটিয়ে নেবে, সে আমার কাছ থেকে শ্রুত বাণী কোন দিন ভুলবে না। তখন আমি আমার গায়ের চাদরখানা বিছিয়ে দিলাম। সে সত্তার কসম, যিনি তাঁকে হক্কের সাথে প্রেরণ করেছেন! এরপর থেকে আমি তাঁর কাছে যা শুনেছি, এর কিছুই ভুলিনি।

banglainternet.com

٣٠٩٧ بَابُ مَنْ رَأَى تَرْكَ النَّكِيرِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ حُجَّةً لَا مِنْ غَيْرِ الرَّسُولِ ﷺ

৩০৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ কোন বিষয় নবী ﷺ কর্তৃক অস্বীকৃতি জ্ঞাপন না করাই তা বৈধ হওয়ার প্রমাণ। অন্য কারো অস্বীকৃতি বৈধতার প্রমাণ নয়

٦٨٥٣ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ رَاَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَحْلِفُ بِاللّٰهِ اَنَّ ابْنَ الصَّائِدِ الدَّجَّالُ ، قُلْتُ تَحْلِفُ بِاللّٰهِ قَالَ اِنِّىْ سَمِعْتُ عُمَرَ يَحْلِفُ عَلَى ذَالِكَ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَلَمْ يُنْكِرْهُ النَّبِىُّ ﷺ -

৬৮৫৩ হাম্মাদ ইবন হুমায়দ (র).....মুহাম্মদ ইবন মুনকাদির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা)-কে আল্লাহ্র কসম খেয়ে বলতে শুনেছি যে, ইবন সায়িদ অবশ্যই (একটা) দাজ্জাল। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ আল্লাহ্র কসম খেয়ে বলছেন? তিনি উত্তরে বললেন, আমি উমর (রা)-কে নবী ﷺ -এর উপস্থিতিতে কসম খেয়ে এ কথা বলতে শুনেছি। তখন নবী ﷺ এ কথা অস্বীকার করেননি।

٣٠٩٨ بَابُ الْاَحْكَامِ الَّتِىْ تُعْرَفُ بِالدَّلَائِلِ ، وَكَيْفَ مَعْنَى الدِّلَالَةِ وَتَفْسِيْرُهَا ، وَقَدْ اَخْبَرَ النَّبِىُّ ﷺ اَمْرَ الْخَيْلِ غَيْرَهَا ، ثُمَّ سُئِلَ عَنِ الْحُمُرِ ، فَدَلَّهُمْ عَلَى قَوْلِهِ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ ، وَسُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ لَا اٰكُلُهُ وَلَا اُحَرِّمُهُ وَاُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ النَّبِىِّ ﷺ الضَّبُّ فَاسْتَدَلَّ ابْنُ عَبَّاسٍ بِاَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ-

৩০৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ দলীল-প্রমাণাদির দ্বারা যেসব বিধিবিধান সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। দলীল-প্রমাণাদির অর্থ ও বিশ্লেষণ কিভাবে করা যায়? নবী ﷺ ঘোড়া ইত্যাদির হুকুম বলে দিয়েছেন। এরপর তাঁকে গাধার হুকুম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি মহান আল্লাহ্র নিম্নোক্ত বাণীর দিকে ইশারা করেন ঃ কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলেও তা দেখতে পাবে (৯৯ ঃ ৭)। নবী ﷺ -কে 'দব্ব' (গুইসাপ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ আমি এটি খাই না, তবে হারামও বলি না। নবী ﷺ -এর দস্তরখানে 'দব্ব' খাওয়া হয়েছে। এর দ্বারা ইবন আব্বাস (রা) প্রমাণ করেছেন যে, 'দব্ব' হারাম নয়

٦٨٥٤ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ : لِرَجُلٍ اَجْرٌ ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ فَاَمَّا الَّذِىْ لَهُ اَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاَطَالَ فِىْ مَرْجٍ اَوْ رَوْضَةٍ ، فَمَا اَصَابَتْ فِىْ طِيَلِهَا ذٰلِكَ الْمَرْجِ وَالرَّوْضَةِ كَانَ لَهُ حَسَنَاتٍ ، وَلَوْ اَنَّهَا قَطَعَتْ طِيَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا اَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ اٰثَارُهَا وَاَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ اَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ اَنْ يَّسْقِىَ بِهِ كَانَ ذٰلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ وَهِىَ لِذٰلِكَ الرَّجُلِ اَجْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَتَعَفُّفًا وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللّٰهِ فِىْ رِقَابِهَا وَلَا ظُهُوْرِهَا فَهِىَ لَهُ سِتْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً فَهِىَ عَلَى ذٰلِكَ وِزْرٌ ، وَسُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

banglainternet.com

عَنِ الْحُمُرِ فَقَالَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَىَّ فِيْهَا اِلاَّ هٰذِهِ الْاٰيَةَ الْفَاذَّةَ الْجَامِعَةَ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ-

৬৮৫৪ ইসমাঈল (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ঘোড়া ব্যবহারের দিক দিয়ে মানুষ তিন প্রকার। এক প্রকার লোকের জন্য ঘোড়া সাওয়াবের মাধ্যম, আর এক প্রকার লোকের জন্য তা গুনাহ থেকে রক্ষা পাওয়ার অবলম্বন এবং আর এক প্রকার লোকের জন্য তা শাস্তির কারণ। যার জন্য ঘোড়া সাওয়াবের মাধ্যম, সে এমন ব্যক্তি যে ঘোড়াকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত রাখে এবং চারণভূমি বা বাগানে প্রশস্ত রশিতে বেঁধে বিচরণ করতে দেয়। এই রশি যত প্রশস্ত এবং যত দূরত্বে ঘোড়া বিচরণ করতে পারে, সে তত বেশি প্রতিদান পায়। যদি ঘোড়া এ রশি ছিঁড়ে এক চক্কর অথবা দু'টি চক্কর দেয়। তবে ঐ ঘোড়ার প্রতিটি পদক্ষেপ এবং মালের বিনিময়ে তাকে প্রতিদান দেওয়া হয়। ঘোড়া যদি কোন নদী বা নালায় গিয়ে পানি পান করে ফেলে অথচ মালিক পানি পান করানোর নিয়ত করেনি। এগুলো খুবই নেক কাজ। এর জন্য এ ব্যক্তির সওয়াব রয়েছে। আর যে ব্যক্তি ঘোড়া পালন করে একমাত্র স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং স্বনির্ভরতা বজায় রাখার জন্য; এর সাথে সাথে ঘোড়ার ঘাড় ও পিঠে বর্তানো আল্লাহ্‌র হকসমূহও আদায় করতেও সে ভুলে যায় না। এ ক্ষেত্রে ঘোড়া তার জন্য শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় হবে। আর যে ব্যক্তি অহংকার ও আত্মগৌরব প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ঘোড়া পোষে, তার জন্য এই ঘোড়া শাস্তির কারণ হবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল গাধা সম্পর্কে। তখন তিনি বললেন ঃ এ সম্পর্কে আমার প্রতি ব্যাপক অর্থবোধক একটি আয়াত ছাড়া আল্লাহ্ আর কিছু নাযিল করেননি। (তা হলো এই) যে অণু পরিমাণ ভাল কাজও করবে, সে তাও দেখতে পাবে এবং যে অনু পরিমাণ খারাপ কাজ করবে, সেও তা দেখতে পাবে।

٦٨٥٥ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ اُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ امْرَاَةً سَاَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ ح وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ ابْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّمَيْرِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَتْنِيْ اُمِّيْ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ امْرَاَةً سَاَلَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْحَيْضِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْهُ ، قَالَ تَاْخُذِيْنَ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَوَضَّئِيْنَ بِهَا ، قَالَتْ كَيْفَ اَتَوَضَّاُ بِهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَوَضَّئِيْ قَالَتْ كَيْفَ اَتَوَضَّاُ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَوَضَّئِيْنَ بِهَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَعَرَفْتُ الَّذِيْ يُرِيْدُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَجَذَبْتُهَا اِلَيَّ فَعَلَّمْتُهَا-

৬৮৫৫ ইয়াহইয়া ও মুহাম্মদ ইবন উকবা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল, হায়েয থেকে গোসল (পবিত্রতা অর্জন) কিভাবে করতে হয়? তিনি বললেন ঃ তুমি সুগন্ধিযুক্ত এক টুকরা কাপড় হাতে নেবে। তারপর এর দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করে নেবে। মহিলা বলে উঠল, আমি এর দ্বারা কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করে নেব? নবী ﷺ বললেন ঃ তুমি এর দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করে

banglainternet.com

নেবে। মহিলা আবার বলে উঠল, এর দ্বারা কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করে নেব? নবী ﷺ বললেন ঃ তুমি এর দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করে নেবে। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বুঝতে পারলাম রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দ্বারা কি বোঝাতে চাচ্ছেন? এরপর মহিলাটিকে আমার দিকে টেনে আনলাম এবং বিষয়টি তাকে জানিয়ে দিলাম।

٦٨٥٦ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ اُمَّ حُفَيْدٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ حَزْنٍ اَهْدَتْ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ سَمْنًا وَاَقِطًا وَضِبًّا فَدَعَا بِهِنَّ النَّبِىُّ ﷺ فَاُكِلْنَ عَلٰى مَائِدَتِهِ فَتَرَكَهُنَّ النَّبِىُّ ﷺ كَالْمُتَقَذِّرِ لَهُ ، وَلَوْ كُنَّ حَرَامًا مَا اُكِلْنَ عَلٰى مَائِدَتِهِ وَلَا اَمَرَ بِاَكْلِهِنَّ-

৬৮৫৬ মূসা ইবন ইসমাঈল (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হারিস ইবন হাযনের কন্যা উম্মে হুফায়দ (রা) নবী ﷺ -এর উদ্দেশ্যে ঘি, পনির এবং কতগুলো দব্ব (গুঁইসাপ) হাদিয়া পাঠালেন। নবী ﷺ এগুলো চেয়ে নিলেন এবং এগুলো তাঁর দস্তরখানে বসে খাওয়া হল। নবী ﷺ নিজে এগুলো ঘৃণার কারণে খেতে অপছন্দ করলেন। যদি এগুলো হারাম হত, তবে তাঁর দস্তরখানে তা খাওয়া যেত না এবং তিনিও এগুলো খাওয়ার অনুমতি দিতেন না।

٦٨٥٧ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَطَاءُ بْنُ اَبِىْ رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ اَكَلَ ثُوْمًا اَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا اَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِىْ بَيْتِهِ وَاِنَّهُ اُتِىَ بِبَدْرٍ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ يَعْنِىْ طَبَقًا فِيْهِ خُضِرَاتٌ مِنْ بُقُوْلٍ فَوَجَدَ لَهَا رِيْحًا فَسَاَلَ عَنْهَا فَاُخْبِرَ بِمَا فِيْهَا مِنَ الْبُقُوْلِ فَقَالَ قَرِّبُوْهَا اِلٰى بَعْضِ اَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ فَلَمَّا رَاٰهُ كَرِهَ اَكْلَهَا وَقَالَ كُلْ فَاِنِّىْ اُنَاجِىْ مَنْ لَا تُنَاجِىْ ، قَالَ ابْنُ عُفَيْرٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ بِقِدْرٍ فِيْهِ خُضِرَاتٌ ، وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّيْثُ وَاَبُوْ صَفْوَانَ عَنْ يُوْنُسَ قِصَّةَ الْقِدْرِ فَلَا اَدْرِىْ هُوَ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِىِّ اَوْ فِى الْحَدِيْثِ-

৬৮৫৭ আহমাদ ইবন সালিহ (র) ..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রসুন কিংবা পেঁয়াজ কাঁচা খায়, সে ব্যক্তি যেন আমাদের থেকে কিংবা আমাদের মসজিদ থেকে পৃথক থাকে। আর সে যেন তার ঘরে বসে থাকে। এরপর তাঁর খেদমতে একটি পাত্র আনা হল। বর্ণনাকারী ইবন ওয়াহব (রা) বলেন, অর্থাৎ শাক-সব্জির একটি বড় পাত্র। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই পাত্রে এক প্রকার গন্ধ অনুভব করলে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁকে পাত্রের মধ্যকার শাক-সব্জি সম্পর্কে অবগত করা হল। তিনি তা জনৈক সাহাবীকে খেতে দিতে বললেন যিনি তাঁর সাথে উপস্থিত রয়েছেন। এরপর তিনি যখন অনুভব করলেন, সে তা খেতে অপছন্দ করছে তখন তিনি বললেন ঃ খাও। কারণ আমি যাঁর সাথে গোপনে কথোপকথন করি, তুমি তাঁর সাথে তা কর না। ইবন উফায়র (র)..... ইবন ওয়াহব (র)

banglainternet.com

থেকে طَبَقًا فِيْهِ خَضِرَاتٌ -এর স্থলে بِقِدْرٍ فِيْهِ خَضِرَاتٌ (শাক-সব্জির একটি হাড়ি) বর্ণনা করেছেন। পক্ষান্তরে লায়স ও আবূ সাফওয়ান (র) ইউনুস (র) থেকে হাড়ির ঘটনা উল্লেখ করেননি। এটি কি হাদীস বর্ণিত না যুহরী (র)-এর উক্তি এ সম্পর্কে আমার জানা নেই।

٦٨٥٨ حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ وَعَمِّيْ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ اَنَّ اَبَاهُ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ امْرَاَةً اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَكَلَّمَتْهُ فِيْ شَيْءٍ فَاَمَرَهَا بِاَمْرٍ فَقَالَتْ اَرَاَيْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ لَمْ اَجِدْكَ . قَالَ اِنْ لَمْ تَجِدِيْنِيْ فَاْتِيْ اَبَا بَكْرٍ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ زَادَ لَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ ابْنِ سَعْدٍ . كَاَنَّهَا تَعْنِيْ الْمَوْتَ -

৬৮৫৮ উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন ইবরাহীম (র)..... জুবায়র ইব্‌ন মুত্‌ঈম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খেদমতে হাযির হল এবং তাঁর সাথে কিছু বিষয়ে কথাবার্তা বলল। নবী ﷺ তাঁকে কোন এক বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে দিলেন। এরপর মহিলা আবেদন করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনাকে যখন পাব না তখন কি করব? তিনি উত্তর দিলেন ঃ যখন আমাকে পাবে না, তখন আসবে আবূ বকর (রা)-এর কাছে।

আবূ আবদুল্লাহ্ [ইমাম বুখারী (র)] বলেন, বর্ণনাকারী হুমায়দী (র) ইবরাহীম ইব্‌ন সা'দ (র) থেকে আরো অতিরিক্ত বলেছেন, মহিলাটি সম্ভবত সেই আবেদন দ্বারা নবী ﷺ -এর ওফাতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

٣٠٩٩ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لاَ تَسْاَلُوْا اَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ وَقَالَ اَبُوْ الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يُحَدِّثُ رَهْطًا مِنْ قُرَيْشٍ بِالْمَدِيْنَةِ وَذَكَرَ كَعْبَ الْاَحْبَارِ فَقَالَ اِنْ كَانَ مِنْ اَصْدَقِ هٰؤُلاَءِ الْمُحَدَّثِيْنَ الَّذِيْنَ يُحَدِّثُوْنَ عَنِ الْكِتَابِ وَاِنْ كُنَّا مَعَ ذٰلِكَ لَنَبْلُوْ عَلَيْهِ الْكَذِبَ

৩০৯৯. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর বাণী ঃ আহলে কিতাবদের কাছে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করো না। আবুল ইয়ামান (র) বলেন, শুয়াইব (র), ইমাম যুহরী (র) হুমায়দ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মু'আবিয়া (রা)-কে মদীনায় বসবাসরত কুরায়শ বংশীয় কতিপয় লোককে আলাপ-আলোচনা করতে শুনেছেন। তখন কা'ব আহবারের কথা এসে যায়। মু'আবিয়া (রা) বললেন, যারা পূর্ববর্তী কিতাব সম্পর্কে আলোচনা করেন, তাদের মধ্যে তিনি অধিকতর সত্যবাদী, যদিও বর্ণিত বিষয়সমূহ ভিত্তিহীন।

banglainternet.com

٦٨٥٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ اَهْلُ

الْكِتَابِ يَقْرَؤُنَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَيُفَسِّرُوْنَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِاَهْلِ الْاِسْلَامِ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُصَدِّقُوْا اَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوْهُمْ وَقُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا الْاٰيَةَ-

৬৮৫৯ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহলে কিতাব হিব্রু ভাষায় তাওরাত পাঠ করে মুসলমানদের সামনে তা আরবী ভাষায় ব্যাখ্যা করত। (এই প্রেক্ষিতে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আহলে কিতাবকে তোমরা সত্যবাদী মনে করো না এবং তাদেরকে মিথ্যাবাদীও ভেবো না। তোমরা বলে দাও, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্র প্রতি এবং আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এর প্রতি ..... শেষ পর্যন্ত।

٦٨٦٠ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ كَيْفَ تَسْاَلُوْنَ اَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ وَكِتَابُكُمُ الَّذِيْ اُنْزِلَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَحْدَثُ تَقْرَؤُنَهُ مَحْضًا لَمْ يُشَبْ وَقَدْ حَدَّثَكُمْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتَابِ بَدَّلُوْا كِتَابَ اللّٰهِ وَغَيَّرُوْهُ وَكَتَبُوْا بِاَيْدِيْهِمُ الْكِتَابَ وَقَالُوْا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا . اَلَا يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنَ الْعِلْمِ عَنْ مَسْئَلَتِهِمْ لَا وَاللّٰهِ مَا رَاَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلًا يَسْاَلُكُمْ عَنِ الَّذِيْ اُنْزِلَ عَلَيْكُمْ-

৬৮৬০ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র)..... উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন, তোমরা কিভাবে আহলে কিতাবদেরকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা কর? অথচ তোমাদের কিতাব (আল-কুরআন) তাঁর রাসূল ﷺ -এর উপর সদ্য নাযিল হয়েছে, তা তোমরা পড়ছ। যা পূত-পবিত্র ও নির্ভেজাল। এই কিতাব তোমাদেরকে বলে দিচ্ছে, আহলে কিতাবগণ আল্লাহ্র কিতাবকে পরিবর্তন ও বিকৃত করে দিয়েছে। তারা স্বহস্তে কিতাব লিখে তা আল্লাহ্র কিতাব বলে ঘোষণা দিয়েছে, যাতে এর দ্বারা সামান্য সুবিধা লাভ করতে পারে। তোমাদের কাছে যে (কিতাব ও সুন্নাহ্র) ইল্ম রয়েছে তা কি তোমাদেরকে তাদের কাছে কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে নিষেধ করছে না? আল্লাহ্র কসম! আমরা তো তাদের কাউকে দেখিনি কখনো তোমাদের উপর অবতীর্ণ কিতাবের বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করতে।

٣١٠٠ بَابُ نَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ التَّحْرِيْمِ اِلَّا مَا يُعْرَفُ اِبَاحَتُهُ ، وَكَذٰلِكَ اَمْرُهُ نَحْوَ قَوْلِهِ حِيْنَ اَحَلُّوْا اَصِيْبُوْا مِنَ النِّسَاءِ ، وَقَالَ جَابِرٌ وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ وَلٰكِنْ اَحَلَّهُنَّ لَهُمْ ، وَقَالَتْ اُمُّ عَطِيَّةَ نُهِيْنَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا-

banglainternet.com

৩১০০. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর নিষেধাজ্ঞা দ্বারা হারাম সাব্যস্ত হয়। তবে অন্য দলীলের দ্বারা যা মুবাহ্ হওয়া প্রমাণিত তা ব্যতীত। অনুরূপ তাঁর নির্দেশ দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়। তবে অন্য দলীল দ্বারা তা মুবাহ্ হওয়া প্রমাণিত হলে ভিন্ন কথা। যেমন নবী ﷺ -এর বাণী ঃ যখন তোমরা হালাল (ইহ্রাম

থেকে) হয়ে যাও, নিজ স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে। জাবির (রা) বলেন, এ কাজ তাদের জন্য ওয়াজিব করা হয়নি। বরং তাদের জন্য (স্ত্রী ব্যবহার) হালাল করা হয়েছে। উম্মে আতীয়্যা (রা) বলেছেন, আমাদেরকে (মহিলাদের) জানাযার সাথে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। এ নিষেধাজ্ঞা আমাদের উপর বাধ্যতামূলক নয়

٦٨٦١ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ ابْرٰهِيْمُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ ح وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ فِيْ اُنَاسٍ مَعَهُ قَالَ اَهْلَلْنَا اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي الْحَجِّ خَالِصًا لَيْسَ مَعَهُ عُمْرَةٌ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ فَقَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَلَمَّا قَدِمْنَا اَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ اَنْ نَحِلَّ وَقَالَ اَحِلُّوْا وَاَصِيْبُوْا مِنَ النِّسَاءِ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ وَلٰكِنْ اَحَلَّهُنَّ لَهُمْ فَبَلَغَهُ اَنَّا نَقُوْلُ لِمَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ اِلَّا خَمْسٌ اَمَرَنَا اَنْ نَحِلَّ اِلٰى نِسَائِنَا فَنَاْتِيَ عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكِيْرُنَا الْمَذْيَ قَالَ وَيَقُوْلُ جَابِرٌ بِيَدِهِ هٰكَذَا اَوْ حَرَّكَهَا فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُمْ اَنِّيْ اَتْقَاكُمْ لِلّٰهِ وَاَصْدَقُكُمْ وَاَبَرُّكُمْ وَلَوْلَا هَدْيِيْ لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّوْنَ فَحِلُّوْا فَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِيْ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا اَهْدَيْتُ فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَاَطَعْنَا-

৬৮৬১ মাক্কী ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাকর (র) ..... আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌কে এই কথা বলতে শুনেছি যে, তাঁর সাথে তখন আরো কিছু লোক ছিল। আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীগণ শুধু হজ্জের নিয়তে ইহ্‌রাম বেঁধেছিলাম। এর সাথে উমরার নিয়ত ছিল না। বর্ণনকারী আতা (র) বলেন, জাবির (রা) বলেছেন, নবী ﷺ যিলহজ্জ মাসের চার তারিখ সকাল বেলায় (মক্কায়) আগমন করলেন। এরপর আমরাও যখন আগমন করলাম, তখন নবী ﷺ আমাদেরকে ইহ্‌রাম খুলে ফেলার নির্দেশ দিলেন।[১] তিনি বললেন ঃ তোমরা ইহ্‌রাম খুলে ফেল এবং স্ত্রীদের সাথে মিলিত হও। (রাবী) আতা (র) বর্ণনা করেন, জাবির (রা) বলেছেন, (স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা) তিনি তাদের উপর বাধ্যতামূলক করেননি বরং মুবাহ্ করে দিয়েছেন। এরপর তিনি অবগত হন যে, আমরা বলাবলি করছি আমাদের ও আরাফার দিনের মাঝখানে মাত্র পাঁচদিন বাকি। তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা ইহ্‌রাম খুলে স্ত্রীদের সাথে মিলিত হই। তখন তো আমরা পৌঁছব আরাফায় আর আমাদের পুরুষাঙ্গ থেকে মযী ঝরতে থাকবে। আতা বলেন, জাবির (রা) এ কথা বোঝানোর জন্য হাত দিয়ে ইঙ্গিত করেছিলেন কিংবা হাত নেড়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে বললেন ঃ তোমরা জান, আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌কে অধিক ভয় করি, তোমাদের তুলনায় আমি বেশি সত্যবাদী ও নিষ্ঠাবান। আমার সাথে যদি কুরবানীর পশু না থাকত,

banglainternet.com

১. নবী ﷺ -এর সাথে হজ্জ আদায় করার বছর সাহাবীগণের মধ্যে যারা শুধু হজ্জের ইহরাম বেঁধেছিলেন তাদেরকে তিনি তা উমরায় পরিণত করে ইহরাম খুলে ফেলার নির্দেশ দেন এবং তা শুধু ঐ বছরের জন্যই প্রযোজ্য ছিল।

আমিও তোমাদের মত ইহরাম খুলে ফেলতাম। সুতরাং তোমরা ইহরাম খুলে ফেল। আমি যদি আমার কাজের পরিণাম আগে জানতাম যা পরে অবগত হয়েছি তবে আমি কুরবানীর পশু সঙ্গে আনতাম না। অতএব আমরা ইহরাম খুলে ফেললাম। নবী ﷺ-এর নির্দেশ শোনলাম এবং তাঁর আনুগত্য করলাম।

٦٨٦٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ الْمُزَنِيُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صَلُّوْا قَبْلَ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةَ اَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً-

৬৮৬২ আবূ মা'মার (র)..... আবদুল্লাহ্ মুযানী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ মাগরিবের নামাযের পূর্বে তোমরা নামায আদায় করবে। তবে তৃতীয়বারে তিনি বললেন ঃ যার ইচ্ছা সে তা আদায় করতে পারে। লোকেরা (সাহাবীগণ) এটাকে সুন্নাত বলে ধরে নিক — এটা তিনি পছন্দ করলেন না।

٣١٠١ بَابُ كَرَاهِيَةِ الْاِخْتِلَافِ

৩১০১. অনুচ্ছেদ ঃ মতবিরোধ অপছন্দনীয়

٦٨٦٣ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سَلَّامِ بْنِ اَبِيْ مُطِيْعٍ عَنْ اَبِيْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِقْرَؤُا الْقُرْاٰنَ مَا ائْتَلَفَتْ قُلُوْبُكُمْ فَاِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُوْمُوْا عَنْهُ. قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ سَمِعَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ سَلَّامًا-

৬৮৬৩ ইসহাক (র)..... জুনদাব ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা কুরআন তিলাওয়াত করতে থাক, যাবত এর প্রতি তোমাদের হৃদয়ের আকর্ষণ অব্যাহত থাকে। আর যখন তোমাদের মধ্যে কোন প্রকার মতবিরোধ দেখা দেয় তখন তা থেকে উঠে যাও। আবূ আবদুল্লাহ (বুখারী) (র) বলেন, আবদুর রহমান (র) সাল্লাম থেকে (উক্ত হাদীসটি) শুনেছেন (সূত্রে) বর্ণিত হয়েছে।

٦٨٦٤ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِقْرَؤُا الْقُرْاٰنَ مَا ائْتَلَفَتْ قُلُوْبُكُمْ فَاِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُوْمُوْا عَنْهُ وَقَالَ يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ هَارُوْنَ الْاَعْوَرِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عِمْرَانَ عَنْ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৬৮৬৪ ইসহাক (র.)..... জুনদাব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা ততক্ষণ কুরআন তিলাওয়াত করতে থাক, যতক্ষণ এর প্রতি তোমাদের হৃদয়ের আকর্ষণ অব্যাহত থাকে। আর যখন বিরাগ মনা হয়ে যাও, তখন তা থেকে উঠে দাঁড়াও। ইয়াযিদ ইব্ন হারুন (র) জুনদাব (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

banglainternet.com

٦٨٦٥ حَدَّثَنَا ابْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا حُضِرَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيْهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ . قَالَ هَلُمَّ اَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ قَالَ عُمَرُ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ غَلَبَهُ الْوَجَعُ وَعِنْدَكُمُ الْقُرْاٰنُ فَحَسْبُنَا كِتَابُ اللّٰهِ . وَاخْتَلَفَ اَهْلُ الْبَيْتِ وَاخْتَصَمُوْا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُوْلُ قَرِّبُوْا يَكْتُبْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُ . وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُوْلُ مَا قَالَ عُمَرُ . فَلَمَّا اَكْثَرُوا اللَّغَطَ وَالْاِخْتِلَافَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قُوْمُوْا عَنِّيْ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبَيْنَ اَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذٰلِكَ الْكِتَابَ مِنْ اخْتِلَافِهِمْ وَلَغَطِهِمْ-

৬৮৬৫ ইবরাহীম ইবন মূসা (র).... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী ﷺ-এর ওফাতের সময় ঘনিয়ে এল। রাবী বলেন, ঘরের মধ্যে তখন বহু লোক ছিল। তাঁদের মধ্যে ছিলেন উমর ইবন খাত্তাব (রা)। তিনি (নবী ﷺ) বললেন ঃ তোমরা লেখার সামগ্রী নিয়ে এসো, আমি তোমাদের জন্য লিখে যাব এমন জিনিস, যা দ্বারা তার পরে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। উমর (রা) মন্তব্য করলেন, নবী ﷺ খুবই কষ্টে রয়েছেন। তোমাদের কাছে তো কুরআন রয়েছেই, আল্লাহ্‌র এই কিতাবই আমাদের জন্য যথেষ্ট। এ সময় গৃহে অবস্থানকারীদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হল। এবং তারা বিতর্কে লিপ্ত হয়ে গেল। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, লেখার সামগ্রী তোমরা নিয়ে এসো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাদের জন্য লিখে দেবেন এমন জিনিস যা দ্বারা তাঁর পরে তোমরা পথহারা হবে না। আবার কারো কারো বক্তব্য ছিল উমর (রা)-এর কথারই অনুরূপ। যখন নবী ﷺ-এর সামনে তাদের কথা কাটাকাটি এবং মতপার্থক্য বৃদ্ধি পেল, তখন তিনি বললেন ঃ তোমরা আমার কাছ থেকে উঠে যাও।

বর্ণনাকারী উবায়দুল্লাহ্ বলেন, ইবন আব্বাস (রা) বলতেন, সমস্ত জটিলতার মূল উৎস ছিল তা-ই, যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তাঁর লেখার মাঝখানে অন্তরায় সৃষ্টি হয়েছিল। অর্থাৎ তা ছিল তাদের মতবিরোধ ও কথা কাটাকাটি।

٣١٠٢ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ : وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ وَاَنَّ الْمُشَاوَرَةَ قَبْلَ الْعَزْمِ وَالتَّبَيُّنِ ، لِقَوْلِهِ : فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَاِذَا عَزَمَ الرَّسُوْلُ لَمْ يَكُنْ لِبَشَرٍ التَّقَدُّمُ عَلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ، وَشَاوَرَ النَّبِيُّ ﷺ اَصْحَابَهُ يَوْمَ اُحُدٍ فِي الْمُقَامِ وَالْخُرُوْجِ فَرَاَوْا لَهُ الْخُرُوْجَ فَلَمَّا لَبِسَ لَاْمَتَهُ وَعَزَمَ قَالُوْا اَقَمْ فَلَمْ يَمِلْ اِلَيْهِمْ بَعْدَ الْعَزْمِ وَقَالَ لَا يَنْبَغِيْ لِنَبِيٍّ يَلْبَسُ لَاْمَتَهُ فَيَضَعُهَا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ وَشَاوَرَ عَلِيًّا وَاُسَامَةَ فِيْمَا رَمَى بِهِ اَهْلُ الْاِفْكِ عَائِشَةَ فَسَمِعَ مِنْهُمَا حَتّٰى نَزَلَ الْقُرْاٰنُ فَجَلَدَ الرَّامِيْنَ وَلَمْ يَلْتَفِتْ اِلٰى تَنَازُعِهِمْ ، وَلٰكِنْ حَكَمَ بِمَا اَمَرَهُ اللّٰهُ ، وَكَانَتِ الْاَئِمَّةُ بَعْدَ

banglainternet.com

النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَشِيْرُوْنَ الْاُمَنَاءَ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ فِى الْاُمُوْرِ الْمُبَاحَةِ لِيَاْخُذُوْا بِاَسْهَلِهَا فَاِذَا وَضَحَ الْكِتَابُ اَوِ السُّنَّةُ لَمْ يَتَعَدُّوْهُ اِلَى غَيْرِهِ اِقْتِدَاءً بِالنَّبِىِّ ﷺ وَرَاَى اَبُوْ بَكْرٍ قِتَالَ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ ، فَقَالَ عُمَرُ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَاِذَا قَالُوْا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ عَصَمُوْا مِنِّىْ دِمَاءَ هُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ ، فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَاللّٰهِ لَاُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ مَا جَمَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ تَابَعَهُ بَعْدُ عُمَرُ فَلَمْ يَلْتَفِتْ اَبُوْ بَكْرٍ اِلٰى مَشْوَرَةٍ اِذَا كَانَ عِنْدَهُ حُكْمُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَاَرَادُوْا تَبْدِيْلَ الدِّيْنِ وَاَحْكَامِهِ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ وَكَانَ الْقُرَّاءُ اَصْحَابَ مَشْوَرَةِ عُمَرَ كُهُوْلًا كَانُوْا اَوْ شُبَّانًا وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللّٰهِ -

৩১০২. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে। (৪২ ঃ ৩৮) এবং পরামর্শ করো তাঁদের সাথে (দীনী) কর্মের ব্যাপারে। পরামর্শ হলো স্থির সিদ্ধান্ত ও লক্ষ্য নির্ধারণের পূর্বে। যেমন, মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ এরপর যখন তুমি দৃঢ়সংকল্প হও, তখন আল্লাহ্‌র উপর ভরসা কর। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন কোন বিষয়ে দৃঢ়সংকল্প হন, তখন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের মতের পরিপন্থী অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে কারো কোন অধিকার থাকে না। ওহুদের যুদ্ধের দিনে নবী ﷺ তাঁর সাহাবীদের সাথে এ পরামর্শ করেন যে, যুদ্ধ কি মদীনায় অবস্থান করেই চালাবেন, না বাইরে গিয়ে? সাহাবাগণ মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করাকে রায় দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুদ্ধের পোশাক পরিধান করলেন এবং যখন যুদ্ধের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন, তখন সাহাবাগণ আরয করলেন, মদীনায়ই অবস্থান করুন। কিন্তু তিনি দৃঢ়সংকল্প হওয়ার পর তাঁদের এই মতামতের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করলেন না। তিনি মন্তব্য করলেন ঃ কোন নবীর সামরিক পোশাক পরিধান করার পর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত তা খুলে ফেলা সমীচীন নয়। তিনি আলী (রা) ও উসামা (রা)-এর সাথে আয়েশার উপর যিনার মিথ্যা অপবাদ লাগানোর ব্যাপারে পরামর্শ করেন। তাদের কথা তিনি শোনেন। এরপর কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়। মিথ্যা অপবাদকারীদেরকে তিনি বেত্রাঘাত করেন। তাঁদের পরস্পর মতান্তরের দিকে লক্ষ্য না করে আল্লাহ্‌র নির্দেশানুসারেই সিদ্ধান্ত নেন। নবী ﷺ -এর পরে ইমামগণ মুবাহ্ বিষয়াদিতে বিশ্বস্ত আলেমদের কাছে পরামর্শ চাইতেন, যেন তুলনামূলক সহজ পথ তারা গ্রহণ করতে পারেন। হাঁ, যদি কিতাব কিংবা সুন্নাহতে আলোচ্য বিষয়ে কোন পরিষ্কার ব্যাখ্যা পাওয়া যেত, তখন তারা নবী ﷺ -এর কথারই অনুসরণ করতেন, অন্য কারো কথার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করতেন না। (নবী ﷺ-এর অনুসরণেই) যাকাত যারা বন্ধ করে দিয়েছিল, আবূ বকর (রা) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। উমর (রা) তখন বললেন, আপনি কিভাবে লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন, অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি এতক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি,

banglainternet.com

যতক্ষণ না তারা বলবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'। তারা যখন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলবে তখন তারা আমার কাছ থেকে তাদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা লাভ করবে। তবে ইসলামের হকের ব্যাপার ভিন্নতর। আর সে ব্যাপারে তাদের হিসাব-নিকাশ আল্লাহ্র উপর। আবূ বকর (রা) বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অবশ্যই করব, যারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সুসংহত বিষয়ের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে। পরিশেষে উমর (রা) তাঁর সিদ্ধান্তই মেনে নিলেন। আবূ বকর (রা) এ ব্যাপারে (কারো সাথে) পরামর্শ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভবন করেননি। কেননা, যারা নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে এবং ইসলাম-এর নির্দেশাবলী পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধনের অপচেষ্টা করে, তাদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সিদ্ধান্ত তাঁর সামনে বিদ্যমান ছিল। কেননা, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের দীনকে পরিবর্তন করে তাকে হত্যা কর। উমর (রা)-এর পরামর্শ পরিষদের সদস্যগণ কুরআন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। চাই তারা বয়োবৃদ্ধ হোন কিংবা যুবক। আল্লাহ্র কিতাবের (সিদ্ধান্তের) প্রতি উমর (রা) ছিলেন অধিক অবহিত

٦٨٦٦ حَدَّثَنَا الْاُوَيْسِيُّ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُرْوَةُ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَائِشَةَ حِيْنَ قَالَ لَهَا اَهْلُ الْاِفْكِ مَاقَالُوْا قَالَتْ وَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ وَاُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِيْنَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ يَسْاَلُهُمَا وَهُوَ يَسْتَشِيْرُهُمَا فِيْ فِرَاقِ اَهْلِهِ . فَاَمَّا اُسَامَةُ فَاَشَارَ بِالَّذِيْ يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ اَهْلِهِ . وَاَمَّا عَلِيٌّ فَقَالَ لَمْ يُضَيِّقِ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيْرٌ وَسَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَرِيْرَةَ . فَقَالَ هَلْ رَاَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيْبُكِ ؟ قَالَ مَا رَاَيْتُ اَمْرًا اَكْثَرَ مِنْ اَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيْثَةُ السِّنِّ فَتَنَامُ عَنْ عَجِيْنِ اَهْلِهَا فَتَاْتِي الدَّاجِنُ فَتَاْكُلُهُ فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ مَنْ يَعْذِرُنِيْ مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِيْ اَذَاهُ فِيْ اَهْلِيْ فَوَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى اَهْلِيْ اِلاَّ خَيْرًا وَذَكَرَ بَرَاءَةَ عَائِشَةَ

৬৮৬৬ আল উওয়ায়সী (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। যখন মিথ্যা অপবাদকারীরা তাঁর (আয়েশার) বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন (ঘিনার) অপবাদ রটিয়েছিল। তিনি বলেন, ওহী আসতে বিলম্ব হচ্ছিল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলী ইব্ন আবূ তালিব ও উসামা ইব্ন যায়িদের কাছে কিছু পরামর্শ করার জন্য তাদেরকে ডাকলেন। এবং তাঁর সহধর্মিণী আয়েশা (রা)-কে পৃথক করে দেওয়া সম্পর্কে পরামর্শ চাইলেন। উসামা (রা) নবী ﷺ -এর পরিবারের পবিত্রতা সম্পর্কে তাঁর যা জানা ছিল তা উল্লেখ করলেন। আর আলী (রা) বললেন, আল্লাহ্ আপনার জন্য তো কোন সীমাবদ্ধতা আরোপ করেননি। মহিলা তো তিনি ব্যতীত আরও অনেক আছেন। আপনি বাঁদীটির কাছে জিজ্ঞাসা করুন, সে আপনাকে সত্য যা, তাই বলবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বারীরাকে ডাকলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি সন্দেহের কিছু অবলোকন করেছ? তিনি বললেন, আমি

banglainternet.com

এ ছাড়া আর অধিক কিছুই জানি না যে, আয়েশা (রা) হচ্ছে অল্পবয়স্কা মেয়ে। তিনি নিজের ঘরের আটা পিষে ঘুমিয়ে পড়েন, এমতাবস্থায় বকরী এসে তা খেয়ে ফেলে। এরপর নবী ﷺ মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ হে মুসলিমগণ! যে ব্যক্তি আমার পরিবারের অপবাদ রটিয়ে আমাকে কষ্ট দিয়েছে তার প্রতিকার করতে আমাকে সাহায্য করার মত কেউ আছ কি? আল্লাহ্‌র কসম! আমি আমার পরিবার সম্পর্কে ভালো ছাড়া মন্দ কিছুই জানি না এবং তিনি আয়েশা (রা)-এর পবিত্রতার কথা বর্ণনা করলেন।

٦٨٦٧ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ ح وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اَبِيْ زَكَرِيَّاءَ الْغَسَّانِيُّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَقَالَ مَا تُشِيْرُوْنَ عَلَيَّ فِيْ قَوْمٍ يَسُبُّوْنَ اَهْلِيْ مَاعَلِمْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُوْءٍ قَطُّ وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ لَمَّا اُخْبِرَتْ عَائِشَةُ بِالْاَمْرِ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَتَاْذَنُ لِيْ اَنْ اَنْطَلِقَ اِلٰى اَهْلِيْ فَاَذِنَ لَهَا فَاَرْسَلَ مَعَهَا الْغُلَامَ . وَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ سُبْحَانَكَ مَا يَكُوْنُ لَنَا اَنْ نَتَكَلَّمَ بِهٰذَا سُبْحَانَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ-

৬৮৬৭ আবূ উসামা ও মুহাম্মদ ইব্‌ন হারব (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের (সামনে) খুত্‌বা দিলেন। আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণগান বর্ণনা করলেন। এরপর তিনি বললেন ঃ যারা আমার স্ত্রীর অপবাদ রটিয়ে ফিরছে, তাদের সম্পর্কে তোমরা আমাকে কি পরামর্শ দাও। আমি আমার পরিবারের কারো মধ্যে কোন প্রকার অশ্লীলতা বিন্দুমাত্র অনুভব করিনি।

উরওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশাকে সেই অপবাদ সম্পর্কে অবহিত করা হলে তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে আমার পরিজনের (বাবা-মার) কাছে যাওয়ার অনুমতি দিবেন কি? তখন নবী ﷺ তাঁকে অনুমতি দিলেন এবং তাঁর সাথে একজন গোলামও পাঠালেন। জনৈক আনসারী বললেন, তুমিই পবিত্র হে আল্লাহ্। এ ধরনের কথা আমাদের মুখে শোভা পায় না। এটা ভিত্তিহীন ঘৃণ্য মিথ্যা অপবাদ। তোমারই পবিত্রতা হে আল্লাহ্!

banglainternet.com